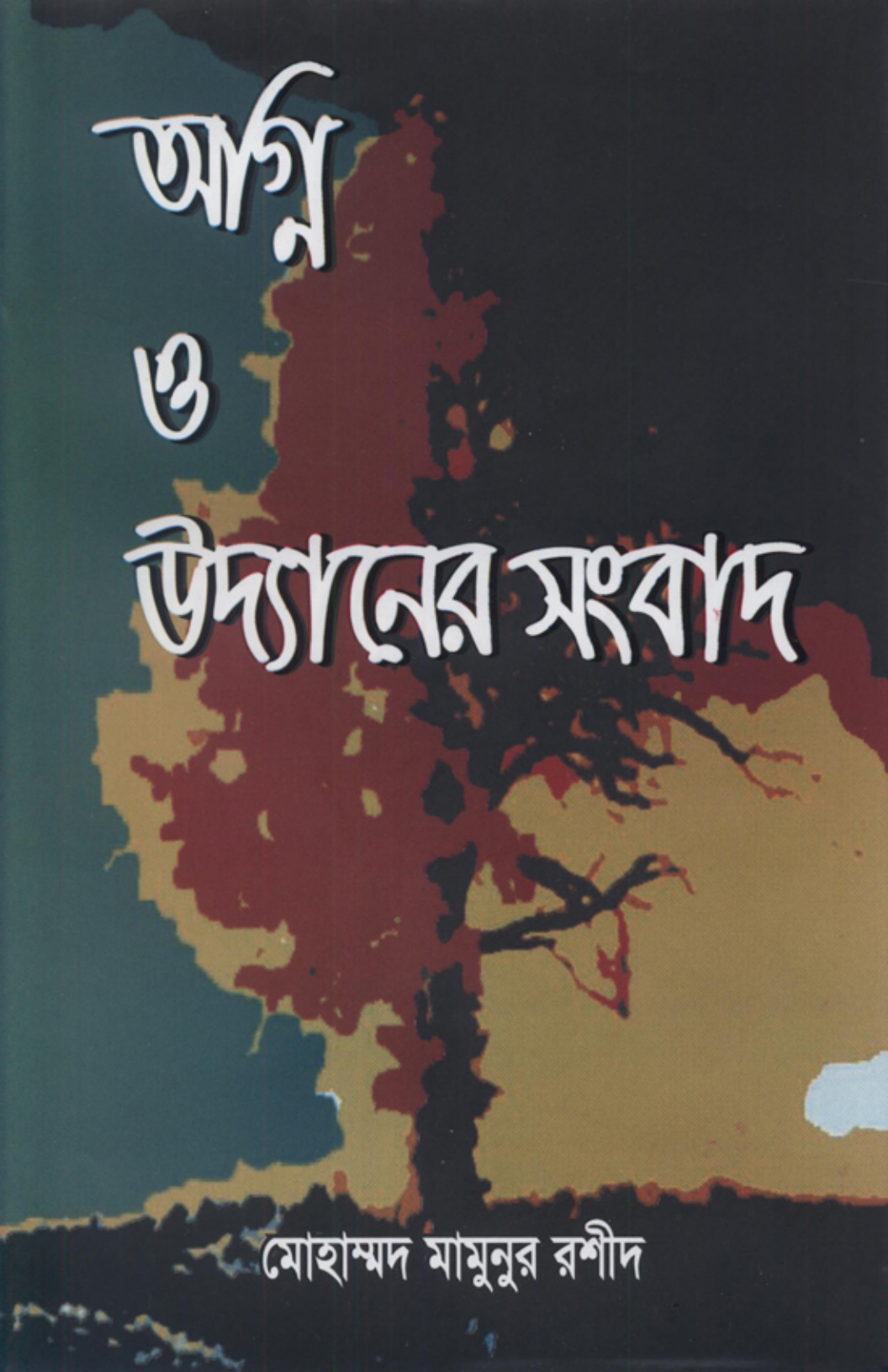

আগুন
ও
উদ্যানের সংবাদ
মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ



'অগ্নি' ও 'উদ্যান' অর্থ চিরস্থায়ী অগ্নি ও অনন্তকালের উদ্যান–জাহান্নাম ও জান্নাত। পৃথিবীর এই প্রবাস জীবন ছেড়ে প্রকৃত ওই দেশ দু'টির কোনো একটিতে পৌঁছতে হবে আমাদেরকে। সুতরাং জানতে হবে আমাদের ওই সর্বশেষ ঠিকানা দু'টো হবে কেমন। তারপর ঠিক করতে হবে কোথায় যেতে চাই আমরা । ধরতে চাই কোন্ পথ? আমরা সকলে তো সে পথেই চলেছি । বেলা বয়ে চলেছে । সন্ধ্যা সন্নিকটবর্তী হচ্ছে । আমরা তো জানিও না- সানুতপ্ত ও সলজ্জিত প্রত্যাবর্তন আমাদের ললাটলিপিতে রয়েছে কী না। হে মহামহিম অনুগ্রহাধিকারী ! হে মহান ক্ষমাপরবশ প্রভুপালক ! আমাদেরকে পথিক করো শুভ ও সুন্দর পথের ।

প্রচ্ছদ ঃ সাবৃনা

অগ্নি ও উদ্যানের সংবাদ

অগ্নি ও উদ্যানের সংবাদ

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

হাকিমাবাদ
খানকায়ে
মোজাদ্দেদিয়া

অগ্নি ও উদ্যানের সংবাদ
মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

রচনার স্থান
হাকিমাবাদ মসজিদ
গ্রাম- অনডঙ্ চেরাই
প্রদেশ- কমপঙ্ছেনাঙ্
কম্বোডিয়া

রচনার সময়
রমজান মাসের এতেকাফ

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী ২০১৩

প্রকাশক
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ
ফোনঃ ০১৭২৬২৮৮২৮০, ০১৬৭৭০৪২৮৯২

মুদ্রক
শওকত প্রিন্টার্স
১৯০/বি, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০।
মোবাইল ঃ ০১৭১১-২৬৪৮৮৭, ০১৭১৫-৩০২৭৩১

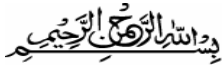
প্রচ্ছদ
সাবৃনা

বিনিময়
নব্বই টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান
মোজাদ্দেদিয়া কুতুবখানা
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা-১০০০
মোবাইলঃ ০১১৯৯-৪৩৫৭৩৮, ০১৯২৯-৪৮৫২৯৯

AGNI O UDDANER SANGBAD- Written by Mohammad Mamunur Rashid/ Published by Hakimabad Khanka-e-Mozaddedia, Bhuigarh, Narayangonj, Bangladesh. Exchange Tk. 90/- US $ 10

ISBN 984-70240- 0067-5



জীবনের পক্ষেই কথা বলতে হবে। চলতে হবে জীবনেরই পথে। তার আগে বুঝতে হবে— জীবন কী? বোধকে পরিচ্ছন্ন ও পূর্ণ করতে গেলে মানুষকে মানুষের কাছে যেতে হবে। ওই সকল মানুষের কাছে, যাঁরা আমাদেরকে খণ্ডিত বোধের বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন। তাঁরা শুধু পৃথিবীর কথা বলেননি, বলেছেন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পৃথিবীর কথা। পৃথিবী-পূর্ব রূহের জগতের কথা। আবার পরবর্তী পৃথিবীর অন্তহীনতার কথা। মহাজীবনের কথা।

জন্মের মাধ্যমে আমরা এ পৃথিবীতে আসি। আবার মৃত্যুর মাধ্যমে প্রবেশ করি পরবর্তী পৃথিবীতে। তাই জীবনের কথা ভাবতে গেলে পুরো জীবনের কথাই ভাবতে হবে। হিশেব মেলাতে হবে মানুষের মহাইতিহাসের নিরিখে। তাঁদেরই আশ্রয়াঞ্চলের ছায়ায় এসে দাঁড়াতে হবে, যাঁরা পরিশুদ্ধ ও পূর্ণ। তাঁরাই নবী ও রসুল— প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ। পরিত্রাণের পথপ্রদর্শক। তাঁরাই মানুষের মহিমার কথা বলেছেন। জ্বালিয়েছেন প্রেম, প্রজ্ঞা ও পরিত্রাণের মায়াবী মশাল। বলেছেন, মানুষ ছোট নয়। জীবন ক্ষুদ্র নয়। মৃত্যুতেই সককিছু শেষ হয়ে যায় না। সুতরাং পৃথিবীর ঘাত-অভিঘাত-প্রতিঘাতে বিচলিত হবার কিছু নেই। দুঃখ পেলেও তা ভুলে যেতে হবে। পথ চলতে হবে নিষিদ্ধ নৈরাশ্যের বুকের উপর দিয়ে। আশা ও অপেক্ষার বুকে এঁকে দিতে হবে বিশ্বাস ও ভালোবাসার এই অভয়বাণীখানি— 'নিশ্চয় দুঃখের পরে সুখ- নিশ্চয় দুঃখের পরে সুখ'

প্রত্যাদেশিত পুরুষগণ পৃথিবীর সব সম্প্রদায়ের কাছে এসেছিলেন। সর্বশেষ মহাগ্রন্থে এরকমই বলা হয়েছে। তাই আমরা পথপ্রাপ্ত ও পথভ্রষ্ট সকল মানুষের মধ্যেই কতকগুলো সাধারণ বিশ্বাসের দেখা পাই। বেহেশত ও দোজখ তেমনি একটি প্রসঙ্গ। স্বর্গ-নরক, হেভেন-হেল, জান্নাত-জাহান্নাম তেমনি একটি বিষয়। পুণ্যকর্ম ও পাপকীর্তির পরিণাম যে যথাক্রমে চিরসুখময় বেহেশতের উদ্যান এবং চিরদুঃখময় দোজখের অগ্নি— একথা সকলেই জানে। কিন্তু এই শাশ্বত বিশ্বাসটির সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে অনেক অপবিশ্বাস ও অশুভ সংস্কার। আমাদেরকে তাই উদ্যান ও অগ্নির যথার্থ অর্থ ও বিবরণ জানতে হবে। বলা বাহুল্য, সর্বশেষ প্রত্যাদেশসম্ভার আল কোরআনই আমাদেরকে এই যথার্থতার সন্ধান দিতে পারে।

আমরা তাই সেখান থেকেই সংবাদ গ্রহণ ও পরিবেশন করবার ব্যবস্থা করলাম। দিতে চেষ্টা করলাম, এ প্রসঙ্গের আয়াতসমূহের যথা-অনুবাদ ও যথার্থ ব্যাখ্যা-ভাষ্য।

একথা নিশ্চিত যে, বেহেশত ও দোজখ বর্তমান আছে। ওখানে আমাদেরকে যেতেই হবে। বাস করতে হবে অনন্ত সময় ধরে। আর একথাটিও সুনিশ্চিত যে, বিশ্বাস ও ভালোবাসা ছাড়া আমরা দোজখানল থেকে মুক্তি পাবো না।

'যারা ইমান এনেছে, তারা আল্লাহ্‌কে অত্যধিক ভালোবাসে'— আমাদের বিশ্বাস হবে ভালোবাসাময়, যেমন বলা হয়েছে এই মহাবাণীপঙ্‌ক্তিটিতে। করতে হবে জ্ঞানানুশীলন, প্রেমময়তার সঙ্গে। বিশ্বাসের বৃন্তে প্রস্ফুটিত রাখতে হবে প্রেমময় প্রজ্ঞা, অথবা প্রজ্ঞাশোভিত প্রেম— সতত, নিয়ত, নির্নিমেষ।

প্রারম্ভে ও পরিশেষে বর্ণনা করি প্রশংসা-প্রশস্তি, স্তব-স্তুতি, মহিমা-গৌরব, উচ্চতা-পবিত্রতা কেবল তাঁর, যিনি স্বতিষ্ঠ, স্বাধিষ্ঠ, স্বয়ম্ভূ। সর্বশক্তিময়, সর্বশ্রুতিধর, সর্বদ্রষ্টা ও সর্বজ্ঞ। তিনিই বিশ্বসমূহের সকলের ও সকলকিছুর একমাত্র প্রভুপালয়িতা, একক উপাস্য। তাঁর প্রেমাস্পদশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ স. এর প্রতি বর্ষিত হোক সর্বোৎকৃষ্ট দরূদ, সালাম, রহমত ও বরকত। তাঁর ভ্রাতৃবৃন্দ অন্যান্য নবী-রসুল, নৈকট্যভাজন ফেরেশতাবৃন্দ, তাঁর সহচরবৃন্দ, তাঁর বংশধর, পরিবার-পরিজন, তাঁর একনিষ্ঠ অনুগামী ও প্রেমিক পীর-আউলিয়া সম্প্রদায়ের প্রতি, বিশেষ করে আমাদের পরম প্রিয় পীর ও মোর্শেদ হজরত হাকিম আবদুল হাকিম র. এর প্রতি। আমিন।

ওয়াস্ সালাম।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ

পৃথিবী কোনোদিনই পরিগ্রহ করেনি আনন্দের রূপ
দেখুন না প্রতিটি ফুল ঝ'রে যাবার জন্যই জন্মায়
প্রতিটি নদী হারিয়ে যাবার জন্য
প্রতিটি সূর্যোদয়ও তেমনি রাতের পায়ে নত হবার জন্য
উত্থান পতনের জন্য
জীবন মৃত্যুর জন্য
অর্জন অবলোপনের জন্য
সৃষ্টির সকল উদাহরণ এরকমই মুছে যাবার জন্য।
দেখুন প্রতিটি মানুষ কী বাধ্যগতভাবে বহন করে চলেছে
বিচ্ছেদের জানাজা, একজনের জন্য একজন
একজনের জন্য অনেকজন
অনেকজনের জন্য একজন
'সুখ' শিশুতোষবিদ্যা, আর 'শোক' প্রজ্ঞার পরিণত অনুভব
দেখুন আমরা সকলেই সকলের কাছ থেকে পৃথক হয়ে যাচ্ছি—
নিরুপায় মানবতা! দুঃখ ও দহনের ডালপালাগুলো মেলে দিয়ে
কোন সুখ পেয়েছো শরণদ্বীপ থেকে ভূমধ্যসাগরের পাড়ে
মিসিসিপির উপকূলে, ভলগায়, গঙ্গায়, হোয়াংহোতে
একবার মুখে মাখছো রৌদ্ররশ্মি, আর একবার ঠাণ্ডা আলো নক্ষত্রের
এভাবেই বেড়ে চলেছে কোটি কোটি দুঃখের বসত। নিরন্তর।
এ মিছিল শেষ হবে। আমরা একত্র হবো।
তারপর কে কোথায় যাবো—

আমাদের প্রকাশিত বই

তাফ্সীরে মাযহারী (১–১২) মোট ১২ খণ্ড।
মাদারেজুন্ নবুওয়াত (১-৮) মোট ৮ খণ্ড
মাক্বামাতে মাযহারী (১-২) মোট ২ খণ্ড
হাজ্রাতুল কুদুস ২য় খণ্ড
মুকাশিফাতে আয়নিয়া
মাআরিফে লাদুন্নিয়া
মাব্দা ওয়া মা'আদ

মকতুবাতে মাসুমীয়া (১-৩) মোট ৩ খণ্ড
নকশায়ে নকশ্বন্দ ◆কালিয়ারের কুতুব ◆বায়ানুল বাকী
জীলান সূর্যের হাতছানি ◆নূরে সেরহিন্দ ◆আল্লাহ্র জিকির ◆প্রথম পরিবার
মহাপ্রেমিক মুসা ◆তুমিতো মোর্শেদ মহান ◆নবীনন্দিনী ◆ জননীদের জীবনকথা

আবার আসবেন তিনি
সুন্দর ইতিবৃত্ত ◆ফোরাতের তীর ◆মহাপ্লাবনের কাহিনী
দুজন বাদশাহ্ যাঁরা নবী ছিলেন ◆কী হয়েছিলো অবাধ্যদের

THE PATH
পথ পরিচিতি ◆নামাজের নিয়ম ◆রমজান মাস ◆ চেরাগে চিশ্তী
BASICS IN ISLAM ◆ ইসলামী বিশ্বাস ◆মালাবুদ্দা মিনহু

কাব্য সংকলন ◆ সোনার শিকল
বিশ্বাসের বৃষ্টিচিহ্ন ◆ সীমান্তপ্রহরী সব সরে যাও
তৃষিত তিথির অতিথি ◆ ভেঙে পড়ে বাতাসের সিঁড়ি
নীড়ে তার নীল ঢেউ ◆ধীর সুর বিলম্বিত ব্যথা

সূচীপত্র

সেই অগ্নিকে ভয় করো, মানুষ ও পাথর হবে যার ইন্ধন/১২
তাদের জন্য রয়েছে উদ্যানসমূহ/১৬
প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রভুপালকের প্রাপ্য/১৯
তাদের জন্য আছে সুসংবাদ/২২
সেখানে তারা স্থায়ী হবে/২৪
তাদের প্রত্যেকের জন্য পরিণামে রয়েছে জাহান্নাম/২৫
তোমার অনুসারীদের স্থান হবে জাহান্নাম/২৭
প্রত্যেককে পুলসিরাত অতিক্রম করতে হবে/৩১
সাবধানীগণ হবেন সম্মানিত অতিথি/৩৫
তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক/৩৬
তারা বলবে 'রক্ষা করো, রক্ষা করো'/৩৯
নিকটবর্তী করা হবে জান্নাত/৪১
আজকার এই সাক্ষাৎকারের কথা তোমরা বিস্মৃত হয়েছিলে/৪৩
যে অগ্নিশাস্তিকে তোমরা মিথ্যা বলতে/৪৫
নেতারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলো/৪৫
তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের/৪৬
থামাও, ওদেরকে প্রশ্ন করা হবে/৫০
তাদের সঙ্গে থাকবে আনতনয়না, আয়তলোচনা হূরীগণ/৫১
এটা হিশাব দিবসের জন্য তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/৫৪
উদ্ধতদের আবাসস্থল কতো নিকৃষ্ট, সদাচারীদের পুরস্কার কতো উত্তম/৫৬
আমিতো তোমাদের নিকট সত্য পৌঁছিয়েছিলাম/৫৭
মুত্তাকীরা থাকবে উদ্যান ও ঝর্ণার মাঝে/৬১
সেখানে আছে দুধ, সুরা, মধু ও নির্মল পানির নহর/৬৩
জাহান্নাম বলবে, আরও আছে কি/৬৫
ধৈর্যধারণ করো অথবা না করো, উভয়ই তোমাদের জন্য সমান/৬৬
তোমরা তোমাদের প্রভুপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে/৬৮
তোমরা বিভক্ত হয়ে পড়বে তিন শ্রেণীতে/৭৭
এমন বাণিজ্য, যা রক্ষা করবে মর্মন্তুদ শাস্তি থেকে/৮৬
সেদিন তোমাদের কিছুই গোপন থাকবে না/৮৭
যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিলো/৯০
সাকার এর তত্ত্বাবধানে রয়েছে ঊনিশজন প্রহরী/৯২
চলো তিন শয্যাবিশিষ্ট ছায়ার দিকে/৯৩
পাপাচারীদের আমলনামা তো সিজ্জিনে আছে/৯৪
সেদিন অনেক মুখমণ্ডল অবনত, ক্লিষ্ট-ক্লান্ত হবে/৯৬
হে প্রশান্ত চিত্ত! তুমি তোমার প্রভুপালকের নিকট ফিরে এসো/৯৮
আমি তোমাদেরকে লেলিহান অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি/১০২
তখন যার পাল্লা ভারী হবে, সে লাভ করবে সন্তোষজনক জীবন/১০৪
তোমাদেরকে নেয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে/১০৫

অগ্নি ও উদ্যানের সংবাদ

বুকের মধ্যেই সব থাকে। থাকে হিংসা-বিদ্বেষ-লোভ। অথবা প্রেম-ভালোবাসা-সম্প্রীতি। থাকে বিশ্বাস অথবা অবিশ্বাস-অন্ধকার অথবা আলোক-মিথ্যা অথবা সত্য। এগুলোই বাইরে প্রকাশিত হয়। প্রতিভাসিত হয়। আমরা দেখি কেউ হিংসুক, কেউ প্রেমিক। কেউ অবিশ্বাসী, কেউ বিশ্বাসী। কেউ সত্যবাদী, কেউ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। কেউ পাপী, কেউ পুণ্যবান। এভাবে আমরা একই বংশের একই রক্তের লোক হয়ে পড়েছি দ্বিধা-বিভক্ত। এভাবে বসবাস করছি আমাদের পিতৃভূমি এই পৃথিবীতে। খণ্ড-বিখণ্ড করেছি এই ভূ-গোলককে। আবার চিৎকার করছি 'শান্তি' 'শান্তি' বলে। আমাদের পাপমগ্ন প্রবৃত্তি আমাদেরকে এই সহজ কথাটি বুঝতে দিচ্ছে না যে, খণ্ড-খণ্ড ভূখণ্ডে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। অখণ্ড শান্তির জন্য চাই অখণ্ড পৃথিবী। হিংসা সংঘর্ষপ্রবণ, খণ্ড খণ্ড। আর প্রেম এক, শান্তিময়। সুতরাং প্রেমের পৃথিবী গড়তে গেলে এক আদর্শে আসতে হবে। এক পথে চলতে হবে। অনুসারী হতে হবে পিতৃআদর্শের। মাতৃ-মমতার। আমাদের সকলের পিতা ও মাতা প্রথমে কোথায় ছিলেন, সে কথা ভাবতে হবে। কীভাবে পৃথিবীতে এলেন, সে ইতিহাসও পাঠ করতে হবে।

তিনি তো ছিলেন আল্লাহ্‌র নবী— আদম সফিউল্লাহ্। পৃথিবীতে মানুষের সমাজ-সংসার-পরিবারের তিনিই প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। শয়তান তাঁর এবং তাঁর সন্তান-সন্ততিদের সুনিশ্চিত শত্রু। তাঁর শিক্ষা-আদর্শ-পথ-প্রেম থেকে সে প্রতিনিয়ত তাদেরকে বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত করে চলেছে। মহামানবের মহাসংসারকে করে তুলেছে সংক্ষুব্ধ, সংঘর্ষপ্রবণ ও রক্তাক্ত। এভাবে আমাদের প্রবৃত্তিকে বানিয়েছে পৃথিবীপ্রসক্ত। পৃথিবী যে মহাজীবনের পথযাত্রাস্থল— সে কথা মনেই করতে দিচ্ছে না। বুকে বুকে বাসা বেঁধেছে সে। কলবে কলবে প্রতিষ্ঠা করেছে অবিশ্বাস। আমরা তাই উদ্ধার করতে পারছি না পারিবারিক ঐতিহ্যকে। পাপ থেকে যে প্রত্যাবর্তন করতে হবে, আমাদের মহামমতাপরবশ প্রভুপালক যে প্রত্যাবর্তনের পথকে (তওবার দরোজাকে) সতত উন্মুক্ত রেখেছেন, তিনিই যে আত্মঅত্যাচারকারী অনুতাপাশ্রুর একমাত্র সমাদরকারী সে কথা আমরা একেবারেই ভুলে বসে আছি। এটা কি ভালো হচ্ছে!

এদিকে সময় বয়ে চলেছে। প্রতিনিয়ত আসছে যাচ্ছে দিবস-বিভাবরী। বদলে যাচ্ছে সমাজ-সংসার-পৃথিবী। আমরা হারিয়ে ফেলছি একে একে পিতা-

মাতাকে, বন্ধু-স্বজনকে, মানুষকে। আমাদেরই আত্মীয়স্বজনদেরকে। তওবা ছাড়াই সাঙ্গ করছি জীবনলীলা। ভালোবাসা ছাড়াই যাপন করছি পৃথিবীর জীবন। এভাবে রক্তাক্ত ও নিষ্ফল করে তুলছি আমাদের পৃথিবীকে ও পরবর্তী পৃথিবীকে। সেই শাশ্বত প্রার্থনাটির প্রতি দৃষ্টিপাত করতে পারছি না 'হে আমাদের প্রভুপালক! আমাদেরকে দান করো সুন্দর পৃথিবী ও সুন্দর পরবর্তী পৃথিবী, আর আমাদেরকে রক্ষা করো তোমার অগ্নিঅসন্তোষ থেকে'।

হয়েছে। অনেক হয়েছে। এবার আসুন কুটিলতা-জটিলতাকে, অশুভ-অসুন্দরকে পরিত্যাগ করি। শুভবিশ্বাসের ভূমিতে এসে দাঁড়াই। স্নান করি অশ্রু ও অনুতাপের নদীতে। চলতে শুরু করি মহাজীবনের মহাসফলতার পথ ধরে। শেষ জামানার উম্মত আমরা। তাই এখন সর্বশেষ রসুলই আমাদের, সারা পৃথিবীর সকল মানুষের একমাত্র পথপ্রদর্শক।

তাঁর প্রতি অবতীর্ণ প্রত্যাদেশসম্ভার (কোরআন) সত্য। তিনি যা বলেছেন, করেছেন, আজ্ঞা-নির্দেশ দিয়েছেন অথবা অনুমোদন করেছেন— তা-ও সত্য। সত্য কবর-হাশর-মহাপ্রলয়-পুনরুত্থান-মহাবিচারপর্ব-হিশাব-পুলসিরাত-জান্নাত-জাহান্নাম। আমাদেরকে এগুলো সম্পর্কে জানতে হবে। শেষ পর্যন্ত আমরা সকলে গিয়ে পৌঁছবো আমাদের স্ব স্ব চিরস্থায়ী আবাসে। ওই আবাস কেমন হবে, সেকথা তো আমাদেরকে জানতে হবেই। সে জন্যই রচিত হলো এই পুস্তকখানি 'অগ্নি ও উদ্যানের সংবাদ'। উল্লেখ্য, এই পুস্তকের মূল নির্ভরতা কাযী সানাউল্লাহ্ র. কর্তৃক রচিত অমর গ্রন্থ 'তাফসীরে মাযহারী'।

সেই অগ্নিকে ভয় করো, মানুষ ও পাথর হবে যার ইন্ধন

" ..... তবে সেই আগুনকে ভয় করো, মানুষ এবং পাথর হইবে যাহার ইন্ধন, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য যাহা প্রস্তুত রহিয়াছে। যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকার্য করে তাহাদিগকে শুভ সংবাদ দাও যে, তাহাদের জন্য রহিয়াছে জান্নাত, যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত। যখনই তাহাদিগকে ফলমুল খাইতে দেওয়া হইবে তখনই তাহারা বলিবে, আমাদেরকে পূর্বে জীবিকারূপে যাহা দেওয়া হইত, ইহা তাহাই, তাহাদিগকে অনুরূপ ফলই দেওয়া হইবে এবং সেখানে তাহাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী রহিয়াছে, তাহারা স্থায়ী হইবে।" সুরা বাকারা, আয়াত ২৪-২৫।

জাহান্নাম বা দোজখ বা নরক বর্তমান। অনন্ত অগ্নিময় আবাস। ওই অগ্নির ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর। মানুষ অর্থ ওই মানুষ, যে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী (কাফের)।

হজরত আবু হোরায়রা রা. কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন, পৃথিবীর আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক

ভাগ। বোখারী, মুসলিম। হজরত আমর বিন বশীর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, দয়াল রসুল স. বলেছেন, দোজখের নিম্নতম শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে একজোড়া আগুনের জুতা পরিয়ে দেওয়া হবে। ফলে আগুনে ফুটন্ত ডেকচির মতো তার মগজ টগবগ করে ফুটতে থাকবে। সে মনে করবে, তার চেয়ে অধিক শাস্তিভোগকারী কেউ নেই। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রসুলে রহমত স. বলেছেন, দোজখের আগুন এক হাজার বৎসর জ্ব'লে জ্ব'লে লাল রঙ ধারণ করেছে। আরও এক হাজার বৎসর জ্ব'লতে জ্ব'লতে হয়েছে শাদা। এবং আরও এক হাজার বৎসর প্রজ্জ্বলিত হতে হতে হয়েছে ঘনকৃষ্ণ অন্ধকারের মতো।

হজরত নোমান বিন বশীর বর্ণনা করেছেন, রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, আমি তোমাদেরকে দোজখানল সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করছি। আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে সতর্ক হতে বলছি। তিনি আরও বলেন, তিনি স. কথাগুলো বলছিলেন উচ্চস্বরে। যদি তিনি স. এখন এস্থানে উপস্থিত থাকতেন, তবে তাঁর পবিত্র কণ্ঠস্বর বাজারের অধিবাসীরাও শুনতে পেতো। তিনি তখন এমনই উদ্দীপিত ছিলেন যে, তাঁর কম্বল লুটিয়ে পড়েছিলো তাঁর পদতলে। দারেমী।

আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র বাণীরীতি এই যে, ভয়ের পর আশার সঞ্চার, আবার আশার পরে ভীতিপ্রদর্শন (যাতে নৈরাশ্য কিংবা উদাসীনতা কোনোটিই অতিপ্রশ্রয় না পায়)। এই পবিত্র রীতিটি এখানেও প্রদর্শিত হয়েছে। পরের আয়াতে দেওয়া হয়েছে বেহেশতের বিবরণ। বলা হয়েছে, যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, তারা জান্নাতে যাবে। তাদের থাকবে দু'টি গুণ— বিশ্বাস ও সৎকর্ম।

জান্নাত শব্দটি 'জানাহ্' শব্দের বহুবচন। এর অর্থ উদ্যান, বাগান, বাগিচা। 'জান্নাতসমূহের নিম্নদেশে রয়েছে প্রবহমান নদী' অর্থ জান্নাতের অট্টালিকামালা ও বৃক্ষরাজির পাশ দিয়ে প্রবাহিত হবে নদী। হাদিস শরীফে এসেছে, পৃথিবীর নদ-নদী যেমন নির্দিষ্ট খাল দিয়ে প্রবাহিত হয়, জান্নাতের নদীগুলোর সেরকম কোনো নির্দিষ্ট প্রবাহপথ নেই। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে মোবারক, ইবনে জারীর ও বায়হাকী।

আকার-আকৃতির দিক থেকে জান্নাতের নেয়ামত ও ফলমূল দুনিয়ার ফলের মতো। উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতবাসীগণ যেনো সম্পূর্ণ অপরিচিত কোনো আকৃতির সম্মুখীন হয়ে বিব্রতবোধ না করেন। কেউ কেউ বলেছেন, জান্নাতের ফল রঙ ও আকৃতির দিক থেকে পৃথিবীর ফলের মতো। কিন্তু আস্বাদের দিক থেকে পৃথক। অবশ্যই পৃথক। রঙ ও আকৃতির আনুরূপ্যের কারণেই জান্নাতীরা এরকম বলবে যে, এরকম জীবিকা আমাদেরকে আগেও দেওয়া হতো। কিন্তু ভক্ষণের পর এরকম আর বলবে না।

হজরত জাবের থেকে স্বসূত্রে ইমাম বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতে জান্নাতীগণ পানাহার করবে। কিন্তু তারা মুক্ত থাকবে মলমুত্র, নাকের শ্লেষ্মা, মুখের লালা— এসকল কিছু থেকে। তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস হবে তাস্‌বীহ ও তাহ্‌মীদ (সুবহানাল্লাহ ও আলহামদুলিল্লাহ)। তাদের হজম ক্রিয়া সম্পন্ন হবে ঢেকুরের মাধ্যমে।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, মহানবী স. বলেছেন, জান্নাতের মাটি অতি পবিত্র এবং পানি সুমিষ্ট। মনে রেখো জান্নাত একটি খোলা প্রান্তর। আর বৃক্ষরাজি হলো তাস্‌বীহ, তাহ্‌মীদ ও তাক্‌বীর (আল্লাহু আকবর)।

মানুষের আমলে যেমন তারতম্য পরিলক্ষিত হয়, তেমনি তাদের বিনিময়প্রাপ্তিও হবে তারতম্যসম্ভূত। হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, জান্নাতের এক শত তোরণ থাকবে। এক তোরণ থেকে অন্য তোরণের দূরত্ব হবে একশত বৎসরের দূরত্বের সমান। হজরত উবাদা ইবনে সামেত থেকেও এরকম বিবরণ এসেছে। তবে সেখানে বলা হয়েছে, এক দরোজা থেকে অন্য দরোজার দূরত্ব হবে আকাশ ও পৃথিবীর দূরত্বের সমান।

জান্নাতীদের জন্য জান্নাতে থাকবে পবিত্র সঙ্গিনীরা। হাসান বসরী র. বলেছেন, এখানে 'পবিত্র সঙ্গিনী' অর্থ জান্নাতীদের পৃথিবীর জীবনের বিগতযৌবনা সহধর্মিণীগণ। তাদেরকেই যৌবনহীনতা ও পার্থিব অপরিচ্ছন্নতা থেকে মুক্ত করে জান্নাতে তাদের সঙ্গিনী করে দেওয়া হবে। তারা হবে পুতঃপবিত্রা, মলমুত্র, ঋতুস্রাব, নাসিক্যশ্লেষ্মা— এবংবিধ অপবিত্রতা থেকে মুক্ত। মুক্ত আচরণগত কলুষতা থেকেও।

শেষে বলা হয়েছে ' সেখানে তারা স্থায়ী হবে' এর অর্থ সেখানে তাদের মৃত্যু হবে না। সেখান থেকে আর কখনও বহিস্কৃতও হবে না। এভাবে সেখানে তারা হবে অনন্ত জীবনের অধিকারী ও অধিকারিনী।

ইমাম বোখারীর বর্ণনাপদ্ধতিতে ইমাম বাগবী হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন, নবীপাক স. বলেছেন, যে দলটি প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করবে, সেই দলভূতরা হবে পুর্ণিমার চাঁদের মতো সুউজ্জ্বল। পরের প্রবেশকারীরা হবে উজ্জ্বল নক্ষত্রসদৃশ। তারা শরীরনির্গত নাপাকি এবং থুথু-শ্লেষ্মা থেকে পবিত্র থাকবে। তাদের চিরুনী হবে স্বর্ণের। স্বেদ হবে মেশকে আম্বরের মতো সুরভিময়। আঙটিগুলো হবে সুরভিতে ভরপুর। তাদের স্ত্রীরা হবে পরমাসুন্দরী— আয়তআঁখিনী। প্রখর ব্যক্তিত্বশালিনী হবে তারা। বেহেশতীরা হবে নবী আদম আ. এর মতো দীর্ঘদেহী (বিশ গজ উচ্চতাবিশিষ্ট)। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত হয়েছে, যে দল প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে দলের লোকদের চেহারা হবে চতুর্দশীর চাঁদের মতো। পরের প্রবেশকারীরা হবে তারকারাজির মতো উজ্জ্বল। প্রত্যেকের থাকবে দু'জন করে স্ত্রী। সত্তর গজ প্রশস্ত বস্ত্রে সুশোভিত থাকবে তারা। স্বচ্ছতা ও সূক্ষ্মতার কারণে তাদের উরুদেশের অস্থিসকল এবং ধমনীর রক্তপ্রবাহ পরিচ্ছদ ভেদ করে পরিদৃষ্ট হবে।

হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুলে পাক স. বলেছেন, জান্নাতের রমণীরা যদি পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করে, তবে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল হয়ে উঠবে আলোকজ্জ্বল। আকাশ-বাতাস হয়ে উঠবে সুবাসে ভরপুর। জান্নাতের হুরের মাথার ওড়না পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য অপেক্ষা অধিক দৃষ্টিনন্দন হবে। বোখারী, মুসলিম।

হজরত উসামা বিন জায়েদ বর্ণনা করেন, রসুলশ্রেষ্ঠ স. একদিন বললেন, কে আছে এমন, যে জান্নাতের অধিকার লাভের জন্য প্রস্তুত, যে জান্নাত সংশয়াতীত। কাবার প্রভুপালকের শপথ! জান্নাত হচ্ছে অত্যুজ্জ্বল নূর, সুবাসিত উদ্যান, সুউন্নত ও সুদৃঢ় প্রাসাদপুঞ্জ। প্রবহমান স্রোতস্বিনী, সুপক্ক ফলমূল, রূপসী রমণী, সহস্র রঙের ও রকমের বস্ত্রসম্ভার, স্থায়ী সুখাবাস, অপরিমেয় আহার্য, জরির কাজ করা বিশেষ ধরনের সবুজ পরিধেয় ইত্যাদি নেয়ামতের সুপ্রতুল সমাহার। সহচরগণ নিবেদন করলেন, হে আমাদের দয়ার্দ্রচিত্ত নবী! আমরা সকলেই প্রস্তুত। তিনি স. বললেন, ইনশাআল্লাহ্ (আল্লাহ্ যদি চান) বলো। বাগবী।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতীরা হবে শ্মশ্রুবিহীন, বিনম্র। অশেষ যৌবনের অধিকারী হবে তারা। তাদের পোশাক কখনো পুরনো হবে না। মুসলিম।

হজরত আলী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, জান্নাতে থাকবে একটি বাজার। সেখানে ক্রয়-বিক্রয় হবে না। সেখানে থাকবে কেবল নারী-পুরুষের ছবি। যে ব্যক্তি যে ছবির প্রতি আকৃষ্ট হবে, সে তার মধ্যেই প্রবিষ্ট হতে পারবে। রূপবতী হূরেরা একটি সমাবেশে মিলিত হয়ে মধুর কলগুঞ্জনে মুখরিত হয়ে উঠবে। বলবে, আমরা অক্ষয়িনি, অবিনাশিনি, সুখ-শান্তিবিভূষিতা, অনটনহীনা, ক্ষুধা, অভাব ও রোষবিমুক্তা। সদা আনন্দিনি। আমরা তাদের জন্যই আনন্দঘন উল্লাস, যারা আমাদের। আমরা তাদের। হাদিসটি ইমাম তিরমিজি হজরত আলী রা. থেকে এবং আহমদ ইবনে মুনাব্বাহ আবু মুয়াবিয়া থেকে সরাসরি রসুলবাণী হিশেবে বর্ণনা করেছেন। হজরত আনাস থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুলশ্রেষ্ঠ স. বলেছেন, জান্নাতে একটি বিপণনস্থল থাকবে। প্রতি শুক্রবারে জান্নাতীদের সমাগম ঘটবে সেখানে। সেখানকার মৃদুমন্দ সমীরণের প্রভাবে তাদের রূপবৈচিত্র বেড়ে যেতে থাকবে। তাদের গৌরোজ্জ্বল পরিচ্ছদগুলোও হবে নানা সুবাসে সুবাসমণ্ডিত।

তাদের রূপসৌন্দর্য হতে থাকবে অধিকতর চিত্তাকর্ষক। এরকম অবস্থায় তারা তাদের ভার্যাগণের সম্মুখীন হবে। ভার্যাকুল বলবে, আজ তুমি কতো সুন্দর। তারা বলবে, তুমিও আজ পরম রূপবতী।

আমি বলি, পৃথিবীবাসীদের দৃষ্টি কেবল পার্থিব সম্পদ, আহার্য, পরিধেয় ও যুগলজীবনের প্রতি নিবদ্ধ। এগুলোর চেয়ে উন্নত কোনো নেয়ামত পৃথিবীতে নেই। আল্লাহ্পাক তাই তাঁর প্রিয়তম রসুলকে এসকল কিছুরই কথা জানিয়েছেন। ঊর্ধ্বস্তরের নেয়ামতসমূহ তো আলোচনার অতীত। এ প্রসঙ্গেই হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, প্রিয়তম রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন, আমি আমার দাসগণের জন্য এমন অনুগ্রহসম্ভার সৃষ্টি করে রেখেছি, যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি এবং কোনো অন্তকরণ অনুভবও করেনি। এর প্রমাণ স্বরূপ বলা হয়েছে— কেউ জানে না তাদের চক্ষু শীতলকারী কীরকম বস্তুসমূহ সেখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে, সৃষ্টিশ্রেষ্ঠ স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ জান্নাতবাসীদেরকে বলবেন, আজ আমি তোমাদের প্রতি আমার প্রসন্নতা ঘোষণা করছি। আর কখনো আমি তোমাদের প্রতি অপ্রসন্ন হবো না। বোখারী, মুসলিম। হজরত জাবের থেকে একটি দীর্ঘ হাদিসের বিবরণে ইমাম মুসলিম উল্লেখ করেছেন, প্রিয়তম রসুল স. বলেছেন, জান্নাতে আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহু তাঁর এবং জান্নাতবাসীদের মধ্যস্থিত অন্তরাল অপসারিত করে দিবেন। তখন সকলে আল্লাহ্পাকের দর্শন লাভ করে ধন্য হবেন। তাঁর দীদার অপেক্ষা অধিক আনন্দদায়ক সেখানে আর কিছুই থাকবে না।

সর্বোচ্চ মর্যাদাধারী জান্নাতী সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্পাকের দীদারমগ্ন হবেন।

তাদের জন্য রয়েছে উদ্যানসমূহ

"বলো, আমি কি তোমাদিগকে এই সব বস্তু হইতে উৎকৃষ্ট কোনোকিছুর সংবাদ দিবো? যাহারা সাবধান হইয়া চলে তাহাদের জন্য উদ্যানসমূহ রহিয়াছে, যাহাদের পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে, তাহাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী এবং আল্লাহ্র নিকট হইতে সন্তুষ্টি রহিয়াছে। আল্লাহ্ তাঁহার দাসদের দ্রষ্টা।" সুরা আলে ইমরান, আয়াত ১৫।

এখানে পার্থিব ধ্বংসশীল সৌন্দর্যের বিপরীতে আল্লাহ্তায়ালা সংবাদ দিয়েছেন জান্নাতের পুতঃপবিত্র রমণীদের— যারা ঋতুবতী হওয়া থেকে পবিত্র, প্রাকৃতিক প্রয়োজনাদি থেকে মুক্ত এবং কুমারী। শেষে বলেছেন, আল্লাহ্পাকের সন্তোষভাজন হওয়ার কথা। সন্তান-সন্ততির কথা বলেননি। কারণ, সন্তান লাভের ইচ্ছা ও প্রয়োজন হয় পৃথিবীতে। ঘোড়া, চতুষ্পদ জন্তু এবং স্বর্ণরৌপ্যের উল্লেখও করেননি। কেননা, বেহেশতবাসীরা এগুলোর প্রয়োজন অনুভব করবেন না।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেছেন, রসুলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালা বলবেন, হে বেহেশতীবৃন্দ! বেহেশতীরা উত্তর দিবেন, হে আল্লাহ্! আমরা উপস্থিত। আল্লাহ্ বলবেন, তোমাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে, তা কি আরও বাড়িয়ে দিবো? তাঁরা বলবেন, হে আমাদের প্রভুপালক! আরও কি কিছু আছে? আল্লাহ্ বলবেন, আমি তোমাদের উপর অবতীর্ণ করবো আমার সন্তোষ। আর কখনো অসন্তুষ্ট হবো না। বোখারী, মুসলিম।

আমি বলি, এই আয়াতে বেহেশতের উল্লেখ করে মানুষের অন্তরের সকল কামনা-বাসনা চরিতার্থ হওয়ার সংবাদ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ বলেছেন, বেহেশতে তোমরা যা চাইবে, তাই পাবে। তোমাদের চোখ জুড়িয়ে যাবে। সন্তান-সন্ততি ও আপনজনেরা সেখানে একত্র হবে। পরস্পরের সাক্ষাৎ ঘটবে। তিনি বলেছেন, আমি তাদের সন্তান-সন্ততিদেরকে সমমর্যাদাসম্পন্ন করবো। তাদের আমলসমূহ বিন্দুপরিমাণ সংকুচিত করবো না।

একবার রসুলেপাক স.কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্র রসুল! বেহেশতে কি কোনো সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে? তিনি স. বললেন, সন্তান লাভের ইচ্ছা করলে গর্ভধারণের ঘটনা ঘটবে অল্পক্ষণের মধ্যেই। জন্মলাভের পর শিশুর বয়স নির্ধারণ করা হবে জান্নাতীদের অভিপ্রায় অনুসারে। তিরমিজি। আসল কথা হচ্ছে জান্নাতীরা সন্তান চাইলেই পাবে। কিন্তু তাদের এরকম ইচ্ছা সাধারণত হবে না।

জান্নাতে স্বর্ণরৌপ্যও থাকবে। এক বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্তায়ালার একটি জান্নাত এরকম— যার ভবনসমূহ হবে রূপা ও সোনার ইটের। ওগুলোকে জোড়া দেওয়া হবে মেশক আম্বর দিয়ে। বায্যার, তিরমিজি। বায়হাকী হজরত আবু সাঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন, দু'টি বেহেশত থাকবে রৌপ্যনির্মিত— যার তৈজসপত্র এবং আসবাবসামগ্রী সবই হবে রূপার। দু'টি বেহেশত হবে সোনার। তার তৈজসপত্র এবং আসবাবসরঞ্জামও সোনারই হবে। বোখারী, মুসলিম।

বেহেশতে ঘোড়া ও চতুষ্পদ জন্তু থাকার কথাও জানা যায়। একবার এক বেদুইন বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি ঘোড়া ভালোবাসি। বেহেশতে কি ঘোড়া থাকবে? রসুলে আকরম স. বললেন, বেহেশতে প্রবেশ করলে তোমাকে দেওয়া হবে ইয়াকুতের ঘোড়া। দু'টি পাখা থাকবে ঘোড়াটির। তোমাকে তার পিঠে বসানো হবে। তারপর তুমি যেমন চাইবে, ঘোড়াটি তোমাকে তেমনভাবে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। হজরত আবু আইয়ুব থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি।

ইবনে মোবারক শফী বিন মানে থেকে লিখেছেন, রসুলে আকরম স. বলেছেন, জান্নাতের আনন্দসম্ভারের মধ্যে এরকম ব্যবস্থা থাকবে যে, তাঁরা একে অপরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে উট অথবা ঘোড়ায় চড়ে যাবে। জুমআর দিনে

তাদের দেওয়া হবে লাগামবিশিষ্ট ও জীনসজ্জিত ঘোড়া। সেগুলো কখনোই মলমূত্র পরিত্যাগ করবে না। আল্লাহ্ জান্নাতীদেরকে এগুলোতে চড়িয়ে যেখানে নিতে ইচ্ছা করবেন, নিয়ে যাবেন।

হজরত আলী রা. থেকে ইবনে আবিদ্ দুনিয়া, আবু শায়েখ এবং ইস্পাহানী বর্ণনা করেন, বেহেশতের একটি বৃক্ষের উচ্চ অংশ থেকে পোশাক-পরিচ্ছদ এবং নিম্নের অংশ থেকে শাদা-কালো রঙের সোনার ঘোড়া সৃষ্ট হবে। সেগুলোর জীন হবে মোতির এবং লাগাম হবে ইয়াকুতের। ওগুলোর দু'টি করে ডানা থাকবে। ডানাগুলো হবে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। ওগুলো মলমুত্র পরিত্যাগ করবে না। ওগুলোর আরোহী হবেন আল্লাহ্র ওলীগণ। তাঁরা উড়ন্ত ঘোড়ায় চড়ে যেখানে খুশী যেতে পারবেন। নিম্নস্তরের বেহেশতীরা বলবেন, তাঁরা তো আমাদের আলোকে অন্ধকার করে দিলেন। আল্লাহ্ অথবা ফেরেশতা বলবেন, তারা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করতো। আর তোমরা করতে কার্পণ্য। তারা জেহাদ করতো। আর তোমরা ছিলে জেহাদবিমুখ।

ইবনে মোবারক হজরত ইবনে ওমরের উক্তি উল্লেখ করেছেন এভাবে— জান্নাতে উচ্চ মানের অশ্ব ও উট থাকবে। জান্নাতীরা ওগুলোতে আরোহণ করবে। ইবনে ওহাব হাসান বসরী র. সূত্রে উল্লেখ করেছেন, রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, সবচেয়ে নিম্নমর্তবাধারী জান্নাতীর থাকবে হাজার হাজার গেলেমান (কিশোর পরিচারক)। তারা ইয়াকুতের লাল ঘোড়ার উপরে চড়বে। ঘোড়াগুলোর ডানা হবে স্বর্ণনির্মিত।

জান্নাতে চাষাবাদের বিবরণও পাওয়া যায়। বোখারী হজরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুলে করীম স. এরশাদ করেছেন, এক জান্নাতী আল্লাহ্পাকের কাছে কৃষিকর্মের অনুমতি চাইলে আল্লাহ্পাক বলবেন, জান্নাত কি তোমার অভিলাষ পূরণে যথেষ্ট নয়? তিনি বলবেন, অবশ্যই। কিন্তু আমি চাষাবাদের অভিপ্রায় পোষণ করি। তিনি চাষাবাদ শুরু করবেন। চোখের পলকে তাঁর প্রান্তর হয়ে উঠবে শস্যময়। ফসল কর্তনের পর তার ফসল জমা হয়ে যাবে পাহাড় পরিমাণ। আল্লাহ্পাক বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি তোমার কোনো অভিলাষই অপূর্ণ রাখবো না।

তিবরানী ও আবু শায়েখ এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তাঁদের বর্ণনায় আরও আছে, ক্ষেতের এক একটি সবজী হবে বারো হাত লম্বা এবং এর জন্য তাঁকে কোনো পরিশ্রম করতে হবে না। স্তূপীকৃত ফসল হয়ে যাবে টিলার মতো।

এরপর আল্লাহ্পাক এমন এক নেয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন, যা পরিমাপসাপেক্ষ নয়। এটাই সর্বোচ্চ সম্পদ— আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টি। তাঁর সন্তুষ্টিই পৃথিবীর নেয়ামত থেকে জান্নাতের নেয়ামতকে সম্মানিত করছে।

পৃথিবী অভিসম্পাতগ্রস্ত। ব্যতিক্রম কেবল জাকেরীন (আল্লাহ্‌র স্মরণকারী), আলেম এবং এলেম অন্বেষণকারীগণ। তিবরানী হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত আবু দারদা থেকে এবং ইবনে মাজা হজরত আবু হোরায়রা থেকে এরকম বর্ণনা করেছেন।

আমি বলি, পৃথিবীর বিত্ত-বৈভব আল্লাহ্‌পাক ভালোবাসেন না। তাই পৃথিবীপ্রসক্তি নিষিদ্ধ। আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন 'আর আপনি কখনো ওই সমস্ত বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করবেন না, যা দ্বারা কাফেরেরা পরিতৃপ্ত হয়, ওসব তো কেবল পার্থিব জীবনের চমক'। জান্নাতের বিত্ত-বৈভব আল্লাহ্‌পাকের পছন্দনীয়। এর প্রতি যারা আকৃষ্ট হয়, তারাই প্রশংসার পাত্র। এমতো আকৃষ্টিই আল্লাহ্‌ চান। যেমন তিনি এরশাদ করেছেন 'এরকম বস্তুর প্রতি লালসা করা উচিত'। পৃথিবীর সবকিছু ধ্বংসশীল, নতুনত্বের কলংকে কলংকিত। এ সকল ধ্বংসপ্রবণ বস্তু আল্লাহ্‌তায়ালার পূর্ণত্বের প্রতিচ্ছবিকে অবলম্বন করে অস্তিত্ব লাভ করে এবং চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। এসকল কিছুর অস্তিত্ব আল্লাহ্‌পাকের নাম-গুণাবলীর প্রতিচ্ছায়া। যেমন অজ্ঞতা অস্তিত্বশীল হয় প্রজ্ঞারূপে আল্লাহ্‌পাকের জ্ঞানের আবির্ভাবে। অক্ষমতা রূপ নেয় ক্ষমতার আল্লাহ্‌পাকের ক্ষমতার জ্যোতিচ্ছটায়। সৃষ্টির এমতো জ্ঞান ও ক্ষমতা প্রতিবিম্বনির্ভর। ছায়া-প্রতিচ্ছায়ার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। পূর্ণতাও নেই। নিশ্চিত নিশ্চিহ্নিই এর পরিণাম। কিন্তু আখেরাত এর বিপরীত। আখেরাত আল্লাহ্‌পাকের নাম-গুণাবলীর সঙ্গে সততসম্পৃক্ত বলে তার অস্তিত্ব অক্ষয়, চিরস্থায়ী। তাই আখেরাতের আকর্ষণ আল্লাহ্‌তায়ালার আকর্ষণের মতো। আখেরাতের ভালোবাসা প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্‌তায়ালারই ভালোবাসা।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. লিখেছেন নবী ও ওলীগণের আকর্ষণ আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারো দিকে অথবা কোনো কিছুর দিকে হয় না। কিন্তু নবী ইয়াকুব আ. তাঁর পুত্র নবী ইউসুফ আ. এর প্রতি অত্যধিক আকৃষ্ট ছিলেন— কারণ কী? এর রহস্য এই যে, নবী ইউসুফ আ. এর রূপ-সৌন্দর্য ছিলো অবিকল জান্নাতীদের সৌন্দর্য। তাই তাঁর প্রতি মহব্বত প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌তায়ালারই মহব্বত ছিলো।

প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রভুপালকের প্রাপ্য

"যাহারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণ তাহাদিগের প্রভুপালক তাহাদিগের বিশ্বাস হেতু তাহাদিগের পথনির্দেশ করবেন, সুখদ কাননে তাহাদিগের পাদদেশে নদী প্রবাহিত হইবে। সেথায় তাহাদিগের ধ্বনি হইবে 'হে আল্লাহ্‌! তুমি মহান, পবিত্র'। এবং সেখানে তাহাদিগের অভিবাদন হইবে সালাম' এবং তাহাদিগের শেষ ধ্বনি হইবে 'প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রভুপালক আল্লাহ্‌র জন্য।" সুরা ইউনুস, আয়াত ৯, ১০।

উদ্ধৃত আয়াত দু'টিতে বিশ্বাসী ও পুণ্যকর্মপরায়ণগণের শুভপরিণামের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। প্রথমে বলা হয়েছে 'যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণ তাদের প্রভুপালক তাদের বিশ্বাস হেতু তাদেরকে পথনির্দেশ করবেন'। মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'পথনির্দেশ করবেন' কথাটির অর্থ আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালা তাঁদেরকে পুলসিরাত অতিক্রমের সময় সঠিক পথনির্দেশনা দিবেন। তখন তাঁদেরকে দেওয়া হবে একটি নূর। ওই নূরের আলোকে পথ দেখে দেখে তাঁরা সহজেই পৌঁছে যেতে পারবেন জান্নাতে। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, এখানে 'পথনির্দেশ করবেন' অর্থ যারা ইমানদার তাঁদেরকে আল্লাহ্পাক সঠিক ধর্মবোধ দান করবেন। হজরত আনাস রা. বলেছেন, রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, যে তার শরীর সহযোগে উত্তম আমল করবে, আল্লাহ্পাক তাঁকে দান করবেন অজানা জ্ঞান। কথাটি আবু নাঈম উল্লেখ করেছেন তাঁর 'হুলিয়া' নামক পুস্তকে। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে কথাটির অর্থ হবে— আল্লাহ্পাক তাদেরকে দান করবেন পুণ্য ও প্রতিদান। তাঁদের পৌঁছে দিবেন কাঙ্ক্ষিত জান্নাতে।

এরপর বলা হয়েছে 'সুখদ কাননে' (জান্নাতিন নায়ীমে') তাদের পাদদেশে নদী প্রবাহিত হবে। এখানে 'পাদদেশে' (তাহাত) অর্থ সম্মুখে। নহর বা নদী সম্মুখভাগেই দৃষ্টিগোচর হয়। সুতরাং কথাটির অর্থ হবে— তাদের সম্মুখভাগে প্রবাহিত হবে নদী।

পরের আয়াতে বলা হয়েছে 'সেখানে তাদের ধ্বনি হবে 'হে আল্লাহ্! তুমি মহান, পবিত্র! এবং তাদের অভিবাদন হবে সালাম এবং তাদের শেষ ধ্বনি হবে 'প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রভুপালকের প্রাপ্য।' এ কথার অর্থ জান্নাতে জান্নাতবাসীরা উচ্চারণ করবেন, হে আল্লাহ্! তুমি সকল অসুন্দর অবস্থা থেকে পবিত্র। সকল ক্ষয়ক্ষতি ও বিনষ্টি থেকে তুমি পাক। তুমি মহান। বাগবী লিখেছেন, কোরআন ব্যাখ্যাতাগণ বলেন, বেহেশতবাসীরা পানাহার করতে চাইলে উচ্চারণ করবেন 'সুবহানাকাল্লহুম্মা'। পরিচারকেরা বুঝতে পারবে তাঁরা কী চান। তৎক্ষণাৎ তারা তাঁদের কাঙ্ক্ষিত খাদ্যসম্ভারের আয়োজন করবে। খাদ্যাধারগুলো হবে এক বর্গমাইল পরিসরের। প্রতিটি খাদ্যাধারের বিভাগ থাকবে সত্তর হাজার। প্রতি বিভাগে থাকবে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ও প্রকৃতির খাদ্য। সেগুলোর স্বাদ হবে পৃথক পৃথক। পানাহার শেষে তাঁরা আল্লাহ্পাকের প্রশংসা করবেন এভাবে— 'ওয়া আখিরু দাওয়াহুম আনিল হামদুলিল্লাহি রব্বুল আলামীন'(তাদের শেষ প্রার্থনা হবে— সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই, যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রভুপালয়িতা)। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, বেহেশতবাসীরা আহারের স্বাদ গ্রহণ করতে করতে বলবেন 'সুবহানাকাল্লহুম্মা'। এতে করে তাঁদের আহার হয়ে উঠবে অধিকতর আস্বাদ্য। হজরত জাবের থেকে সর্বোন্নত সূত্রে মুসলিম, আবু দাউদ ও আহমদ

কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে রসুলেপাক স. বলেছেন, তখন নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো আল্লাহ্পাকের অভিপ্রায়ানুসারে সতত (অন্তরে) এলহাম হতে থাকবে 'সুবহানাল্লাহ' ও 'আলহামদুলিল্লাহ্'।

বেহেশতবাসীদের অভিবাদন ও প্রত্যাভিবাদন হবে 'সালাম'। ফেরেশতারা বলতে থাকবে সালামুন আলাইকুম বিমা সবারতুম (তোমাদের উপরে শান্তি, যেমন তোমরা ধৈর্যধারণ করেছিলে)। আর আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে সালামবাহী ফেরেশতারা বলবে, আল্লাহ্পাক আপনাদেরকে 'সালাম' বলেছেন (সুসংবাদের সঙ্গে নিরাপত্তা দান করেছেন)।

হজরত জাবের থেকে ইবনে মাজা, ইবনে আবিদ্ দুনিয়া ও দারাকুতনী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুলে আকরম স. বলেছেন, জান্নাতবাসীরা আনন্দে বিভোর হয়ে থাকবে। অকস্মাৎ ঊর্ধ্বদেশে প্রজ্জ্বলিত হবে একটি নূর। তাঁরা মাথা উঠিয়ে দেখবে আনুরূপ্যহীন সেই পবিত্র সত্তা তাঁর অতুলনীয় সৌন্দর্যসহ জ্যোতিষ্মান। শুনতে পাবে— আস্সালামু আলাইকুম ইয়া আহ্লাল জান্নাত (হে জান্নাতবাসীগণ! তোমাদের উপরে শান্তি)। এর প্রকৃত অর্থ হবে— সালামুন ক্বওলাম মির রব্বির রহীম (দয়াময় প্রভুপালকের কথায় তোমাদের উপরে শান্তি)।

হজরত ইবনে ওমর থেকে আহমদ, বায্যার এবং ইবনে হাব্বান কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, (উম্মতের মধ্যে) সর্বপ্রথম বেহেশতে প্রবেশ করবে মুহাজিরবৃন্দ, যারা পৃথিবীতে ইসলামের মহিমা প্রতিষ্ঠা করেছিলো এবং নিজেদেরকে মুক্ত রেখেছিলো সকল অসুন্দর বিষয়াবলী থেকে। তারা ইসলামের জন্য প্রদর্শন করতে চাইতো অপরীসীম ত্যাগ-তিতিক্ষা। কিন্তু সুযোগ ও সামর্থ্যের অভাবে তাদের হৃদয়ের অভিলাষ বাস্তবায়ন করতে পারতো না। পৃথিবী পরিত্যাগ করতো অভিলাষাহত হয়ে। বেহেশতে প্রবেশের পর ফেরেশতারা তাদেরকে 'সালাম' পৌঁছাবে। আল্লাহ্পাক নির্দেশ করবেন, মুহাজিরদের নিকটে যাও। তাদেরকে আমার সালাম পৌঁছাও। ফেরেশতারা বলবে, হে প্রভুপালক! তুমি আমাদেরকে করেছো আকাশের অধিবাসী। আমরা মর্ত্যবাসীদের কাছে সালাম পৌঁছাবো! আল্লাহ্তায়ালা বলবেন, তারা আমার ইবাদত ছাড়া আর কারো ইবাদত করেনি। আমার ইবাদতে কাউকে অংশী করেনি। পৃথিবীতে তাদের প্রতি আরোপিত হয়েছিলো অনেক সীমাবদ্ধতা। তবুও তারা নিজেদেরকে মুক্ত রেখেছিলো অযথার্থ বিষয়াবলী থেকে। সত্যের মহিমা সমুন্নত করবার জন্য অনেক কিছু উৎসর্গ করার বাসনা ছিলো তাদের অন্তরে। সে সকল বাসনা চরিতার্থ হওয়ার আগেই আমি সাঙ্গ করে দিয়েছি তাদের পৃথিবীর জীবন। তাই তাদের অন্তরে রয়েছে সীমাহীন অতৃপ্তি। ফেরেশতারা তখন জান্নাতের সকল দরোজা দিয়ে প্রবেশ করবে এবং বলবে 'সালামুন আলাইকুম বিমা সবারতুম ফানি'মা উক্ববাদ্দারি (তোমাদের উপরে শান্তি যেমন তোমরা ধৈর্যধারণ করেছিলে, কতোই না উত্তম পরকালের জীবন)।

তাদের জন্য আছে সুসংবাদ

"তাহাদিগের জন্য আছে সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পারলৌকিক জীবনে; আল্লাহ্‌র বাণীতে কোনো পরিবর্তন নাই; ইহাই মহাসাফল্য।" সুরা ইউনুস, আয়াত ৬৪।

এই আয়াতে আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্যভাজনদেরকে পৃথিবীতে ও পরবর্তী পৃথিবীতে সুসংবাদ দানের কথা বলা হয়েছে। পৃথিবীইে সকল সাহাবীকে সাধারণভাবে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। আর বিশেষভাবে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে বিশেষ সাহাবীগণকে।

হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. থেকে তিরমিজি এবং হজরত সাঈদ ইবনে জায়েদ থেকে ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, রসুলে আকদাস স. বলেছেন, আবু বকর জান্নাতী, ওমর জান্নাতী, ওসমান জান্নাতী, আলী জান্নাতী, তালহা জান্নাতী, যোবায়ের জান্নাতী, আবদুর রহমান ইবনে আউফ জান্নাতী, সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস জান্নাতী, সাঈদ ইবনে জায়েদ জান্নাতী এবং আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ জান্নাতী।

হজরত আবু হোরায়রা রা. থেকে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, রসুলে করীম স. একবার বললেন, হে আবু বকর! আমার উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে তুমি। হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুলে আকদাস স. বলেছেন, সর্বপ্রথম সমাধি থেকে উত্থিত হবো আমি। এরপর আবু বকর। তারপর ওমর। হজরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ রা. থেকে তিরমিজি লিখেছেন, রসুলে আকদাস স. বলেছেন, প্রত্যেক নবীর একজন প্রিয়জন থাকে। জান্নাতে আমার প্রিয়জন হবে ওসমান। হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রা. থেকে বোখারী ও মুসলিম লিখেছেন রসুলে করীম স. হজরত আলীকে বলেছেন, রসুল মুসার সঙ্গে নবী হারুনের যে সম্পর্ক, আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক সেরকম। কিন্তু আমার পরে আর কোনো নবী নেই।

হজরত জায়েদ ইবনে আরকাম থেকে আহমদ ও তিরমিজি উল্লেখ করেছেন, রসুলে আজম স. বলেছেন, আমি যার মাওলা (বন্ধু), আলীও তার মাওলা। হজরত মুসাওয়ার ইবনে মাকরাসা রা. থেকে বোখারী ও মুসলিম উল্লেখ করেছেন, রসুলে আকবর স. বলেছেন, ফাতেমা আমার অংশ। যারা তাকে কষ্ট দিবে, তারা আমাকে কষ্ট দিবে। হজরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে তিরমিজি উল্লেখ করেছেন, রসুলে আখেরুজ্‌জামান স. বলেছেন, হাসান-হোসেন হবে জান্নাতী যুবকদের সরদার। আর জান্নাতিদের মধ্যে সর্বোত্তমা হবে মরিয়ম বিনতে ইমরান এবং খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ। তিনি স. আরও বলেছেন, সকল আহার্যের

তুলনায় 'ছরিদ' যেরকম, সকল রমণীর তুলনায় আয়েশার শ্রেষ্ঠত্ব তেমনি। তিনি স. আরও বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর সালেহ (পুণ্যবান)। শেষোক্ত হাদিসটি হজরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম।

হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রা. থেকে বোখারী ও মুসলিম লিখেছেন, রসুলেপাক স. বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম জান্নাতী। তিনি স. আরও বলেছেন, আমার আনসার সাহাবীগণকে যারা মহব্বত করবে তারা মুমিন এবং যারা তাদেরকে হিংসা করবে তারা মুনাফিক। যারা আনসারগণকে ভালোবাসবে আল্লাহ্পাক তাদেরকে ভালোবাসবেন। আর যারা তাদের সাথে শত্রুতা করবে আল্লাহ্ তাদেরকে ঘৃণা করবেন। তিনি স. আরও বলেছেন, মুয়াজ ইবনে জাবাল ও মুয়াজ বিন ওমর জামুহ ভালো লোক। তিনি স. আরও বলেছেন, তিন ব্যক্তির জন্য জান্নাত আগ্রহান্বিত— আলী, আম্মার এবং সালমান। রসুলে আকদাস স. এভাবে অনেক সাহাবীকে বেহেশতের সুসংবাদ দিয়েছেন। আর সকল সাহাবীকে আল্লাহ্পাক নিজে শুভসংবাদ দিয়েছেন এভাবে— ওয়া কুল্লাও ওয়াদাল্লাহুল হুসনা (আর প্রত্যেকের সঙ্গে কল্যাণের অঙ্গীকার করা হয়েছে)। আল্লাহ্পাক বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসীদেরকেও (মুখলিসদেরকেও) জান্নাতের শুভসংবাদ দিয়েছেন।

রসুলুল্লাহ্ স. আজ্ঞা করেছেন, আমার সাহাবীদের দোষচর্চা কোরো না। তোমরা যারা আমার সাক্ষাৎ পাওনি, তারা আল্লাহ্র পথে উহুদ পর্বত পরিমাণ সোনা ব্যয় করলেও আমার সাহাবীদের এক সা অথবা অর্ধ সা যব ব্যয় করার সওয়াব পাবে না। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম।

হজরত ওমর থেকে রজীন উল্লেখ করেছেন, রসুলে আজম স. বলেছেন, আমার সাহাবীবৃন্দ নক্ষত্রপুঞ্জতুল্য। তাদের যে কোনো একজনকে অনুসরণ করলে তোমরা হেদায়েত পেয়ে যাবে। হজরত ইমরান ইবনে হোসেন থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুলে আজম স. বলেছেন, আমার উম্মতের সর্বোৎকৃষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ হচ্ছে আমার সহচরবৃন্দ। তারপর তাদের সহচরবৃন্দ। তারপর তাদের সহচরেরা।

হজরত আবু দারদা রা. বলেছেন, একবার আমি রসুলুল্লাহ্ স. এর কাছে এই আয়াতের 'বুশরা' (সুসংবাদ) কথাটির ব্যাখ্যা জানতে চাইলাম। তিনি স. বললেন, একথার ব্যাখ্যা তুমি ছাড়া আর কেউ জানতে চায়নি। এখানে বুশরা অর্থ সত্য স্বপ্ন যা মুমিনদেরকে দেখানো হয়। এটাই পার্থিব জীবনের সুসংবাদ। আর আখেরাতের সুসংবাদ হচ্ছে জান্নাত। বিভিন্ন সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ এবং সাঈদ ইবনে মনসুর।

সেখানে তাঁরা স্থায়ী হবে

"সেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে ততোদিন পর্যন্ত যতোদিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে, যদি না তোমার প্রভুপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন; তোমার প্রভুপালক যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন। এবং যাহারা ভাগ্যবান তাহারা থাকিবে জান্নাতে। সেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে ততোদিন পর্যন্ত যতোদিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে যদি না তোমার প্রভুপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন; ইহা এক নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার। সুরা হুদ আয়াত ১০৭, ১০৮।

'যতোদিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে'— এই উক্তিটি সম্পর্কে জুহাক বলেছেন, আকাশ ও পৃথিবী বলে এখানে বেহেশতের আকাশ ও মাটিকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সেখানকার ঊর্ধ্বদেশ হচ্ছে আকাশ এবং পদতলের ভূমি হচ্ছে পৃথিবী।

রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, যদি নরকবাসীকে বলা হয় এখানকার অগণিত পাথরের সংখ্যা যতো, ততোদিন তোমরা নরকে থাকবে— তবে তারা হবে মহাআনন্দিত। আর স্বর্গবাসীদেরকে যদি বলা হয়, এখানকার বিপুলসংখ্যক প্রস্ত রগুলোর সংখ্যা যতো, তোমাদের স্বর্গবাসের মেয়াদ হবে ততো দিবস– তাহলে তারা হবে ভয়ানক অপ্রসন্ন। কিন্তু এরকম হবে না। (নরকবাস ও স্বর্গবাস উভয়টিই হবে চিরস্থায়ী)। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিবরানী ও আবু নাঈম। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে ইবনে মারদুবিয়াও এরকম বর্ণনা এনেছেন। হজরত মায়াজ ইবনে জাবাল থেকে হাকেমও এরকম বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধসূত্রসম্বলিত।

হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. বলেছেন, রসুলুল্লাহ্ আমাকে ইয়েমেনের শাসক হিশেবে প্রেরণ করলেন। সেখানকার এক জনসমাবেশে আমি বললাম, হে জনতা! আমি আল্লাহ্র রসুল কর্তৃক প্রেরিত দূত। তিনি আমাকে একথা প্রচার করার জন্য পাঠিয়েছেন যে, আল্লাহ্পাকের দিকেই ফিরে যেতে হবে সকলকে। গন্তব্য স্থান হবে জান্নাত অথবা জাহান্নাম। দুটোর যে কোনো একটিতে আমাদের বসবাস হবে চিরস্থায়ী। মৃত্যু নেই সেখানে। নেই স্থানান্তরের কোনো অবকাশ। সেখানে আমরা হবো অক্ষয় ও অমর।

হজরত ইবনে ওমর রা. থেকে বোখারী ও মুসলিম বলেছেন, রসুলেপাক স. বলেছেন, জান্নাতী জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করার পর জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবে, হে জাহান্নামবাসী! তোমাদের আর মৃত্যু নেই। হে জান্নাতবাসী! তোমরাও অমর। তোমাদের বসবাস চিরস্থায়ী। তিনি স. আরও বলেছেন, তখন বলা হবে হে জান্নাতী জনতা! তোমরা এখন মৃত্যুহীন ও চিরস্থায়ী। আর হে জাহান্নামী জনতা! তোমরাও মৃত্যুবিবর্জিত ও চিরন্তন। অপর

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, তখন মৃত্যুকে জবাই করা হবে। বলা হবে, এবার মৃত্যুর মৃত্যু ঘটলো। আরও ঘোষণা করা হবে, হে জান্নাত ও জাহান্নামের অধিবাসীবৃন্দ! মৃত্যু আর নেই। হজরত আবু সাঈদ খুদরী ও হজরত ইবনে ওমর থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম। হাকেম বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা রা. থেকে এবং বলেছেন, হাদিসখানি শুদ্ধসূত্রবিশিষ্ট।

এখানকার শেষ বাক্যটি 'এটা এক নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার' অর্থ জান্নাত এবং আল্লাহ্দর্শন (দীদার)। আল্লাহ্র দীদারই শ্রেষ্ঠতম। আমি বলি, কথাটির অর্থ হবে কখনো কখনো জান্নাতবাসীদেরকে জান্নাত অপেক্ষাও উচ্চতর মর্যাদায় উন্নীত করা হবে। সেই উচ্চতর মর্যাদার স্তর হচ্ছে দীদারের স্তর। আর দীদার বর্ণনাতীত একটি বিষয়। ওই পবিত্র দর্শনে জান্নাতীরা এমনই নিমগ্ন হবেন যে, জান্নাতের অফুরন্ত সুখসম্ভোগের কথা তাঁদের মনেই থাকবে না।

হজরত জাবেরের বর্ণনায় এসেছে, আনন্দমগ্ন জান্নাতীরা সহসা দেখতে পাবে, ঊর্ধ্বদেশ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে আল্লাহ্র জ্যোতিসম্পাত (তাজাল্লি)। আনুরূপ্যবিহীন দর্শন দান করবেন আল্লাহ্পাক স্বয়ং। নেপথ্যের এক ঘোষক ঘোষণা করবে 'সালামুন ক্বওলাম মির রব্বির রহীম' (মহান প্রভুপালকের পক্ষ থেকে সালাম)। তখন জান্নাতের সুখস্মৃতি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হবেন আল্লাহ্প্রেমিকেরা। এক সময় তাজাল্লি অন্তর্হিত হবে। হুঁশ ফিরে পাবেন তাঁরা। কিন্তু তাঁদের অন্তরে বাহিরে জেগে থাকবে দীদারের দ্যুতিময় প্রভাব। ইবনে মাজা, দারাকুতনী, ইবনে আবিদ্ দুনিয়া।

আল্লাহ্র মিলন ও দর্শন হচ্ছে সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম উপহার। ওই দর্শন বার বার ঘটতে থাকবে। বেহেশতের বৈভবরাজিও অশেষ ও অবিচ্ছিন্ন। কিন্তু তা প্রতিবিম্বপ্রসূত। আর আল্লাহ্র দীদার হলো মূল, যা আল্লাহ্র সত্তাসম্ভূত। দীদারের তুলনায় অন্য সকল নেয়ামত যেনো কিছুই নয়। আল্লাহ্তায়ালা স্বাধিষ্ঠ। অন্য সকল কিছুর অধিষ্ঠান-আশ্রয় তিনিই। যেমন ভিক্ষার বস্ত্র দাতার, গ্রহীতার নয়। তেমনি সকল সৃষ্টি তাঁর, সৃষ্টির নয়। দীদার তুল্য কিছুই নেই। আর এখানে দীদারকেই বলা হয়েছে 'নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার'।

তাদের প্রত্যেকের জন্য পরিণামে রয়েছে জাহান্নাম

"উহাদিগের প্রত্যেকের জন্য পরিণামে জাহান্নাম রহিয়াছে এবং প্রত্যেককে পান করানো হইবে গলিত পুঁজ, যাহা সে অতিকষ্টে গলাধঃকরণ করিবে এবং উহা গলাধঃকরণ করা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িবে।" সুরা ইব্রাহীম আয়াত ১৬, ১৭।

জাহান্নাম হবে কাফেরদের মৃত্যুপরবর্তী ঠিকানা। এরকমও বলা যেতে পারে যে, জাহান্নাম তাদের অতি নিকটে। যেনো তারা পৃথিবীতে জাহান্নামের পাড়ে দণ্ডায়মান। মৃত্যুর পরেই তাদেরকে প্রবেশ করানো হবে সেখানে।

এরপর তাদেরকে পান করানো হবে গলিত পুঁজ। এখানকার 'সদীদ' শব্দটির অর্থ তরল বর্জ্য, যা নির্গত হবে নরকবাসীদের চামড়া ও পেট থেকে। ওই তরল পদার্থের মধ্যে মিশ্রিত থাকবে পুঁজ ও রক্ত। ওই পুঁজ ও রক্তকেই এখানে বলা হয়েছে গলিত পুঁজ।

মোহাম্মদ ইবনে কা'ব বলেছেন, ব্যভিচারীদের শরীরবিধৌত পানি নরকবাসীদেরকে পান করানো হবে। বায়হাকী ও মুজাহিদ বলেছেন, রক্ত ও পুঁজ মিশ্রিত পানীয়ের নাম 'সদীদ'। হজরত আবু উমামা সূত্রে হাকেম, 'সিফাতুন্ নার' গ্রন্থে ইবনে আবিদ্ দুনিয়া এবং যথাসূত্রে আহমদ, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মুনজির, বায়হাকী ও বাগবী লিখেছেন, রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, নরকবাসীদেরকে পান করতে দেওয়া হবে সদীদ। তারা সেটার দুর্গন্ধ সহ্য করতে পারবে না। তবু তাদেরকে সেটার নিকটবর্তী করা হবে। তারপর যখন তাদেরকে তা পান করানো হবে, তখন তাদের শরীর ফুলে যাবে, মাথার চুল খসে পড়বে এবং নাড়ি-ভূঁড়ি ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে বেরিয়ে যাবে পশ্চাদ্বার দিয়ে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— আর তারা পান করবে তপ্ত পানি, যা বিচ্ছিন্ন করে দিবে নাড়ি-ভূঁড়ি। যদি তারা প্রার্থনা করে....।

এরপর বলা হয়েছে 'যা সে অতি কষ্টে গলাধঃকরণ করবে এবং যা গলাধঃকরণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে'। একথার অর্থ চরম দুর্গন্ধযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ওই গলিত পুঁজ পান করবে জাহান্নামীরা। পান করবে অনিচ্ছা সত্ত্বে, বাধ্য হয়ে। স্বাভাবিকভাবে পান করা হয়ে পড়বে প্রায় অসম্ভব। বার বার রুদ্ধ হয়ে আসবে কণ্ঠনালি। তাই তারা থেমে থেমে একটু একটু করে পান করতে থাকবে। তাদের ওই শাস্তি হবে সমাপ্তিহীন।

এরপর বলা হয়েছে 'সবদিক থেকে তার নিকটে আসবে মৃত্যু যন্ত্রণা'। কথাটির অর্থ— শাস্তি এমন তীব্র আকার ধারণ করবে যে, মনে হবে যেনো সব দিক থেকে এগিয়ে আসছে বীভৎস মৃত্যু। 'কুল্লি মাকান' অর্থ দেহের সকল অংশ। অর্থাৎ দেহের প্রতিটি অঙ্গে ও অংশে সে অনুভব করবে মৃত্যুযন্ত্রণা। ইবনে আবী শায়বা, ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, ইব্রাহীম তায়েমী বলেছেন, প্রতিটি লোমকূপে সে অনুভব করবে মৃত্যুর মর্মন্তুদ আঘাত।

এরপর বলা হয়েছে 'কিন্তু তার মৃত্যু ঘটবে না'। একথার অর্থ মৃত্যুযন্ত্রণা থেকে সে নিষ্কৃতি পাবে না। ইবনে জুরাইজ বলেছেন, তার প্রশ্বাস আটকে থাকবে কণ্ঠনালিতে, নাক-মুখ দিয়ে নির্গত হবে না। অথবা ভিতরেও প্রবেশ করবে না। ইবনে মুনজিরের বর্ণনায় এসেছে, ফুজাইল ইবনে আব্বাস বলেছেন, কথাটির মর্মার্থ কণ্ঠদেশে নিঃশ্বাস আবদ্ধ হয়ে থাকবে।

শেষে বলা হয়েছে 'এবং সে কঠোর শাস্তি ভোগ করতেই থাকবে'। একথার অর্থ বিরতিহীনভাবে শাস্তির পর শাস্তি আপতিত হতেই থাকবে তার উপর। পরবর্তী শাস্তি হবে পূর্ববর্তী শাস্তি অপেক্ষা অধিকতর বীভৎস। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'কঠোর শাস্তি' অর্থ চিরস্থায়ী শাস্তি, যে শাস্তি থেকে কস্মিনকালেও তাদের নিষ্কৃতি নেই।

তোমার অনুসারীদের স্থান হবে জাহান্নাম

"অবশ্যই তোমার অনুসারীদের সকলেরই নির্ধারিত স্থান হইবে জাহান্নাম; উহার সাতটি দরোজা আছে, প্রত্যেক দরোজার জন্য পৃথক পৃথক দল আছে। সাবধানীরা থাকিবে প্রস্রবণবহুল জান্নাতে। তাহাদিগকে বলা হইবে 'তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তার সহিত প্রবেশ করো'। আমি তাহাদিগের অন্তর হইতে ঈর্ষা দূর করিব; তাহারা ভ্রাতৃভাবে পরস্পর মুখামুখি হইয়া আসনে অবস্থান করিবে। সেথায় তাহাদিগকে অবসাদ স্পর্শ করিবে না। এবং তাহারা সেথা হইতে বহিষ্কৃতও হইবে না। আমার দাসদিগকে বলিয়া দাও যে, আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। এবং আমার শাস্তি— সে অতি মর্মন্তুদ শাস্তি"। সুরা হিজর্ আয়াত ৪৩-৫০।

প্রথমে বলা হয়েছে 'অবশ্যই তোমার অনুসারীদের সকলের নির্ধারিত স্থান হবে জাহান্নাম'। এখানে কেবল 'হুম' উল্লেখ করলেই ইবলিসের সকল অনুসারীকে বুঝানো যেতো। কিন্তু কথাটিকে আরও অধিক গুরুত্ববহ ও সুনির্দিষ্ট করার জন্যই এর পরে জানানো হয়েছে 'আজমাঈন' (সকলের) অর্থাৎ জাহান্নাম হবে ইবলিসের সকল অনুসারীর নির্ধারিত আবাস।

এরপর বলা হয়েছে 'তার সাতটি দরোজা আছে, প্রত্যেক দরোজার জন্য আছে পৃথক পৃথক দল।' হান্নাদ ইবনে মোবারক ও আহমদ 'জুহুদ গ্রন্থে' এবং ইবনে জারীর ও ইবনে আবিদ্ দুনিয়া 'সিফাতুন্নার' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হজরত আলী রা. একবার তাঁর এক হাতের উপর অন্য হাত স্থাপন করে আঙুলগুলো ছড়িয়ে দিয়ে বললেন, নরকের দরোজাগুলো এরকম। অর্থাৎ একটি দরোজার উপরে রয়েছে আর একটি দরোজা। এরকম স্তর রয়েছে সাতটি। প্রতিটি স্তরে রয়েছে একটি করে দরোজা।

বাগবী লিখেছেন, হজরত আলী বলেছেন, স্বর্গ সুবিস্তৃত। আর নরক একটির উপরে একটি। 'সিফাতুন্নার' গ্রন্থে ইবনে জারীর ও ইবনে আবিদ্ দুনিয়া উল্লেখ করেছেন, নরকের প্রথম স্তরের নাম জাহান্নাম। তার পরের স্তরগুলো যথাক্রমে লাজা, হুতামাহ্, সায়ীর, সাক্বার, জাহীম এবং হাবীয়াহ্।

বাগবী আরও লিখেছেন, জুহাক বলেছেন, প্রথম স্তরে প্রবেশ করবে ওই সকল ইমানদার, যারা পাপী। কিছুকাল শাস্তিভোগের মাধ্যমে পাপক্ষয়ের পর তারা

নিষ্কৃত হবে। দ্বিতীয় স্তরে প্রবিষ্ট হবে খৃষ্টান। তৃতীয় স্তরে ইহুদী। চতুর্থ স্তরে সাবাইয়া। পঞ্চম স্তরে অগ্নিপূজক। ষষ্ঠ স্তরে মূর্তিপূজক। সপ্তম ও সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে কপটচারী বা মুনাফিকেরা। এখানে খৃষ্টান অর্থ ওই সকল খৃষ্টান যারা রসুল ঈসার মহাতিরোধানের পর সর্বশেষ নবী মোহাম্মদ মোস্তফা স. কে স্বীকার করেনি। আর ইহুদী অর্থ ওই সকল ইহুদী যারা রসুল মুসার মহাপ্রস্থানের পর হজরত ঈসাকে রসুল বলে মানেনি। এরপর অমান্য করেছে মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ স.কে। সাবাইয়া হচ্ছে তারা, যারা নিজেদেরকে এক আল্লাহ্য় বিশ্বাসী বলে দাবী করা সত্ত্বেও কোনো নবী-রসুলের শরীয়ত মানে না। শোনা যায়, তারা নবী নূহের অনুসারী বলে দাবী করে থাকে। অগ্নিপূজারী ও মূর্তিপূজারীরা যথাক্রমে আগুন ও বিগ্রহের উপাসক। আর মুনাফিকেরা দৃশ্যতঃ বিশ্বাসী, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অবিশ্বাসী। তাদের সম্পর্কে এক আয়াতে বলা হয়েছে 'মুনাফিকেরা অবস্থান করবে নরকাগ্নির সর্বনিম্নস্তরে।'

বাগবীর বর্ণনায় আরও উল্লেখ করা হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, দোজখের স্তর সাতটি। দরোজাও সাতটি। তার মধ্যে একটি স্তর ওই লোকদের জন্য, যারা আমার উম্মতের উপর অসি চালনা করেছে। কুরতুবী উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সবচেয়ে লঘু শাস্তিসম্বলিত নরকের নাম জাহান্নাম। ওই নরক তার অধিবাসী ও অধিবাসিনীদের মুখাবয়ব বিবর্ণ করে দিবে এবং ভক্ষণ করবে তাদের রক্তমাংস। তাই তার নাম জাহান্নাম। আমার বিশ্বাসী-পাপী উম্মতেরা সেখানে প্রবেশ করবে।

নিকৃষ্টতম ও গভীরতম নরক হচ্ছে হাবীয়াহ্। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বায্যার কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেন, নরকের এমন একটি স্তর রয়েছে যেখানে প্রবেশ করবে কেবল ওই সকল লোক, যারা পৃথিবীতে আল্লাহ্র আযাব-গজব সম্পর্কে ছিলো নির্ভয়।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. বলেছেন, সাতটি স্তর রয়েছে দোজখের। সবচেয়ে বেশী শাস্তিসম্বলিত দোজখে প্রবেশ করানো হবে ওই সকল ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীকে যারা জেনে শুনে অবলীলাক্রমে চালিয়ে যায় তাদের অপকর্ম।

সা'লাবীর বর্ণনায় এসেছে, এখানকার ৪৩ সংখ্যক আয়াতের আবৃত্তি শুনে উন্মাদের মতো ছুটে পালিয়েছিলেন হজরত সালমান ফারসী রা.। তিন দিন আত্মগোপন করে ছিলেন। শেষে যখন তাঁকে রসুলুল্লাহ্ স. সকাশে উপস্থিত করানো হলো তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র প্রত্যাদেশবাহক! যিনি আপনাকে তাঁর বাণীবহনের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন, তাঁর শপথ করে বলছি 'অবশ্যই তোমার অনুসারীদের সকলের নির্ধরিত স্থান হবে জাহান্নাম'— এই আয়াতের আবৃত্তি শুনলে মনে হয়, আমার হৃৎপিণ্ড বুঝি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। তাঁর এমতো উক্তির প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় 'সাবধানীরা থাকবে প্রস্রবণবহুল জান্নাতে.....'।

এখানে সাবধানী (মুত্তাকী) অর্থ যারা ইবলিসের প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়নি। তারা প্রবেশ করবে প্রস্রবণবিশিষ্ট জান্নাতে। প্রত্যেক জান্নাতীর জন্য থাকবে একটি অথবা অনেক প্রস্রবণ (নহর)।

পরের আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে, জান্নাতীদের ওই জান্নাতবাস হবে চিরস্থায়ী। কোনোদিন আর তাদেরকে মৃত্যুবরণ করতে হবে না। সেখানে কোনোদিন আর উপস্থিত হবে না রোগ, শোক, জ্বরা অথবা বার্ধক্য। জান্নাতে প্রবেশের প্রাক্কালেই তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে, তোমরা চিরসুখময় জান্নাতে প্রবেশ করো চিরস্থায়ী শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে।

এরপরের আয়াতে বলা হয়েছে 'আমি তাদের অন্তর থেকে ঈর্ষা দূর করবো'। একথার অর্থ পৃথিবীতে বিশ্বাসীরা মানবিক বৃত্তির প্রভাবে পারস্পরিক যে ঈর্ষা-বিদ্বেষ থেকে মুক্ত হতে পারেনি, সেই ঈর্ষা-বিদ্বেষ আমি চিরদিনের জন্য তাদের হৃদয় থেকে অপসারিত করে দিবো তাদের জান্নাতগমনের প্রাক্কালে। কারণ জান্নাত হবে ঈর্ষা-বিদ্বেষের প্রভাব থেকে চিরমুক্ত।

আবদুল্লাহ্ ইবনে আহমদ তাঁর 'জওয়াইদুজ্ জুহুদ' পুস্তকে উল্লেখ করেছেন, আবদুল করিম বিন রশীদ বলেছেন, জান্নাতের তোরণে দাঁড়িয়ে পৃথিবীতে দ্বন্দ্বে লিপ্ত বিশ্বাসীরা একে অপরের প্রতি রোষকষায়িত নেত্রে তাকাবেন। কিন্তু জান্নাতে প্রবেশের পর তাঁরা দেখবেন তাঁদের বক্ষাভ্যন্তরে বিদ্বেষের চিহ্নমাত্র নেই। আল্লাহ্পাক তা অপসারিত করে তাঁদেরকে বেঁধে দিয়েছেন চিরকালীন ভ্রাতৃত্ববন্ধনে।

এরপর বলা হয়েছে 'তারা ভ্রাতৃত্বভাবে মুখোমুখি হয়ে আসনে অবস্থান করবে।' হান্নাদের বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ কথাটির ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— সেখানে কেউ কাউকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না। সবাই থাকবে মুখোমুখি। এরকম কতিপয় উক্তি উল্লেখ করে বাগবী বলেছেন, জান্নাতীরা তাদের সতীর্থদের সাক্ষাতাভিলাষী হবে। তাদের পালঙ্কই তাদেরকে পৌঁছে দিবে কাঙ্খিত জনের সম্মুখে। মুখোমুখি সাক্ষাৎ হবে তাদের। হবে অন্তরঙ্গ আলাপন।

এরপর বলা হয়েছে 'সেখানে তাদেরকে অবসাদ স্পর্শ করবে না এবং তারা সেখান থেকে বহিষ্কৃতও হবে না।' একথার অর্থ— ক্লান্তি-শ্রান্তি-অবসাদ থেকে বেহেশতবাসীরা থাকবে মুক্ত। তাদের ওই নিরুপদ্রব জীবন হবে স্থায়ী। কারণ সময়ের প্রবাহ সেখানে নেই। সময়ের প্রবাহই তো মানুষকে করে তোলে অবসন্ন ও অবসাদগ্রস্ত। এ পৃথিবী ধ্বংস করার সাথে সাথেই বিলুপ্ত হবে সময়ের প্রবহমানতা। তাই বেহেশতে অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল বলে কিছু থাকবে না। থাকবে কেবল বর্তমান। চিরবর্তমান। তাই বেহেশতবাসীদের সুখ-শান্তিও হবে অবসাদবিমুক্ত। সেখান থেকে তারা আর কখনো বহিষ্কৃতও হবে না।

তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের রা. বলেছেন, একবার এক স্থানে কতিপয় সাহাবী জটলা করে হাসাহাসি করছিলেন। সহসা আবির্ভূত হলেন রসুলুল্লাহ্ স.। বললেন, তোমাদের সামনে রয়েছে নরকের লেলিহান আশংকা। আর তোমরা হাস্যকৌতুকে মত্ত। সঙ্গে সঙ্গে আবির্ভূত হলেন হজরত জিব্‌রাইল। বললেন, হে সম্মানিত ভ্রাতা! আপনার মহান প্রভুপালক জানাচ্ছেন, আপনি তাঁর দাসগণকে তাঁর অনুকম্পা থেকে নিরাশ করছেন কেনো? তখন অবতীর্ণ হলো— আমার দাসদেরকে বলে দাও, আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। এ কথার অর্থ— হে আমার হাবীব! আপনি আপনার বিশ্বাসী দাসদের বলুন, আমি তাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ এবং পরম দয়ালু। আমি তো শাস্তিদাতা কেবল অবিশ্বাসীদের জন্য।

ইবনে মারদুবিয়া কিছুসংখ্যক সাহাবীর উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছেন, একবার রসুল স. বনী শায়বার তোরণ দিয়ে আগমন করে আমাদেরকে হাস্য-কৌতুকরত অবস্থায় দেখলেন। বললেন, আমি তোমাদেরকে আমোদপ্রমোদে মত্ত অবস্থায় দেখছি কেনো? একথা বলেই তিনি প্রস্থান করলেন। একটু পরে পুনরাবির্ভূত হয়ে বললেন, শোনো, হাজরে আস্‌ওয়াদ পর্যন্ত না পৌঁছতেই ভ্রাতা জিব্‌রাইল এসে জানালেন, আল্লাহ্ জানিয়েছেন, আপনি আমার বিশ্বাসী বান্দাদেরকে নির্মল আনন্দ থেকে নিরাশ করছেন কেনো? উল্লেখ্য, এখানে ঘোষিত হয়েছে বিশ্বাসীগণকে মার্জনার প্রতিশ্রুতি। আবার পরের আয়াতে ঘোষিত হয়েছে 'এবং আমার শাস্তি সে অতি মর্মন্তুদ শাস্তি'! এই শাস্তির লক্ষ্য অবিশ্বাসীরা।

বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত কাতাদা রা. বলেছেন, আমার স্পষ্ট মনে আছে, রসুল স. বলেছেন, মানুষ যদি আল্লাহ্‌র ক্ষমাময়তার বৈরাট্য সম্পর্কে ধারণা করতে পারতো, তবে তারা অপকর্ম থেকে বিরত হতো না। আর যদি তাঁর শাস্তির ভয়াবহতা সম্পর্কে জানতে পারতো, তবে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হতো। হজরত আবু হোরায়রা রা. থেকে তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, বিশ্বাসীরা যদি আল্লাহ্‌র শাস্তির কঠোরতা অনুধাবন করতে পারতো তবে তারা জান্নাতের আশা করতো না। আর অবিশ্বাসীরা যদি আল্লাহ্‌র অপার কৃপা সম্পর্কে জানতে পারতো, তবে তারা জান্নাতপ্রাপ্তির আশা পরিত্যাগ করতো না।

বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু হোরায়রা রা. বলেছেন, আমি রসুলুল্লাহ্ স.কে বলতে শুনেছি, করুণা সৃষ্টির সময় আল্লাহ্ পাক সৃষ্টি করেছেন এক শতটি রহমানী করুণা। তার মধ্যে নিরানব্বইটি নিজের কাছে রেখে বাকি একটি দান করেছেন সমগ্র সৃষ্টিকে। অবিশ্বাসীরা যদি ওই নিরানব্বইটি করুণার কথা বুঝতে পারতো, তবে বেহেশত লাভের ব্যাপারে নিরাশ হতো না। আর বিশ্বাসীরা যদি আল্লাহ্‌র শাস্তিসম্ভারের সন্ধান পেতো, তবে দোজখ সম্পর্কে নিঃশঙ্কচিত্ত হতো না।

হজরত সালমান ফারসী রা. থেকে আহমদ ও মুসলিম এবং হজরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে আহমদ ও ইবনে মাজা উল্লেখ করেছেন রসুল স. বলেছেন, বেহেশত ও দোজখ সৃষ্টির দিনে আল্লাহ্ সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন একশতটি রহমতের। এক একটি রহমতের ব্যাপ্তি বেহেশত ও দোজখের ব্যবধানের সমান। ওই শত রহমতের একটি দেওয়া হয়েছে পৃথিবীতে। ওই রহমতের কারণেই জননী ভালোবাসে তার আত্মজ-আত্মজাকে। পশুপাখিদের স্নেহমমতার ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয় ওই রহমতের প্রভাব। আর বাকি নিরানব্বইটি রহমত তিনি রেখে দিয়েছেন নিজস্ব সংরক্ষণে। ওই সংরক্ষিত রহমতসহ একশত রহমতের বিকাশ ঘটবে তখন, যখন তাঁর রহমত ব্যতিরেকে মানুষের আর কোনো উপায় থাকবে না।

উল্লেখ্য, আল্লাহ্পাক প্রথমে বলেছেন 'আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। এর সঙ্গে শাস্তির উল্লেখ করেননি। শাস্তির কথা বলেছেন পরের আয়াতে এভাবে 'এবং আমার শাস্তি— সে অতি মর্মন্তুদ শাস্তি।' এতে করে বুঝা যায় আল্লাহ্পাকের ক্ষমা ও দয়া তাঁর আযাব-গজব অপেক্ষা অধিকতর প্রবল। আর তাঁর মর্মন্তুদ শাস্তির (আযাব-গজবের) পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটবে পরবর্তী পৃথিবীতে (আখেরাতে)। তবে এই পৃথিবীতে সেগুলোর দৃষ্টান্ত প্রকাশিত হতে থাকে কখনো কখনো। তাই দেখা যায়, যুগে যুগে ধ্বংস হয়ে চলেছে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়ের লোকেরা। আবার তাঁর প্রিয়ভাজন হয়েছেন এবং হয়ে চলেছেন নবী রসুল ও তাঁদের অনুগামীরা।

প্রত্যেককে পুলসিরাত অতিক্রম করতে হবে

"সুতরাং শপথ তোমার প্রভুপালকের! আমি তো উহাদিগকে শয়তানদেরসহ একত্রে সমবেত করিবই ও পরে নতজানু অবস্থায় আমি উহাদিগকে জাহান্নামের চতুর্দিকে উপস্থিত করিবই। অতঃপর প্রত্যেক দলের মধ্যে যে দয়াময়ের সর্বাধিক অবাধ্য আমি তাহাকে টানিয়া বাহির করিবই। এবং আমি তো উহাদিগের মধ্যে যাহারা জাহান্নামে প্রবেশের অধিকতর যোগ্য তাহাদিগের বিষয় ভালো জানি। এবং তোমাদের প্রত্যেকেই উহা অতিক্রম করিবে; ইহা তোমার প্রভুপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। পরে আমি সাবধানীদিগকে উদ্ধার করিব এবং সীমালংঘনকারীদিগকে সেথায় নতজানু অবস্থায় ছাড়িয়া দিব। সুরা মার্য়াম আয়াত ৬৮-৭২।

বাগবী লিখেছেন, পুনরুত্থানের সময় প্রত্যেক কাফেরকে এক একটি শয়তানের সঙ্গে শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলা হবে। এভাবে তাদেরকে উপস্থিত করা হবে হাশর প্রান্তরে। একথাই বলা হয়েছে এখানকার প্রথমোক্ত আয়াতে। 'পরে নতজানু অবস্থায় আমি তাদেরকে জাহান্নামের চতুর্দিকে উপস্থিত করবোই'—

একথার ব্যাখ্যাব্যপদেশে কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী র. এর উক্তি এরকম— আমি বলি, সেদিন ভালো-মন্দ সকলকেই জাহান্নামের চতুর্দিকে একত্র করা হবে। পুণ্যবানদেরকে এভাবে জাহান্নাম দর্শন করানো হবে এই উদ্দেশ্যে যেনো তারা বুঝতে পারে, কতো ভয়ংকর শাস্তি থেকে আল্লাহ্ তাদেরকে রেহাই দিয়েছেন। আবার পাপিষ্ঠদের দেখানো হবে জান্নাত তাদের আক্ষেপ ও দুঃখকে আরও বেশী বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। এরপর পুণ্যবানেরা সেখান থেকে জান্নাতে চলে যাবে। আর পাপিষ্ঠদেরকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হবে জাহান্নামের অভ্যন্তরে।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে নাবেতা রা. থেকে আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ও বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. একবার বললেন, ওই দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভাসছে, তোমরা আল কারামে নতজানু হয়ে বসে আছো। একথার পর বর্ণনাকারী পাঠ করলেন— 'এবং পরে নতজানু অবস্থায় আমি তাদেরকে দোজখের চতুর্দিকে উপস্থিত করবোই।'

শায়েখ ইবনে হাজার বলেছেন, 'আল কারাম' অর্থ দোজখের উঁচু পাড়। সেখানে সমবেত করা হবে উম্মতে মোহাম্মদীকে। উল্লেখ্য, হাশরপ্রান্তরে সকলকে উপস্থিত করার অনেক পরে সকলকে সমবেত করা হবে দোজখের কিনারায়। কেননা বিচারপর্ব চলবে দীর্ঘকাল ধরে।

এরপর বলা হয়েছে, 'অতঃপর প্রত্যেক দলের মধ্যে যে দয়াময়ের প্রতি সর্বাধিক অবাধ্য, আমি তাকে টেনে বের করবোই।' একথার অর্থ নবীদের উম্মতের মধ্য থেকে আমি অবাধ্যদেরকে পৃথক করে ফেলবো।

পরের আয়াতে বলা হয়েছে 'এবং আমি তাদের মধ্যে যারা জাহান্নামে প্রবেশের অধিকতর যোগ্য তাদের বিষয় ভালো জানি।' এখানে আয়াতের শুরুতে 'ছুম্মা' (এবং অতঃপর) শব্দটি বসানোর কারণে প্রতীয়মান হয় যে, দোজখীদেরকে প্রথমে দোজখের চতুর্দিকে সমবেত করা হবে। তারপর সকল দলের মধ্য থেকে বাছাই করা হবে বড় বড় অপরাধীদেরকে। তারপর আল্লাহ্পাক নির্ধারণ করবেন, কাকে কাকে নিক্ষেপ করা হবে দোজখে। এভাবে পুরো বক্তব্যটি দাঁড়ায় এরকম— আমি কাফেরদের প্রত্যেক দলের মধ্য থেকে অপরাধের তারতম্যানুসারে তাদেরকে প্রথমে পৃথক করে ফেলবো, তারপর তাদেরকে একে একে দোজখে নিক্ষেপ করবো। প্রথমে বড় বড় অপরাধীদেরকে। পরে অপেক্ষাকৃত কম পাপিষ্ঠদেরকে।

এরপর বলা হয়েছে, 'এবং তোমাদের প্রত্যেকেই উহা অতিক্রম করবে, এটা তোমার প্রভুপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত।' একথার অর্থ— এরপর দোজখের জন্য বাছাইকৃত সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে অতি অবশ্যই দোজখে প্রবেশ করানো হবে। এটাই আল্লাহ্র সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত। কস্মিনকালেও এর অন্যথা ঘটবে না।

শেষে বলা হয়েছে 'পরে আমি সাবধানীদেরকে উদ্ধার করবো এবং সীমালংঘনকারীদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দিবো।' একথার অর্থ প্রথমাবস্থায় সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সঙ্গে পাপী বিশ্বাসীদেরকেও দোজখে প্রবেশ করানো হবে। পরে কিছুকাল শাস্তি দিয়ে অথবা না দিয়ে পাপী বিশ্বাসীদেরকে উদ্ধার করা হবে সেখান থেকে। কিন্তু সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও অংশীবাদীরা (কাফের ও মুশরিকেরা) কখনোই মুক্তি পাবে না। তাদেরকে নতজানু করে অনন্ত কাল রাখা হবে দোজখে।

পুলসিরাত হচ্ছে দোজখের উপরে বা ভিতরে স্থাপিত একটি সেতু। সবাইকে ওই সেতু অতিক্রম করার হুকুম দেওয়া হবে। হান্নাদ, তিবরানী ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, জান্নাতে পৌঁছে যাওয়ার পর দোজখ থেকে নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত ওই জান্নাতীরা বলবেন, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! তুমিতো এই মর্মে অঙ্গীকার করেছিলে যে, আমাদেরকে অবশ্যই দোজখে প্রবেশ করানো হবে। আল্লাহ্পাক বলবেন, হ্যাঁ। এরকম অঙ্গীকার আমি করেছিলাম। সেই অঙ্গীকারানুসারে তোমাদেরকে দোজখে প্রবেশ করানো হয়েছিলো। কিন্তু দোজখের আগুনকে তোমাদের জন্য করে দেওয়া হয়েছিলো শীতল। তাই তোমরা অগ্নিশাস্তি কী, তা বুঝতে পারোনি।

হজরত ইয়ালী বিন উমাইয়া থেকে ইবনে আদী ও তিবরানী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, পুলসিরাত অতিক্রমকালে দোজখের অগ্নি বিশ্বাসীদেরকে বলবে, আমার উপর দিয়ে দ্রুত চলে যাও। তোমাদের নূর আমার দহনশক্তিকে নিস্তেজ করে দিচ্ছে।

কেউ কেউ বলেছেন, বিশ্বাসীরা কখনোই দোজখে প্রবেশ করবে না। আবার কেউ কেউ বলেছেন, সকলকেই একবার দোজখে প্রবেশ করতে হবে। তারপর শিরিকবিমুক্তদেরকে আল্লাহ্তায়ালা পরিত্রাণ দান করবেন। হজরত আবু সুমাইয়া বলেছেন, একবার আমি হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে এ বিষয়ে মতানৈক্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম। তিনি তাঁর দুই আঙুল কানের কাছে নিয়ে বললেন, এই কান বধির হয়ে যাবে, যদি না আমি রসুল স.কে একথা বলতে শুনি যে, পুণ্যবান-পাপী নির্বিশেষে সকলকেই দোজখে প্রবেশ করতে হবে। কিন্তু বিশ্বাসীগণের জন্য আগুন হয়ে যাবে ঠাণ্ডা। তাই তারা দোজখ অতিক্রম করবে নিরাপদে, যেমন অগ্নিকুণ্ডে নিরাপদে ছিলেন হজরত ইব্রাহীম আ.।

আউফি কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস রা. 'তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে' এই আয়াতের ব্যাখ্যাব্যপদেশে বলেছেন, পুণ্যবান ও পাপী সকলেই তখন দোজখে প্রবেশ করবে। আর এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেছেন, দোজখে প্রবেশ করা ব্যতীত কেউই বাঁচতে পারবে না।

আহমদ, তিরমিজি, বায়হাকী ও হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ রা. এই আয়াতের ব্যাখ্যাসূত্রে বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, সকলে দোজখে অবতরণ করবে। তারপর কৃতকর্মের ভিত্তিতে কাউকে কাউকে সেখান থেকে বের করে আনা হবে। প্রথম শ্রেণীর লোকেরা বের হয়ে আসবে বিদ্যুৎগতিতে। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা বাতাসের গতিতে, তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরা দ্রুতগামী ঘোড়ার গতিতে, চতুর্থ শ্রেণীর লোকজন বোঝাবিশিষ্ট উটের গতিতে এবং ষষ্ঠ শ্রেণীর লোকেরা সাধারণ মানুষের চলার গতিতে বের হয়ে আসবে।

হজরত কা'ব বলেছেন, তখন আগুন সকলের গতি রোধ করবে। ঘোষিত হবে, হে দোজখ! তোমার সঙ্গীদের আটকাও ও আমার বন্ধুদের ছেড়ে দাও। এ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে যারা দোজখের উপযুক্ত তারা দোজখাভ্যন্তরে পতিত হবে। মানুষ যেমন তার আপন সন্তানকে চিনতে পারে, তেমনি দোজখও চিনতে পারবে তার অধিবাসীদেরকে। আর ইমানদারেরা চলে যাবে নির্ভয়ে। গনীম বিন কায়েস থেকে এরকম বর্ণনা করেছেন ইবনে জারীর।

আল্লামা সুয়ূতী লিখেছেন, অধিকাংশ সলফে সালেহীন দোজখাভ্যন্তরে পতিত হওয়াকে ভয় করতেন। কেননা তা নিঃসন্দেহে একটি ভয়ংকর বিষয়, যদিও বলা হয়েছে— পরে আমি সাবধানীদেরকে উদ্ধার করবো। কিন্তু এ কথার কোনো নিশ্চয়তা নেই যে, ওই উদ্ধার পুলসিরাত অতিক্রমকালে হবে, না হবে দোজখাভ্যন্তরে পতিত হওয়ার পর। এই অনিশ্চয়তাই ওই সকল সাধুপুরুষকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে রাখতো।

'আজ্‌জুহুদ' গ্রন্থে ইমাম আহমদ এবং হজরত হাযেম বিন আবী হাযেম থেকে হান্নাদ, বায়হাকী, সাঈদ ইবনে মনসুর ও হাকেম উল্লেখ করেছেন, একবার হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রওয়াহা কাঁদতে শুরু করলেন। জিজ্ঞেস করা হলো, কাঁদছেন কেনো? তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে আমি জাহান্নামে প্রবেশ করবো। কিন্তু আমাকে একথা নির্দিষ্ট করে জানানো হয়নি যে, আমি উদ্ধার পাবো কিনা।

আজ্‌জুহুদ গ্রন্থে রয়েছে, হাসান বসরী র. বলেছেন, এক লোক তার ভাইকে বললো, তুমি কি একথা জানো যে, সেদিন সকলকেই জাহান্নামে প্রবেশ করতে হবে। তার ভাই জবাব দিলো, হ্যাঁ। লোকটি বললো, একথাও কি নিশ্চিতরূপে জানো যে, সেখান থেকে তুমি বেরিয়ে আসতে পারবে? তার ভাই বললো, না। লোকটি বললো, তাহলে তুমি কীভাবে হাসো! একথা শুনে সে বিমর্ষ হয়ে গেলো। আর কখনো তাকে হাসতে দেখা যায়নি।

সাবধানীগণ হবেন সম্মানিত অতিথি

"যেদিন দয়াময়ের নিকট সাবধানীদিগকে সম্মানিত অতিথিরূপে সমবেত করিব; এবং অপরাধীদিগকে তৃষ্ণাতুর অবস্থায় জাহান্নামের দিকে খেদাইয়া লইয়া যাইব।" সুরা মার্‌য়াম, আয়াত ৮৫, ৮৬।

এখানে 'দয়াময়ের নিকট' অর্থ ওই সম্মানিত স্থান, যেখানে পরিদৃশ্যমান হয় আল্লাহর উপাস্য হওয়ার (উলুহিয়াতের) তাজাল্লি বা জ্যোতিচ্ছটা। এভাবে বক্তব্যটি হবে এরকম— সম্রাটের দরবারে আমন্ত্রিত অতিথিবর্গকে উপস্থিত করানো হয় পুরস্কৃত ও সম্মানিত করবার জন্য— তেমনি মহান আল্লাহ্‌র দরবারে মুত্তাকী বা সাবধানীগণকে হাজির করানো হবে সম্মানিত মেহমান রূপে।

আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ তাঁর 'যাওয়াইদুল মসনদ' গ্রন্থে এবং হাকেম, বায়হাকী, ইবনে জারীর ও ইবনে হাতেম তাঁদের আপনাপন বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, হজরত আলী বলেছেন, হে জনতা! উত্তমরূপে অবগত হও, মুত্তাকীগণকে আল্লাহ্‌র দরবারে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে না, নিয়ে যাওয়া হবে না পদব্রজেও, বরং তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে বেহেশতের উটের পিঠে আরোহণ করিয়ে। ওরকম উট কেউ কোথাও কখনো দেখেনি। উটগুলোর হাওদা হবে স্বর্ণনির্মিত এবং সেগুলোর নাসারন্ধ্রের রশি হবে জবর্‌জদের । ওই উটের পিঠে সওয়ার হয়ে গিয়ে মুত্তাকীরা করাঘাত করবে বেহেশতের দরোজায়।

বাগবী লিখেছেন, হজরত আলী বলেছেন, আল্লাহ্‌র শপথ! তাদেরকে পায়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে না। নিয়ে যাওয়া হবে স্বর্ণের হাওদা ও ইয়াকুতের জিনবিশিষ্ট উটে চড়িয়ে। তারা যদি চায়, তবে ওই বাহনগুলোকে উড়িয়েও নিয়ে যেতে পারবে।

পরের আয়াতে বলা হয়েছে 'অপরাধীদেরকে তৃষ্ণাতুর অবস্থায় জাহান্নামের দিকে খেদিয়ে নিয়ে যাবো।' এখানে খেদিয়ে অর্থ পায়ে হাঁটিয়ে। কেউ কেউ বলেছেন, তখন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা হবে ভয়ানক পিপাসিত। অত্যধিক পিপাসার ফলে তাদের প্রাণ হবে ওষ্ঠাগত। গলা যাবে শুকিয়ে।

আমি (ছানাউল্লাহ্‌) বলি, এখানে আল্লাহ্‌পাক দু'টি দলের হাশরের কথা বলেছেন। ১. সাবধানীগণ— নবী ও আল্লাহ্‌র পরিচয়ধন্য (আরেফ) ব্যক্তিবর্গ থাকবেন ওই দলে। ২. মুহরিমিন। পুণ্যবান, পাপী এবং সাধারণ শ্রেণীর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, কোনো কোনো লোককে সেদিন ওঠানো হবে নগ্নপদ অবস্থায়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ হবে পুণ্যবান এবং কেউ কেউ হবে পাপী।

এক হাদিসে এসেছে, হাশরের ময়দানে উপস্থিত লোকেরা বিভক্ত হয়ে পড়বে তিনটি দলে— বাহনারোহী দল, পায়ে হেঁটে চলা দল এবং মুখের উপরে ভর দিয়ে চলা দল। হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এসেছে, লোকদের হাশর হবে তিন ধরনের। কেউ কেউ হবে উৎফুল্ল এবং কেউ কেউ হবে ভীত-সন্ত্রস্ত। কোনো কোনো উটের আরোহী হবে দু'জন, কোনো কোনোটিতে সওয়ার হবে তিনজন অথবা দশজন। তাদের সাথে থাকবে আগুন। যেদিকেই তারা যাক না কেনো, ওই আগুনও চলবে তাদের সাথে সাথে। উল্লেখ্য, একজন আরোহীর কথা এখানে বলা হয়নি। তাই ইশারা-ইঙ্গিতে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, উটের এক একজন আরোহী হবেন আবরার (বিশেষ পুণ্যবান) শ্রেণীর।

আগুন যাদের হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে, তারা হবে কাফের। হালিমি এরকম ব্যাখ্যা করেছেন। অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, আব্‌রার ও মুত্তাকীদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য জান্নাত থেকে আনা হবে উট। অন্যান্য নেকবান্দাগণের জন্যও উটের ব্যবস্থা থাকবে। উটগুলোকে ওই সময়েই সৃষ্টি করা হবে। সুয়ূতী বলেছেন, এই কথাটিই অধিকতর যথার্থ। যারা পাপী বিশ্বাসী, তাদের জন্য জান্নাত থেকে কোনো বাহন আনা হবে না। তবে হিশাবের পর যারা ক্ষমাপ্রাপ্ত বলে ঘোষিত হবে, তাদের জন্য উট আনার ব্যাপারটি অযৌক্তিক নয়। এরপর অবশিষ্ট থাকবে কেবল তারা, যারা হবে দোজখের অধিবাসী। তারা চলবে পায়ে হেঁটে। আর আগে থেকেই যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও অংশীবাদী তারা বরাবরই চলবে মুখের উপর ভর করে।

তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা রা. বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সেদিন নবী-রসুলগণকে সওয়ারীতে আরোহণ করানো হবে। এভাবে তাঁরা পৌঁছবেন হাশরের ময়দানে। নবী সালেহ্‌কে তাঁর কবর থেকে উঠানো হবে তাঁর উষ্ট্রারোহী অবস্থায়। আমাকে ওঠানো হবে আমার বোরাকে আরোহী করিয়ে। আমার প্রিয় দৌহিত্রদ্বয়কে ওঠানো হবে জান্নাত থেকে নিয়ে আসা দু'টি উটের উপর। বেলালও সেদিন হবে উষ্ট্রারোহী। উটে চড়ে সে আজান দিবে। ঘোষণা করবে আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌। যখন আশহাদু আন্না মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্‌ বলবে, তখন সকল বিশ্বাসী একযোগে তার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবে। খাঁটি বিশ্বাসীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে এবং যারা খাঁটি নয়, তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না।

তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক

"এই দুইটি দল, ইহারা তাহাদিগের প্রভুপালক সম্পর্কে বিতর্ক করে; যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করে তাহাদিগের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে আগুনের পোশাক; তাহাদের মাথার উপর ঢালিয়া দেওয়া হইবে ফুটন্ত পানি— যাহাতে উহাদিগের

চর্ম ও উহাদিগের উদরে যাহা আছে তাহা গলিয়া যাইবে; এবং উহাদিগের জন্য থাকিবে লৌহ মুদ্গর। যখনই উহারা যন্ত্রণাকাতর হইয়া জাহান্নাম হইতে বাহির হইতে চাহিবে তখনই তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে উহাতে; উহাদিগকে বলা হইবে 'আস্বাদন করো দহনযন্ত্রণা।" সুরা হাজ্জ আয়াত ১৯-২২।

বোখারী ও হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলী রা. বলেছেন, 'এই দু'টি দল, তারা তাদের প্রভুপালক সম্পর্কে বিতর্ক করে' এই পবিত্র বাণী অবতীর্ণ হয়েছে বদর যুদ্ধের সময়ের মুসলিমবাহিনী এবং মুশরিকবাহিনীকে লক্ষ্য করে। হাকেমের ভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলী বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ওই সকল লোককে লক্ষ্য করে, যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলো। এক পক্ষে ছিলাম হামযা, উবায়দা ও আমি। অপর পক্ষে শায়বা, উত্বা ও ওলীদ।

ইকরামা বলেছেন, বিতর্কে লিপ্ত হবে জান্নাত ও জাহান্নাম। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, বেহেশত ও দোজখ বিতর্কে লিপ্ত হবে। দোজখ বলবে, আমি উত্তম। কারণ অহংকারী ও স্বেচ্ছাচারীদেরকে শাস্তিদানের জন্য আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। বেহেশত বলবে, দ্যাখো আমার মর্যাদা। দুর্বল, সৎ এবং নিঃসম্বলেরা ছাড়া অন্য কেউ আমার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারবে না। আল্লাহ্পাক বেহেশতকে বলবেন, তুমি আমার রহমতের প্রতিভূ। আমার বান্দাদের কাউকে রহমত প্রদান করতে চাইলে তোমাকেই দান করবো আমি। দোজখকে বলবেন, তুমি আমার গজবের প্রকাশস্থল। যাকে আমি শাস্তি দিতে চাই সে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে তোমার মাধ্যমেই। শেষে বলবেন, তোমাদের দু'জনকেই পরিপূর্ণ করে দেওয়া হবে। এরপর আল্লাহ্তায়ালা দোজখের উপর স্থাপন করবেন তাঁর আনুরূপ্যবিহীন কদম। বলবেন, তিষ্ঠ, তিষ্ঠ। থেমে যাবে দোজখের ক্রমাগ্রসরমান লেলিহানতা। পরিতৃপ্ত দোজখকে তখন বলা হবে, আল্লাহ্ কারো প্রতি জুলুম করেন না (নিরপরাধকে শাস্তি দেন না) এবং বেহেশত পূর্ণ করার জন্য অস্তিত্ব দান করেন না নতুন কোনো সৃষ্টিকে।

এরপর বলা হয়েছে 'যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করে, তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক।' একথার অর্থ— প্রতাপপ্রবণতা ও সংঘাতের মাধ্যমে যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করে, তাদেরকে পরজগতে অবশ্যই পরিধান করানো হবে অগ্নিনির্মিত পরিধেয়। সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, দোজখীদেরকে পরানো হবে উত্তপ্ত তাম্রনির্মিত পোশাক। আর ওই উত্তাপ হবে নির্বর্ণনীয়।

কোনো কোনো বিদ্বজ্জন বলেছেন, দোজখীদের পরানো হবে আগুনের পারা (পোশাক বিশেষ)। হজরত মুয়াবিয়া থেকে সর্বোত্তম সূত্রে ইমাম আহমদ বর্ণনা

করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, (পুরুষদের মধ্যে) যারা রেশমী পোশাক পরিধান করবে, পরকালে তাদেরকে পরানো হবে আগুনের পরিচ্ছদ। হজরত আনাস থেকে যথাসূত্রে বায্যার, ইবনে আবী হাতেম ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. জানিয়েছেন, সম্পূর্ণ আগুনের পোশাক পরানো হবে শয়তানকে। পোশাকটিকে দুই ভ্রূর উপরে রাখতে চেষ্টা করবে সে। তার অনুসারীরা ওই পোশাক ধরে টানতে টানতে চলতে থাকবে তার পশ্চাতে। সে তখন আর্তনাদ করে বার বার মৃত্যুকে ডাকবে। এভাবে সে ও তার অনুসারীরা প্রবেশ করবে নরকাগ্নিতে। তখন তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হবে, মৃত্যুকে নয়, আহবান করো ধ্বংসাত্মক, মর্মবিদারক অফুরন্ত শাস্তিকে।

আবু নাঈমের বর্ণনায় এসেছে, ওহাব ইবনে মুনাব্বাহ্ বলেছেন, নরকবাসীকে বস্ত্রাবৃত করা হবে। কিন্তু বস্ত্রবিবর্জিত অবস্থাই তাদের জন্য হবে উত্তম। পুনর্জীবিতও করা হবে। কিন্তু সে জীবন অপেক্ষা মৃত্যুই হবে অধিকতর অভিপ্রেত।

হজরত আবু মালেক আশয়ারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মৃত স্বজনের জন্য মাতমকারীরা তওবা ব্যতিরেকে মৃত্যুমুখে পতিত হলে পুনরুত্থানের পর তাদেরকে পরানো হবে তপ্ত আলকাতরার পোশাক। তলোয়ারের মরিচায় তৈরী জামা থাকবে তাদের গায়ে। ইবনে মাজার বিবরনীতে হাদিসটি এসেছে এভাবে— মৃত আত্মীয়ের জন্য বিলাপকারিনীরা যদি তওবা করার আগে মারা যায়, তবে পুনরুত্থান দিবসে তাদেরকে পরানো হবে জমাট অগ্নিস্ফুলিঙ্গসম্বলিত আলকাতরার পোশাক।

এরপরের আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— তাদের মাথার উপরে ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে। ফলে তাদের গাত্রচর্ম ও গাত্রাভ্যন্তরের অস্থি-গোশত-নাড়িভূঁড়ি সবকিছু গলে গলে পড়বে।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে উত্তম সূত্রে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে তাদের মাথায়। ওই পানি তাদের উদরে প্রবেশ করবে। ফলে অভ্যন্তরস্থিত সবকিছু দগ্ধীভূত হয়ে বেরিয়ে যাবে তাদের পশ্চাদ্বার দিয়ে। এরকম শাস্তি চলতে থাকবে পুনঃপুনঃ।

এরপর বলা হয়েছে 'এবং তাদের জন্য থাকবে লৌহমুদ্গর।' লৌহ মুদগ্র ওই হাতিয়ার বা অস্ত্র, যার আঘাতে কোনো কিছুকে করা হয় চূর্ণ-বিচূর্ণ অর্থাৎ হাতুড়ি বা গদা।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে আবু ইয়ালী, ইবনে আবী হাতেম ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, কল্পনাতীত ওজনবিশিষ্ট হবে ওই হাতুড়ি। সকল মানুষ ও জিন মিলে ওই হাতুড়ি উত্তোলন করতে পারবে না।

সবশেষে বলা হয়েছে 'যখনই তারা যন্ত্রণাকাতর হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে তার মধ্যে; তাদেরকে বলা হবে আস্বাদ করো দহনযন্ত্রণা।'

অসম্ভব জেনেও বার বার দোজখ থেকে বের হবার চেষ্টা করবে তারা। কিন্তু প্রতিবারই তাদেরকে ঠেলে দেওয়া হবে অনলাভ্যন্তরে। বলা হবে, দগ্ধ হও। দহনযন্ত্রণা ভোগ করো। এই আয়াতের অর্থ এরকমই।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, এই আয়াতের ব্যাখ্যাসূত্রে ফুজাইল ইবনে আয়ায বলেছেন, আল্লাহ্‌র শপথ! দোজখীরা বের হওয়ার কল্পনাও করতে পারবে না। কেননা সেখানে তাদেরকে বেঁধে রাখা হবে সুদৃঢ়ভাবে। মাঝে মাঝে জ্বলন্ত হুতাশন তাদেরকে উত্থিত করবে উপরের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে ফেরেশতাদের লোহার হাতুড়ির আঘাতে নিম্নে পতিত হবে তারা।

আমি (কাযী ছানাউল্লাহ) বলি, অগ্নিতরঙ্গ যখন তাদেরকে উপরে ওঠাবে তখন তারা মনে করবে, এবার সম্ভবত আমরা বাইরে নিক্ষিপ্ত হবো। কিন্তু পরক্ষণেই পড়বে হাতুড়ির বাড়ি।

বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, আবু সালেহ্ বলেছেন, কাফেরদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হলে তারা অতি দ্রুত পতিত হতে থাকবে তলদেশের দিকে। বলবে, আমাদেরকে কেউ বাধা দিয়ো না। তলদেশে পতিত হবার পর বীভৎস অগ্নিশিখা আবার তাদেরকে উপরের দিকে ওঠাতে থাকবে। তখন তাদের হাড়ের সঙ্গে গোশত-চামড়া থাকবে না। সবকিছু ভস্মীভূত হবে। এভাবে কেবল কংকাল উপরে এলে সেগুলোর উপর পড়বে ফেরেশতাদের বিশালাকৃতির হাতুড়ির আঘাত। সে আঘাতে পুনরায় নিম্নগামী হতে হতে পৌঁছবে তলদেশ পর্যন্ত। এমতো শাস্তির পুনরাবৃত্তি হতেই থাকবে। বাগবীও এরকম বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনার অতিরিক্ত সংযোজনটি এরকম— তাদের ঊর্ধ্বারোহণ ঘটবে সত্তর বছর ধরে। আবার তাদের অবরোহণের সময়সীমাও হবে সত্তর বছর।

তারা বলবে 'রক্ষা করো, রক্ষা করো'

"যেদিন উহারা ফেরেশতাদিগকে প্রত্যক্ষ করিবে, সেদিন অপরাধীদিগের জন্য সুসংবাদ থাকিবে না এবং উহারা বলিবে, 'রক্ষা করো, রক্ষা করো।' আমি উহাদিগের কৃতকর্মগুলি বিবেচনা করিব, অতঃপর সেগুলিকে নিষ্ফল করিয়া দিব। সেই দিন জান্নাতবাসীদিগের বাসস্থান হইবে উৎকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল হইবে মনোরম।" সুরা ফুরক্বান আয়াত ২২-২৪।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ এরকম— মৃত্যুর সময় অথবা কিয়ামতের দিন যখন সীমালংঘনকারীরা ফেরেশতাদেরকে দেখবে, সেদিন তাদের জন্য কোনো শুভসংবাদ থাকবে না। অথবা ওই ফেরেশতারা তাদেরকে লক্ষ্য করে বলবে 'আজ

অপরাধীদের জন্য কোনো শুভসংবাদ নেই।' আতিয়া বলেছেন, কথাটির অর্থ কিয়ামতের দিন ফেরেশতারা বিশ্বাসীদেরকে শুভসংবাদ দিবে, আর অবিশ্বাসীদেরকে লক্ষ্য করে বলবে, তোমাদের জন্য কোনো ভালো সংবাদ নেই।

'হিজ্বরাম মাহজুরা' অর্থ 'রক্ষা করো' 'রক্ষা করো'। অর্থাৎ আযাবের ফেরেশতাদেরকে দেখে তারা তখন বলতে থাকবে 'বাঁচাও বাঁচাও'। আতা সূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ফেরেশতারা তখন তাদেরকে দেখে বলবে, হারাম, হারাম। অর্থাৎ যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ্ কলেমায় বিশ্বাসী নয়, তাদের জন্য জান্নাত হারাম।

মুকাতিল বলেছেন, কবর থেকে উত্থিত হওয়ার পর কাফেরদেরকে লক্ষ্য করে ফেরেশতারা বলবে, 'তোমাদের জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ'। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, যখন পাপিষ্ঠদেরকে কবর থেকে তোলা হবে, তখন তারা নিজেরাই এরকম বলবে।

পরের আয়াতে বলা হয়েছে 'আমি তাদের কৃতকর্মগুলো বিবেচনা করবো, অতঃপর সেগুলোকে সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল করে দিব।' এ কথার অর্থ— আমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সৎকর্মসমূহ, যেমন অতিথি সৎকার, পরিবার-পরিজনের ভরন-পোষণ, দুস্থ জনতার সেবা, জনকল্যাণমূলক কাজ, মানুষের সঙ্গে সদাচার ইত্যাদিকে আখেরাতে গণ্য করবো নিষ্ফল কর্মরূপে। ওগুলোর কোনো সওয়াব তারা পাবে না। কারণ তাদের ইমান নেই। উল্লেখ্য, ইবাদত আল্লাহ্পাকের দরবারে গৃহীত হবার প্রধান শর্তই হচ্ছে ইমান। আর কাফেরদের সৎকর্মাবলীর সঙ্গে ইমানের যোগ থাকে না বলেই সেগুলো হয় নিষ্ফল।

শেষে বলা হয়েছে, সেদিন জান্নাতবাসীদের বাসস্থান এবং বিশ্রামস্থল হবে মনোরম। এখানে বাসস্থান (মুসতাক্বর) অর্থ ওই স্থান, যেখানে মানুষ অধিকাংশ সময় অবস্থান করে। আর 'বিশ্রামস্থল' (মাক্বীলান) অর্থ ওই গৃহ, স্ত্রীসান্নিধ্যের আশায় মানুষ যেখানে বার বার ফিরে ফিরে আসে, অথবা যেখানে মাঝে মাঝে আরাম করে। শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে রূপকার্থে। কারণ জান্নাতে শ্রান্তি-ক্লান্তি বলে কিছু নেই। সুতরাং সেখানে বিশ্রামস্থল ও বিশ্রামেরও প্রয়োজন নেই।

আজহারী বলেছেন, দ্বিপ্রহরিক বিশ্রামকে বলে 'ক্বাইলুলা' বা 'মাক্বীল' নিদ্রাভিভূত না হলেও। তাই সেখানে পৃথিবীর মতো শ্রান্তি-ক্লান্তি না থাকলেও সেখানকার উপযোগী বিশ্রামের ব্যবস্থা তো থাকবেই। তাই বলা হয়েছে 'বিশ্রামস্থল হবে মনোরম'। সুতরাং কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে, পৃথিবীবাসীদের আরাম-আয়েশের সময় ও বসবাসস্থল অপেক্ষা জান্নাতবাসীদের বিশ্রামস্থল ও আবাস হবে অনেক বেশী উত্তম ও মনোমুগ্ধকর। আর এখানে মনোরম (আহসান) শব্দটির ব্যবহার দৃষ্টে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, বেহেশতের বিভিন্ন স্থান থাকবে বহুবিধ চিত্র ও সাজসজ্জায় চিত্রিত ও অলংকৃত।

ইবনে মোবারকের 'জুহুদ' পুস্তকে আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনে জারীর ইবনে আবী হাতেম ও হাকেমের বর্ণনায় হজরত ইবনে মাসউদ থেকে উল্লেখিত হয়েছে, মহাবিচার সমাপনের পর দ্বিপ্রহরের পূর্বেই জান্নাতী ও জাহান্নামীরা উপস্থিত হবে তাদের স্ব স্ব আবাসে। বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, হিশাব-কিতাব শেষে দুপুর না হতেই বেহেশতীরা বেহেশতে এবং দোজখীরা দোজখে পৌঁছে যাবে।

ইবনে জারীর ও ইবনে মুনজিরের বর্ণনায় এবং আবু নাঈমের 'হুলিয়া 'পুস্তকের বিবরণে এসেছে, ইব্রাহীম নাখয়ী বলেছেন— এই ধারণাটিই সুপ্রচল যে, মহাবিচারকালে অর্ধদিবসের মধ্যে সমাপ্ত হবে সকলের হিসাব-কিতাব। তারপর দুপুরের মধ্যে অথবা দুপুরে জান্নাতে গিয়ে বিশ্রাম করবে জান্নাতীরা, আর জাহান্নামে গিয়ে শাস্তিভোগ করবে জাহান্নামীরা।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বিচারানুষ্ঠান শুরু হবে দিনের বেলায়। আর দ্বিপ্রহরিক বিশ্রামের সময় জান্নাতে গিয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করবে জান্নাতবাসীরা। বাগবী আরও উল্লেখ করেছেন, বিশ্বাসীদের জন্য মহাবিচারের দিবসকে করে দেওয়া হবে সংক্ষিপ্ত। তাদের কাছে বিচারকাল মনে হবে আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময়ের মতো সংক্ষিপ্ত।

নিকটবর্তী করা হবে জান্নাত

"সাবধানীদিগের নিকটবর্তী করা হইবে জান্নাত, এবং পথভ্রষ্টদিগের জন্য উন্মোচিত হইবে জাহান্নাম, উহাদিগকে বলা হইবে, 'তাহারা কোথায়, তোমরা যাহাদিগের ইবাদত করিতে— আল্লাহ্‌র পরিবর্তে? উহারা কি তোমাদিগের সাহায্য করিতে পারে? না উহারা আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম? অতঃপর উহাদিগকে এবং পথভ্রষ্টদিগকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে অধোমুখী করিয়া, এবং ইবলিসের বাহিনীর সকলকেও। উহারা সেথায় বিতর্কে লিপ্ত হইয়া বলিবে, আল্লাহের শপথ! আমরা তো স্পষ্টই বিভ্রান্তিতে ছিলাম, যখন আমরা তোমাদিগের বিশ্বজগতের প্রভুপালকের সমকক্ষ গণ্য করিতাম'। 'আমাদিগকে দুষ্কৃতকারীরা বিভ্রান্ত করিয়াছিল'। 'পরিণামে, আমাদিগের কোনো সুপারিশকারী নাই। এবং কোনো সহৃদয় বন্ধুও নাই'। সুরা শুআরা, আয়াত ৯০–১০১।

এখানে উল্লেখিত প্রথম ছয়টি আয়াতের মর্মার্থ হবে এরকম— মহাবিচারের দিবসে বিচারস্থল থেকেই পথপ্রাপ্ত এবং পথভ্রষ্টরা দেখতে পাবে যথাক্রমে জান্নাত ও জাহান্নাম। তারা তখন বুঝতে পারবে তাদের আপনাপন গন্তব্যস্থল সুনিশ্চিত। পথভ্রষ্টদেরকে তখন বলা হবে পৃথিবীতে আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তোমরা যে সকল মিথ্যা মাবুদের উপাসনা করতে, তারা কি এখন তোমাদের জন্য নির্ধারিত শাস্তি প্রতিহত

করতে পারবে? তারা নিজেরাই কি আত্মরক্ষা করতে পারবে? সুতরাং তোমরা এবং তোমাদের উপাস্যরা এখন হবে জাহান্নামের ইন্ধন। এরপর সেই সকল বাতিল উপাস্য ও তাদের উপাসকদেরকে অধোমুখী করে নিক্ষেপ করা হবে নরকাগ্নিতে। নিক্ষেপ করা হবে ইবলিসের বাহিনীর সকলকেও।

হজরত ইবনে আব্বাস এখানকার 'ফাকুবকিবু'কথাটির অর্থ করেছেন— জাহান্নামে তাদেরকে একত্র করা হবে। মুজাহিদ অর্থ করেছেন, তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে নিম্নমুখী করে। মুকাতিল বলেছেন, ঠেলে ফেলে দেওয়া হবে। জুজায বলেছেন, একজনকে ছুঁড়ে ফেলা হবে অপরজনের উপর। কুতাইবি বলেছেন, মাথা নীচের দিকে করে ফেলে দেওয়া হবে দোজখে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে, যাদেরকে নিম্নমুখী করে দোজখে ঠেলে ফেলে দেওয়া হবে, তারা একের পর এক গড়াতে গড়াতে পতিত হবে দোজখের তলদেশে।

এরপরের আয়াত চতুষ্টয়ের মর্মার্থ প্রতিমাপূজকেরা সেখানে প্রতিমাগুলোর সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হবে। বলবে, আল্লাহ্‌র শপথ! পৃথিবীতে আমরা তোমাদেরকে বিশ্বজগতের প্রভুপালনকর্তার সমকক্ষ মনে করে কতোই না বিভ্রান্তিতে পড়েছিলাম। আর আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলো শয়তান, পুরোহিত ও দুষ্ট সমাজপতিরা।

উল্লেখ্য, তখন বিতর্কে লিপ্ত হবে প্রতিমাগুলো এবং তাদের পূজারীরা। আল্লাহ্‌ তখন জড়প্রতিমাগুলোকে জীবন দান করবেন। অথবা বর্ণিত বিতর্ক উপস্থাপন করবে কেবল পূজারীরা। প্রতিমাগুলো থাকবে পূর্বের মতোই অপ্রাণ। সুতরাং এখানে বিতর্ক করবে কথাটির অর্থ হবে আক্ষেপ করবে। অর্থাৎ ওই নিথর মূর্তিগুলোর সামনে তারা আক্ষেপজর্জরিত হয়ে বলবে, তোমাদেরকে উপাস্য মনে করেই আমরা বিভ্রান্তিতে পড়েছিলাম। আর শয়তান, পুরোহিত ও সমাজপতিরাই আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছিলো বিভ্রান্ত হতে। কালাবী বলেছেন, এখানে 'দুষ্কৃতকারী' অর্থ নেতৃস্থানীয় অংশীবাদীরা।

শেষোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হবে এরকম— তারা আরও বলবে, হায়! আজ আমরা অসহায়। বিশ্বাসীদের সুপারিশকারী বন্ধুরূপে আজ রয়েছেন নবী, ফেরেশতা ও সৎকর্মশীলেরা। অথচ আমাদের পক্ষে আজ কেউই নেই।

এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ওই দিন অন্তরঙ্গ বন্ধুরাও পরস্পরের শত্রু হয়ে যাবে, মুত্তাকীগণ ব্যতীত। অর্থাৎ মুত্তাকীগণ সেদিন হবেন পরস্পরের বন্ধু।

হজরত জাবের বর্ণনা করেন, আমি স্বয়ং রসুল স. কে বলতে শুনেছি, জান্নাতবাসীদের কেউ কেউ বলবে, আমার অমুক বন্ধু কোথায় গেলো? ওই সময় তার ওই বন্ধু জাহান্নামে থাকলে নির্দেশ দেওয়া হবে, তাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হোক। জাহান্নামীরা তখন বলবে, আমাদের কোনো সুপারিশকারী নেই। কোনো

সহৃদয় বন্ধুও নেই। হাসান বলেছেন, তোমরা তোমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধুর সংখ্যা বৃদ্ধি করো। কেননা তারা পরকালে হবে সুপারিশকারী।

এখানে 'শাফেয়ীন ' অর্থ সুপারিশকারী এবং 'সদিক্ব' অর্থ অন্তরঙ্গ বন্ধু।

আজকার এই সাক্ষাৎকারের কথা তোমরা বিস্মৃত হয়েছিলে

"হায়, তুমি যদি দেখিতে! যখন অপরাধীরা তাহাদের প্রভুপালকের সম্মুখে অধোবদন হইয়া বলিবে, হে আমাদের প্রভুপালক! আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম ও শ্রবণ করিলাম, এখন তুমি আমাদিগকে পুনরায় প্রেরণ করো, আমরা সৎকর্ম করিব, আমরা তো দৃঢ়বিশ্বাসী। আমি ইচ্ছা করিলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎপথে পরিচালিত করিতাম; কিন্তু আমার এই কথা অবশ্যই সত্যঃ আমি জ্বিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করিব। তবে, 'শাস্তি আস্বাদন করো, কারণ আজিকার এই সাক্ষাৎকারের কথা তোমরা বিস্মৃত হইয়াছিলে। আমিও তোমাদিগকে বিস্মৃত হইয়াছি, তোমরা যাহা করিতে তজ্জন্য তোমরা স্থায়ী শাস্তি ভোগ করিতে থাকো।' সুরা সাজ্‌দা, আয়াত ১২-১৪।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! পরকালে অবিশ্বাসী পৌত্তলিকদের অপপরিণতির দৃশ্য যদি আপনাকে প্রত্যক্ষ করানো হতো, তবে আপনি দেখতে পেতেন, তারা লজ্জায়, আক্ষেপে ও ভয়ে জড়সড় হয়ে মাথা হেঁট করে বলছে, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! ইতোপূর্বে আমরা পুনরুত্থান, বিচার— এসব কথা শুনেছিলাম। এখন এগুলো স্বচক্ষে দেখলাম। বুঝলাম, আমরা নিমজ্জিত ছিলাম চরম ভুলের ভিতরে। আমরা সেই ভুল শুধরে নিতে চাই। সুতরাং তুমি আমাদেরকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণ করো। আমরা আর ভুল করবো না। হবো বিশ্বাসী ও পুণ্যকর্মপরায়ণ।

পরের আয়াতের অন্তর্নিহিত বক্তব্য এরকম— আমি যদি ইচ্ছা করতাম, তবে অবশ্যই প্রত্যেক মানুষ ও জ্বিনকে করতে পারতাম সত্যপথানুসারী। কিন্তু আমার স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত এই যে, আমি জাহান্নাম পূর্ণ করবোই। আর তা পূর্ণ করবো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী মানুষ ও জ্বিনদের দ্বারা।

জননী আয়শা সিদ্দীকার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, কোনো কোনো মানুষ জন্মপূর্ব থেকে পিতার পৃষ্ঠদেশে থাকার সময়েই দোজখীরূপে নির্ধারিত এবং কোনো কোনো মানুষ বেহেশতী বলে স্থিরীকৃত তাদের জন্মপূর্ব সময় থেকেই, যখন তারা অবস্থান করে তাদের পিতার পৃষ্ঠদেশে।

হজরত আলী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, প্রত্যেকের জন্য স্থিরীকৃত রয়েছে আবাসস্থল— জান্নাত অথবা জাহান্নাম। সাহাবীগণ বললেন, হে

আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশবাহক! তাহলে আমরা আমল পরিত্যাগ করে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবো না কেনো? তিনি স. আজ্ঞা করলেন, কর্মরত থাকো। প্রত্যেকে ওই কর্ম করবার সামর্থ্যপ্রাপ্ত, যে কর্মের জন্য সে সৃষ্ট। সৌভাগ্যবানদের জন্য সহজ পুণ্যকর্ম এবং দুর্ভাগাদের জন্য মনোপুত পাপ। এরপর তিনি স. পাঠ করলেন 'ফাআম্‌মা মান আ'তা ওয়াত্তাক্বা ওয়া সদ্দাক্বা বিল হুসনা'.... (কাজেই যে দান করে ও সংযমী হয় এবং উত্তম বিষয়কে সত্য বলে মনে করে, আমি তাকে সহজ পথ দান করবো সুখের বিষয়ের জন্য)।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস বর্ণনা করেছেন, একদিন রসুল স. তাঁর পবিত্র হাতে দু'টি লিখিত কাগজ নিয়ে বহির্বাটিতে উপস্থিত হলেন। বললেন, তোমরা কি জানো, এই কাগজ দুটোতে কী লেখা রয়েছে? আমরা বললাম, জানি না। তিনি স. ডান হাতের কাগজটি দেখিয়ে বললেন, এতে রয়েছে স্বর্গবাসীদের নাম ও পিতৃপরিচয়। এটাই অদৃষ্টলিপি। এ অদৃষ্টলিপি চূড়ান্ত, অপরিবর্তনীয়। এরপর তিনি স. তাঁর বাম হাতের কাগজটি দেখিয়ে বললেন, আর এতে রয়েছে নরকবাসীদের নাম ও পিতৃপরিচয়। এটাও অদৃষ্টলিপি, আর এটাও চূড়ান্ত ও পরিবর্তনরহিত। আমরা বললাম, হে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ! তকদীরের বিষয়টি যখন চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তিকৃত, তখন কর্মের আর কী প্রয়োজন! তিনি স. বললেন, কর্মসচল থাকো মধ্যম গতিতে, সম্মিলিতভাবে। স্বর্গবাসীরা অন্তিমযাত্রা করবে পুণ্যশোভিত হয়ে, ইতোপূর্বে তারা যা কিছু করে থাকুক না কোনো। আর নারকীরা জীবন সাঙ্গ করবে পাপিষ্ঠরূপে, ইতোপূর্বে তারা যা কিছুই করে থাকুক না কেনো। অতঃপর রসুল স. তাঁর হস্তধৃত কাগজ দু'টোকে শূন্যে নিক্ষেপ করলেন। মুহূর্তমধ্যে উধাও হয়ে গেলো কাগজ দু'টো।

শেষে বলা হয়েছে 'তবে শাস্তি আস্বাদন করো, কারণ অদ্যকার এই সাক্ষাৎকারের কথা তোমরা বিস্মৃত হয়েছিলে। আমিও তোমাদেরকে বিস্মৃত হয়েছি, তোমরা যা করতে তার জন্য শাস্তিভোগ করতে থাকো।'

উল্লেখ্য, ভুলে যাওয়া একটি ত্রুটি। আর আল্লাহ্‌ যাবতীয় ত্রুটি থেকে পবিত্র। সুতরাং এখানকার 'আমিও তোমাদেরকে বিস্মৃত হয়েছি' কথাটির মর্মার্থ হবে— মানুষ যেভাবে ভুল করে কোনো জিনিসকে ফেলে রেখে দেয়, তেমনি আমি ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে হলেও তোমাদেরকে এখন ফেলে রাখলাম অনন্ত শাস্তিতে। আমার অনুকম্পা থেকে তোমাদেরকে করলাম চিরবঞ্চিত। অথবা বিস্মৃত হওয়ার অর্থ এখানে হবে বঞ্চিত করা। অর্থাৎ আমিও আজ তোমাদেরকে বঞ্চিত করলাম আমার কৃপা থেকে।

আর এখানে 'আজকের এই সাক্ষাতের কথা' অর্থ আপনাপন সমাধি থেকে গাত্রোত্থানের পর মহাবিচারপর্বের এই লগ্নের কথা। আর তোমরা যা করতে তার জন্য অর্থ তোমরা পৃথিবীতে যে কুফরী ও অনানুগত্য করতে তার জন্য।

ইতোপূর্বেও পরকালের প্রতি অস্বীকৃতি বা কুফরীকে নির্ধারণ করা হয়েছে দোজখের শাস্তির কারণ। এখানেও সেরকমই করা হলো। পুনঃপুনঃ এরকম উল্লেখের মধ্যে এই ইঙ্গিতটি নিহিত রয়েছে যে, পরকালবিস্মৃতি এবং পাপাচারে সীমালংঘনই দোজখের শাস্তিকে করে অবধারিত।

যে অগ্নিশাস্তিকে তোমরা মিথ্যা বলতে

"যাহারা ইমান আনে, সৎকর্ম করে তাহাদের কৃতকর্মের ফল স্বরূপ তাহাদের আপ্যায়নের জন্য তাহাদের স্থায়ী বাসস্থান হইবে জান্নাত এবং যাহারা পাপাচার করিয়াছে তাহাদের বাসস্থান হইবে জাহান্নাম; যখনই উহারা জাহান্নাম হইতে বাহির হইতে চাহিবে তখনই উহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে— এবং উহাদিগকে বলা হইবে 'যে অগ্নিশাস্তিকে তোমরা মিথ্যা বলিতে তাহা আস্বাদন করো'। সুরা সাজদা আয়াত ১৯-২০।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণ তারাই সৌভাগ্যবান। তাদের গন্তব্যস্থল জান্নাত। সেখানে তাদেরকে জানানো হবে সাদর আপ্যায়ন। দেওয়া হবে বিপুল সম্ভোগসম্ভার।

শেষে বলা হয়েছে 'এবং যারা পাপাচার করেছে, তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম; যখন তারা জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে তাতে এবং তাদেরকে বলা হবে, যে অগ্নিশাস্তিকে তোমরা মিথ্যা বলতে, তা আস্বাদন করো।

উল্লেখ্য, মানুষের স্বদেশ হচ্ছে জান্নাত। আর বিদেশ হচ্ছে জাহান্নাম। সে যদি স্বদেশে ফিরে যেতে না চায়, তবে তাদেরকে ঠেলে দেওয়া হবে বিদেশে, জাহান্নামে। আর তাদের ওই বিদেশবাস হবে চিরস্থায়ী। এখানকার 'ফিরিয়ে দেওয়া হবে তাতে' কথাটির মধ্যে রয়েছে সেই বক্তব্যেরই ইঙ্গিত। আর তখন তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করার উদ্দেশ্যেই বলা হবে, যে অগ্নিশাস্তিকে তোমরা অস্বীকার করতে, এখন ভোগ করো সেই আগুনের শাস্তি।

নেতারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলো

"আল্লাহ্ কাফেরদিগকে অভিশপ্ত করিয়াছেন এবং তাহাদের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছেন জ্বলন্ত অগ্নি; সেখানে উহারা স্থায়ী হইবে এবং উহারা কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাইবে না। যেদিন উহাদের মুখমণ্ডল অগ্নিতে উলটপালট করা হইবে সেদিন উহারা বলিবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহ্কে মানিতাম ও রসুলকে মানিতাম। তাহারা আরও বলিবে, হে আমাদের প্রভুপালক! আমরা আমাদের নেতা ও বড়লোকদের আনুগত্য করিয়াছিলাম এবং উহারা আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছিল;

হে আমাদের প্রভুপালক! উহাদিগকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং উহাদিগকে দাও মহাঅভিসম্পাত।" সুরা আহ্যাব, আয়াত ৬৪-৬৮।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা অভিশপ্ত। চিরবহ্নিমান দোজখই তাদের স্থায়ী ঠিকানা। আর সেখানে তাদের সুহৃদ ও পরিত্রাতা থাকবে না।

এরপর বলা হয়েছে 'যেদিন তাদের মুখমণ্ডল অগ্নিতে ওলটপালট করা হবে, সেদিন তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহ্কে মানতাম ও রসুলকে মানতাম'। একথার অর্থ জ্বলন্ত উনুনে চাপানো হাঁড়িতে যেমন গোশত ওলটপালট করে ভূনা করা হয়, তেমনি করে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে দোজখের আগুনে ওলটপালট করা হবে। তখন তারা আক্ষেপ করে বলতে থাকবে, হায়! পৃথিবীতে যদি আমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের অনুগত হতাম, তাহলে এই ভয়াবহ আযাবে পতিত হতাম না। এখানে 'মুখমণ্ডল' অর্থ সারা শরীর। অর্থাৎ তাদের পুরো দেহকে তখন আগুনে ঝলসানো হবে। অথবা মুখমণ্ডল দগ্ধীভূত হওয়ার অর্থই হবে সমস্ত শরীর দগ্ধ হওয়া।

শেষোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হবে— ওই দগ্ধমান সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তখন বলবে, আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলো আমাদের সমাজপতি ও বিত্তপতিরা। তারাই ছিলো পথচ্যুতির বিভিন্ন পন্থার উদ্ভাবক। তাদের আনুগত্যের কারণেই আজ আমরা পতিত হয়েছি অন্তহীন দুর্দশায়। সুতরাং হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! তাদেরকে দাও দ্বিগুণ শাস্তি। তদুপরি দাও কঠিন অভিসম্পাত।

তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের

"স্থায়ী জান্নাত, যাহাতে তাহারা প্রবেশ করিবে, সেথায় তাহাদিগকে স্বর্ণনির্মিত কংকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হইবে এবং সেখানে তাহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হইবে রেশমের। এবং তাহারা বলিবে, প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত করিয়াছেন; আমাদের প্রভুপালক ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী; যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদিগকে স্থায়ী আবাস দিয়াছেন, যেখানে ক্লেশ আমাদিগকে স্পর্শ করে না। কিন্তু যাহারা কুফরী করে, তাহাদের জন্য আছে জাহান্নামের আগুন। উহাদের মৃত্যুর আদেশ দেওয়া হইবে না যে, উহারা মরিবে এবং উহাদিগ হইতে জাহান্নামের শাস্তি ও লাঘব করা হইবে না। এইভাবে আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে শাস্তি দিয়া থাকি। সেথায় তাহারা আর্তনাদ করিয়া বলিবে, হে আমাদের প্রভুপালক! আমাদিগকে নিষ্কৃতি দাও, আমরা সৎকর্ম করিব, পূর্বে যাহা করিতাম তাহা করিব না। আল্লাহ্ বলিবেন, 'আমি কি তোমাদিগকে এতো দীর্ঘ জীবন দান করি নাই যে, তখন কেহ সতর্ক হইতে চাহিলে সতর্ক হইতে পারিতে? তোমাদের নিকট তো সকর্তকারীও

আসিয়াছিল। সুতরাং শাস্তি আস্বাদন করো; জালিমদের কোনো সাহায্যকারী নাই। সুরা ফাতির আয়াত ৩৩-৩৭।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্ তাঁর প্রিয়ভাজনগণকে দান করবেন 'জান্নাতে আদন' বা স্থায়ী জান্নাত। সেখানে তাঁরা অলংকৃত হবেন স্বর্ণকংকন ও মণিমুক্তা দ্বারা। আর তাঁদের পরনে থাকবে রেশমী পোশাক।

হজরত আবু সাঈদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার এই আয়াত পাঠ করলেন। তারপর বললেন, সেখানে তারা পরিধান করবে সোনার মুকুট, স্বর্ণকংকন ও মণিমুক্তাখচিত আভরণ। ওই আভরণের যে কোনো একটি পৃথিবীতে পতিত হলে চিরদিনের জন্য ঘুচে যাবে পৃথিবীর সকল আঁধার। তিরমিজি, হাকেম, বায়হাকী। হাকেম বলেছেন, বর্ণনাটি যথাসূত্রসম্বলিত।

কুরতুবী লিখেছেন, জান্নাতীদের মধ্যে এমন কেউই থাকবে না, যারা হাতে না পরবে তিন ধরনের অলংকার— সোনার, চাঁদির ও মোতির। হজরত আবু হোরায়রা রা. বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তখন বিশ্বাসীদের হাত অলংকার দিয়ে ভরানো হবে ওই পর্যন্ত, যে পর্যন্ত পৌঁছানো হয় ওজুর পানি। বোখারী, মুসলিম।

হজরত হোযায়ফা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা কখনো রেশমী বস্ত্র পরিধান কোরো না। ব্যবহার কোরো না সামুদ্রিক রত্ননির্মিত অলংকার। আর আহার কোরো না স্বর্ণ-রৌপ্য নির্মিত পাত্রে। এগুলো এই পৃথিবীতে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের। আর ওই পৃথিবীতে তোমাদের। বোখারী, মুসলিম।

হজরত ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে পৃথিবীতে রেশমী বস্ত্র পরিধান করবে, সে জান্নাতী জীবনে তা পরতে পারবে না। বোখারী, মুসলিম। হাদিসটি বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণনা করেছেন তায়ালাসী। আর হাকেম ও ইবনে হাব্বান বর্ণনা করেছেন হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে। বর্ণনাটির শেষ বক্তব্যটি এরকম— সে জান্নাতে প্রবেশ করলেও পরিধান করতে পারবে না রেশমী পরিচ্ছদ।

পরের আয়াতে বলা হয়েছে 'এবং তারা বলবে, প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত করেছেন'। হাদিস শরীফেও জান্নাতীদের এরকম প্রশংসাবর্ণনের উল্লেখ রয়েছে। এখানকার 'যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে স্থায়ী আবাস দিয়েছেন' কথাটিও একথার পরিপোষক। বিশ্বাসীগণ সমাধি থেকে উত্থিত হবার প্রাক্কালেও এরকম বলবে। হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' কলেমার প্রবক্তারা মৃত্যুর সময় আতঙ্কগ্রস্ত হয় না। আতংকগ্রস্ত হবে না কবর থেকে উত্থিত হওয়ার সময়েও। ওই দৃশ্যটি আমার

দৃষ্টিতে ভাসমান— শিঙ্গার ফুৎকার ধ্বনিত হচ্ছে, আর জনগণ তাদের মাথার ধূলা ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়াচ্ছে আর বলছে 'যাবতীয় বন্দনা-প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা বিদূরিত করেছেন'। তিবরানী।

এরপরের আয়াতের মর্মার্থ— তারা আরও বলবে, আল্লাহ্‌পাক আমাদেরকে এই জান্নাত দিয়েছেন নিতান্ত কৃপাপরবশ হয়ে। এটা কিছুতেই আমাদের আমলের বিনিময় নয়। এখানে আমাদেরকে ক্লেশ ও ক্লান্তি স্পর্শ করতে পারেই না।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আবী আওয়া থেকে নকী ইবনে হারেছের পদ্ধতিতে বায়হাকী তাঁর আলবা'ছ পুস্তকে লিখেছেন, এক লোক রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললো, হে মহাবিশ্বের রহমত! পৃথিবীতে আল্লাহ্‌ দিয়েছেন শ্রান্তিহারক সুষুপ্তি। জান্নাতে আমরা কি তা পাবো? তিনি স. বললেন, নিদ্রা তো মৃত্যুর সহোদর। জান্নাতে তো মৃত্যুর প্রবেশাধিকার নেই। সে বললো, তাহলে স্বস্তি আসবে কীরূপে? রসুল স. কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, সেখানে অস্বস্তিরও তো কোনো প্রবেশাধিকার নেই। সেখানে শুধু স্বস্তি আর স্বস্তি। শান্তি, কেবলই শান্তি।

এরপরের আয়াতের মর্মার্থ— যারা কাফের, তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবেই। অগ্নিশাস্তি ভোগ করবেই। তারা মৃত্যু কামনা করবে, কিন্তু তাদেরকে মরতে দেওয়া হবে না। শাস্তিও লাঘব করা হবে না। এটাই অকৃতজ্ঞদের শাস্তি অনন্তকালের জন্য।

হজরত ইবনে ওমর থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, জান্নাতবাসীরা জান্নাতে ও জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামে যখন প্রবেশ করবে, তখন ওই দুই স্থানের মধ্যবর্তী স্থানে রেখে চিরদিনের জন্য মৃত্যুর মৃত্যু ঘটানো হবে। জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবে, জান্নাতবাসীরা শোনো, মৃত্যুর আগমন আর ঘটবে না। আর হে জাহান্নামবাসী! তোমরাও শুনে নাও, মৃত্যুর স্থায়ী মৃত্যু ঘটেছে। এমতো ঘোষণা শুনে জান্নাতবাসীরা হবে মহাআনন্দিত। আর জাহান্নামবাসীরা হবে দুঃখে দুঃখে জর্জরিত। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বোখারী এবং মুসলিমও এরকম বর্ণনা করেছেন। ওই বর্ণনায় একথাটিও এসেছে যে, চূড়ান্ত মীমাংসার দিন মৃত্যুকে আনা হবে শাদা কালো ডোরাকাটা মেষের আকারে।

এখানকার 'তাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি লাঘব করা হবে না' কথাটির অর্থ মুহূর্তের জন্যও তাদের শাস্তি বন্ধ রাখা হবে না। বরং উপর্যুপরি শাস্তির কারণে পোক্ত ও পুরুষ্ট হতে থাকবে তাদের গাত্রত্বক। আর পুনঃ পুনঃ উস্‌কে দেওয়া হবে নরকানল।

শেষের আয়াতে বলা হয়েছে, 'সেখানে তারা আর্তনাদ করে বলবে, হে আমাদের প্রভুপালক! আমাদেরকে নিষ্কৃতি দাও। আমরা সৎকর্ম করবো, পূর্বে যা করতাম, তা করবো না।' একথার অর্থ— তারা চিৎকার করে বলবে, হে

আমাদের প্রভুপালনকর্তা! রক্ষা করো। আমাদেরকে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠিয়ে দাও। আমরা আর ভুল করবো না। সেখানে গিয়ে শুধু সৎকাজ করবো। আগে তো দুষ্কর্মগুলোকেই আমরা মনে করতাম সৎকর্ম। সে ভুল আমাদের ভেঙেছে। সুতরাং প্রকৃত সৎকর্ম করবার সুযোগ আমাদেরকে আর একবার দাও।

এরপর বলা হয়েছে ' আল্লাহ্ বলবেন, আমি কি তোমাদেরকে এতো দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, কেউ সতর্ক হতে চাইলে হতে পারতে?' এখানকার 'দীর্ঘজীবন' বাক্যটি সম্পর্কে আলেমগণ নানা কথা বলেছেন। আতার অভিমত উল্লেখ করে কালাবী বলেছেন, আঠারো বৎসর। হাসান বসরী বলেছেন চল্লিশ বৎসর। হজরত আলী ও হজরত ইবনে আব্বাসের মতে ষাট বৎসর।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিরমিজি এবং হজরত আনাস থেকে আবু ইয়ালী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতের সাধারণ বয়স হবে ষাট থেকে সত্তর বৎসর। সত্তর অতিক্রম করবে খুব কমসংখ্যক। কিন্তু একথাটির অর্থ এরকম নয় যে, ষাট বৎসরের পূর্বের অজুহাত গৃহীত হবে। কারণ প্রাপ্তবয়স্ক হলেই উন্মেষ ঘটে মতিস্থিরতার। তখন সে পরিগণিত হয় দায়িত্বশীল বলে। তার চিন্তায় তখন আসে সদুপদেশ গ্রহণ করার প্রবৃত্তি। সুতরাং শরীয়তের বিধি-বিধান পরিত্যাগ করা তখন তার জন্য হয় একান্ত অশোভন।

শেষে বলা হয়েছে 'তোমাদের নিকট তো সতর্ককারীও এসেছিলো। সুতরাং শাস্তি আস্বাদন করো, জালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।' 'নাজীর' অর্থ সতর্ককারী। এখানে সতর্ককারী বলা হয়েছে রসুলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। অধিকাংশ তাফসীরবেত্তা এরকমই বলেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে সতর্ককারী অর্থ আল কোরআন। শব্দটি সাধারণার্থক। তাই সকল নবী রসুল এবং সকল প্রত্যাদেশিত গ্রন্থই এর মর্মভূত। তবে মনে রাখতে হবে, এই উম্মতের সতর্ককারী কেবল রসুল স. এবং কোরআন মজীদ। রসুল স. এবং কোরআন মজীদ অস্বীকারকারীদেরকে উদ্দেশ্য করেই অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

কেউ কেউ বলেছেন, নাজীর অর্থ সাধারণ বিবেক। ইকরামা, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা এবং ওয়াকী বলেছেন, এখানে নাজীর অর্থ বৃদ্ধাবস্থা। আবদ ইবনে হুমাইদ ও ইবনে মুনজির অভিমতটি সংকলন করেছেন কেবল ইকরামা থেকে। আর ইবনে মারদুবিয়া ও বায়হাকী উদ্ধার করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস থেকে। বলা হয়েছে বৃদ্ধাবস্থা ও পক্ককেশ হচ্ছে মৃত্যুর বারতা। বাগবী একটি সাহাবীবচন উল্লেখ করে বলেছেন, একটি চুল শাদা হলে সাথীদেরকে বোলো, তোমরাও তৈরী হয়ে নাও। দেখছোনা, মৃত্যু নিকটতর হচ্ছে। কেউ কেউ বলেছেন, স্বজন-সতীর্থদের মৃত্যু 'নাজীর' বা সতর্ককারী।

'জালেমদের কোনো সাহায্যকারী নেই' কথাটির অর্থ কেউই সীমালংঘন-কারীদের পক্ষাবলম্বন করবে না। কারণ, সকলেই জানে আল্লাহ্‌র শাস্তি প্রতিহত করার সাধ্য কারো নেই।

থামাও, ওদেরকে প্রশ্ন করা হবে

"ফেরেশতাদিগকে বলা হইবে, 'একত্র করো জালেম ও উহাদের সহচরগণকে এবং উহাদিগকে যাহাদের ইবাদত করিত তাহারা— আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এবং উহাদিগকে পরিচালিত করো জাহান্নামের পথে, অতঃপর উহাদিগকে থামাও, কারণ উহাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে।" সুরা সাফ্‌ফাত আয়াত ২২-২৪।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— মহাপুনরুত্থানপর্ব শেষ হলে আল্লাহ্‌তায়ালা ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিবেন, সীমালংঘনকারী তাদের সহচর এবং তারা যে সকল প্রতিমা ও শয়তানের উপাসনা করতো তাদের সকলকে একত্র করো। আর তাদেরকে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে চলো।

এখানে 'জালেম ও তাদের সহচর' অর্থ সীমালংঘনকারী ও তাদের সমপর্যায়ের লোক। এভাবে সেদিন একত্র করা হবে সুদখোরের সাথে সুদখোরকে, ব্যভিচারীর সঙ্গে ব্যভিচারীকে, মদ্যপের সঙ্গে মদ্যপকে। জান্নাত যেমন হবে সমপ্রকৃতির পুণ্যবানদের বসবাসস্থল, তেমনি জাহান্নামও হবে সমপ্রকৃতির অপরাধীদের আবাস। হজরত ওমর রা. এরকম বলেছেন। তাঁর এই উক্তি নোমান ইবনে শরীকের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন বায়হাকী। জুহাক বলেছেন, কথাটির অর্থ হবে তাদেরকে তাদের পরামর্শদাতা শয়তানের সঙ্গে জড়ো করো। অর্থাৎ প্রত্যেক কাফেরকে তার পরিচালক শয়তানের সাথে শিকল দিয়ে বেঁধে দাও। হাসান বলেছেন, অর্থ হবে— তাদেরকে শৃঙ্খলিত করো তাদের পৌত্তলিক সহধর্মিণীদের সঙ্গে।

ব্যাখ্যাতাগণ লিখেছেন, 'তাদেরকে থামাও, কারণ তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে' কথাটির অর্থ হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা পুলসিরাতের নিকটে পৌঁছলে আল্লাহ্‌পাক আদেশ করবেন, থামাও, ওদেরকে এখানে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তখন পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব নেওয়া হবে তাদের সকল কথা ও কাজের। তাঁর আর এক বর্ণনায় তিনি বলেছেন, তাদেরকে তখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কলেমা সম্পর্কে।

হজরত আবু বারযাহ আসলামী থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কোনো বান্দা পুলসিরাত থেকে পা ওঠাতে পারবে না, যতোক্ষণ এই চারটি প্রশ্নের মীমাংসা হবে— ১. জীবনকাল সে কোন কাজে ব্যয় করেছিলো? ২. শরীরকে শ্রান্ত করেছিলো কোন কাজে খাটিয়ে? ৩. বিদ্যা অর্জনের পর সে বিদ্যা লাগিয়েছিলো কী ধরনের কাজে? ৪. সম্পদ অর্জন ও ব্যয় করেছিলো কীভাবে?

ইবনে মোবারক তাঁর 'জুহুদ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হজরত আবু দারদা বলেছেন, আমি ভয় করি ওই সময়কে, যখন আমাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি যা জানতে, তা আমল করতে কিনা?

আবকা ইবনে আবদুল্লাহ সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, জাহান্নামের উপরে রয়েছে সাতটি পুল। সবাইকে ওই পুলগুলো অতিক্রম করার নির্দেশ দেওয়া হবে। প্রথম পুলের কাছে পৌঁছলে ফেরেশতাদেরকে বলা হবে, ওদেরকে থামাও। ওদেরকে এখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। প্রথমে হিশাব নেওয়া হবে নামাজের। ফলে যারা ধ্বংস হবার উপযুক্ত তারা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং যারা পরিত্রাণপ্রাপ্তির উপযোগী তারা পরিত্রাণ পাবে। দ্বিতীয় পুলের কাছে জিজ্ঞেস করা হবে আমানত সম্পর্কে। তখন আমানত খেয়ানতকারীরা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং মুক্তি পাবে তারা, যারা আমানত রক্ষা করেছিলো। তৃতীয় পুলের কাছে পৌঁছলে প্রশ্ন করা হবে আত্মীয়তার হক প্রতিপালন সম্পর্কে। ফলে আত্মীয়তার হক যারা নষ্ট করেছিলো, তারা হবে শাস্তিকবলিত। আর নাজাত পাবে আত্মীয়তা বজায়কারীরা। তখন আত্মীয়তা বলতে থাকবে, হে আল্লাহ্! যারা আমাকে অটুট রেখেছিলো তুমিও তাদেরকে অটুট রাখো। আর যারা আমাকে ছিন্ন করেছিলো, তুমিও তাদেরকে ছিন্ন ভিন্ন করে দাও।

তাদের সঙ্গে থাকবে আনতনয়না, আয়তলোচনা হূরীগণ

"তবে তাহারা নয়, যাহারা আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দা। তাহাদের জন্য আছে নির্ধারিত রিজিক–ফলমূল, আর তাহারা হইবে সম্মানিত, সুখদ কাননে তাহারা মুখামুখি হইয়া আসনে আসীন হইবে। তাহাদিগকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরিবেশন করা হইবে বিশুদ্ধ সুরাপূর্ণ পাত্রে শুভ্র উজ্জ্বল, যাহা হইবে পানকারীর জন্য সুস্বাদু। উহাতে ক্ষতিকর কিছু থাকিবে না এবং উহাতে তাহারা মাতালও হইবে না, তাহাদের সঙ্গে থাকিবে আনতনয়না, আয়াতলোচনা হূরীগণ। তাহারা যেনো সুরক্ষিত ডিম্ব। তাহারা একে অপরের সামনাসামনি হইয়া জিজ্ঞাসা করিবে। তাহাদের কেহ বলিবে 'আমার ছিলো এক সঙ্গী; সে বলিত, 'তুমি কি ইহাতে বিশ্বাসী যে, আমরা যখন মরিয়া যাইব এবং আমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হইব, তখনও কি আমাদিগকে প্রতিফল দেওয়া হইবে? আল্লাহ্ বলিবেন, তোমরা কি দেখিতে চাও? অতঃপর সে ঝুঁকিয়া দেখিবে এবং উহাকে দেখিতে পাইবে জাহান্নামের মধ্যস্থলে; বলিবে, আল্লাহ্‌র কসম! তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করিয়া দিয়াছিলে, আমার প্রভুপালকের অনুগ্রহ না থাকিলে আমিও তো হাজিরকৃত ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল হইতাম। আমাদের তো আর মৃত্যু হইবে না। প্রথম মৃত্যুর পর এবং আমাদিগকে শাস্তিও দেওয়া হইবে না। ইহাই তো মহাসাফল্য। এইরূপ সাফল্যের জন্য সাধকদের উচিত সাধনা করা।" সুরা সাফ্‌ফাত, আয়াত ৪০-৬১।

প্রথম পাঁচ আয়াতের মর্মার্থ হবে এরকম— মর্মন্তুদ শাস্তি ভোগ করবে কেবল অবিশ্বাসীরা। কিন্তু যারা একনিষ্ঠ বিশ্বাসী, তারা হবে শাস্তির সংস্রববিমুক্ত। তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে। দেওয়া হবে অফুরন্ত জীবনোপকরণ, বেহেশতের সুস্বাদু ফলমূল। তদুপরি তাদেরকে করা হবে সম্মানিত। মনোমুগ্ধকর পুষ্প-উদ্যানে মুখোমুখি উপবেশন করানো হবে তাদেরকে।

উল্লেখ্য, ক্ষুণ্নিবৃত্তি নিবারণের জন্য বেহেশতাবাসীদেরকে আহার্য ভক্ষণ করতে হবে না। তাদের শরীর সুরক্ষিত থাকবে পানাহার ব্যতিরেকেই। তবু তারা পানাহার করবে কেবল আহারাস্বাদ গ্রহণের জন্য। তাই তাদের আহার্যবস্তু হবে বিচিত্র বর্ণের ও গন্ধের মনোহর ফলমূল। আর তারা রিজিক পাবে সম্মানের সঙ্গে অনায়াসে। পৃথিবীবাসীদের মতো, রিজিকের জন্য তাদেরকে দুশ্চিন্তা ও অনিশ্চয়তায় ভুগতে হবে না।

এর পরের তিন আয়াতের মর্মার্থ হবে— সুখদ কাননে উপবিষ্ট জান্নাতবাসীদেরকে তখন পরিবেশন করা হবে শুভ্রোজ্জ্বল শরাব পূর্ণ পানপাত্র। ওই শরাব হবে অতি স্বাদু এবং ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত। যারা তা পান করবে, তারা তাই মাতাল হবে না। হবে না চৈতন্যচ্যুত।

হাসান বলেছেন, জান্নাতের সুরা হবে দুধের চেয়েও অধিক শুভ্র। অর্থাৎ জান্নাতের শরাব দুনিয়ার শরাবের মতো নয়— কুৎসিতদর্শন যেমন নয়, তেমনি নয় ক্ষতিকর। নয় শারীরিক ও মানসিক দুষ্প্রতিক্রিয়াসম্পন্ন।

এরপরের দুই আয়াতের মর্মবক্তব্য এরকম— শরাবপান কালে তাদের সাথে থাকবে ব্রীড়াবনতা ও আয়তআঁখিনী কুমারী ললনাকুল। তারা দেখতে হবে গোপনে সংরক্ষিত উজ্জ্বল ডিমের মতো অনিন্দ্যসুন্দর।

হাসান বলেছেন, উট পাখিরা তাদের ডিমগুলোকে লু হাওয়া ও ধূলাবালি থেকে বাঁচাবার জন্য তাদের ডানার নিচে লুকিয়ে রাখে। ডিমগুলোর রঙ হয় হরিদ্রাভ শুভ্র। আরববাসীগণ সুন্দর নারীকে তুলনা করে ওই সুরক্ষিত ডিমের সঙ্গে। এখানেও বেহেশতের হূরীদের ক্ষেত্রে এই উপমাটি ব্যবহার করা হয়েছে।

জননী উম্মে সালমা রা. থেকে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, 'য়ীন' বলে পটলচেরা আঁখিবিশিষ্ট মেয়েদেরকে। পাখি যেমন তার পালক দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, তেমনি বেহেশতের হূরীরা হবে আয়তলোচনা। তাদের দেহত্বক হবে সূক্ষ্ম ও মসৃণ। দেখে মনে হবে যেনো ডিমের বাইরের ঔজ্জ্বল্যের উপরে সেঁটে আছে সূক্ষ্ম ত্বকাবরণ।

এরপর বলা হয়েছে 'তারা একে অপরের সামনাসামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে'। একথার অর্থ সুরা পানরত অবস্থায় জান্নাতীরা মুখোমুখি বসে খোশগল্প করবে। বলাবাহুল্য, এরকম খোশগল্প খুবই আনন্দদায়ক। জনৈক কবি বলেছেন—

ওয়ামা বাক্বিয়াত্ মিনাল্ লাজ্জাতি ইল্না
আহাদীছাল কিরামী আলাল মাদাসি—

ভোগের আর বাকি নেই কিছু শুধু এইটুকু ছাড়া
যা পানের আসরে মধুর আলাপনে দ্যায় সাড়া।

এর পরের তিন আয়াতের বক্তব্য এরকম— ওই মধুর আলাপচারিতার সময় এক জান্নাতী আর এক জান্নাতীকে বলবে, পৃথিবীতে আমার এক সঙ্গী ছিলো। সে পুনরুত্থান, বেহেশত-দোজখ কিছুই বিশ্বাস করতো না। উল্টো আমাকে বলতো, তুমিও কি পরকালে বিশ্বাস করো? আমরা মরে গিয়ে পরিণত হবো মাটি ও হাড়ে। এরপরেও আমাদেরকে আবার শাস্তি পেতে হবে?

কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বলেছেন, এখানে 'সঙ্গী' অর্থ মানুষ সঙ্গী, শয়তান সঙ্গী নয়। আর আমার ছিলো এক সঙ্গী অর্থ আমার ছিলো এক ভাই। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ওই বেহশতবাসী ও তার দুনিয়ার জীবনের ভাই ছিলো একই পরিবারভূত। তাদের একজন ছিলো বিশ্বাসী এবং অপরজন ছিলো অবিশ্বাসী। তাদের নাম ছিলো যথাক্রমে ইয়াহুদ ও মাতরুস। সুরা কাহাফে তাদের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

এরপরের আটটি আয়াতে বলা হয়েছে— আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা (আলাপরত ব্যক্তিদ্বয়) কি তাকে দেখতে চাও? বেহেশতবাসী বলবে, হ্যাঁ। সে দোজখের দিকে দৃষ্টিপাত করবে। দেখতে পাবে তার ওই সঙ্গী দোজখমধ্যে অগ্নিশাস্তি ভোগ করছে। বেহেশতবাসী তাকে লক্ষ্য করে বলবে, আল্লাহ্র শপথ! অপপ্ররোচনা দিয়ে তুমি তো আমাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গিয়েছিলে। ভাগ্যিস আল্লাহ্ আমাকে অনুগ্রহ করেছেন। না হলে এখন তোমার মতো আমিও দোজখে থাকতাম। সে আরও বলবে, কী নিশ্চিন্তি! আমাদেরকে আর মরতে হবে না। শাস্তি ও পেতে হবে না। পৃথিবীর সুখ-দুঃখ এক সময় শেষ হয়ে যায়। আর আখেরাতের সুখ-দুঃখ অনন্ত। সুতরাং অনন্ত সুখের জীবন লাভ করার জন্য সকলের চেষ্টা সাধনা করা উচিত। এটাই মহাসাফল্য।

এরপর বলা হয়েছে ' আপ্যায়নের জন্য কি এটাই শ্রেয়, না যাক্কুম বৃক্ষ? জালেমদের জন্য আমি এটা সৃষ্টি করেছি পরীক্ষা স্বরূপ, এই বৃক্ষ উদ্গত হয় জাহান্নামের তলদেশ থেকে, এর মোচা যেনো শয়তানের মাথা, তারা এটা ভক্ষণ করবে এবং উদর পূর্ণ করবে।'

এখানে আপ্যায়নের জন্য অর্থ বেহেশতবাসীদের আপ্যায়নার্থে। নিঃসন্দেহে এটাই শ্রেষ্ঠ আপ্যায়ন। এতে করে বুঝানো হয়েছে, সুরা-নারী-সুখদ কানন-খোশ গল্পের আসর এ সকল কিছু বেহেশতবাসীরা পাবে প্রথম পর্বেই। পরের পর্বগুলো তো অনুমান করা সম্ভব নয়। সুতরাং হে মানুষ! বলো, এমতো সাদর আপ্যায়ন

উত্তম, না উত্তম দোজখীদের প্রাথমিক আহার হিসাবে উপস্থিতকৃত দুর্গন্ধময়, কৃৎসিত ও বিস্বাদপূর্ণ বৃক্ষ যাক্কুম? তাদের পরবর্তী দুর্ভোগ সম্পর্কে তো কল্পনাই করা যায় না।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা, ইবনে আবী হাতেম, হাকেম ও বায়হাকী বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেন, যাক্কুমের একটি ক্ষুদ্রাংশ যদি সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয় তবে বিনষ্ট হয়ে যাবে পৃথিবীবাসীদের সকল জীবিকা। আর যার আহার্য হবে যাক্কুম তার কী অবস্থা হবে তাহলে?

পরীক্ষা স্বরূপ অর্থ সীমালংঘনকারীদের জন্য পরীক্ষা— পৃথিবীর পরীক্ষা ও পরবর্তী পৃথিবীর মহাশাস্তি ও দুর্গতি। এখানে সীমালংঘনকারী অর্থ মক্কার অংশীবাদী সীমালংঘনকারীরা। তারা বলতো, আগুনতো গাছকে পুড়িয়ে ভস্ম করে। তাহলে দোজখের আগুনে যাক্কুম গাছ টিকে থাকবে কীভাবে?

কাতাদা সূত্রে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, আবু জেহেল একবার মক্কাবাসীদেরকে ডেকে বললো, তোমাদের সাথী নাকি একথা বলে যে, দোজখের আগুনের ভিতরে এক গাছ থাকবে? অথচ আগুন তো গাছকে গ্রাস করে ফেলে। আমি তো জানি মাখন ও খেজুরকে বলে যাক্কুম। তার এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় 'এই বৃক্ষ উদগত হয় জাহান্নামের তলদেশ থেকে। এর মোচা যেনো শয়তানের মাথা, তারা এ থেকে ভক্ষণ করবে এবং উদর পূর্ণ করবে। তদুপরি তাদের জন্য থাকবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ।' এগুলোর অর্থ— জাহান্নামের গভীর তলদেশ থেকে উদ্‌গত হয় যাক্কুম। এর ফল অত্যন্ত কুৎসিত, বীভৎস— শয়তানের মাথার মতো। দোজখীরা ক্ষুধার তাড়নায় পেট ভরে যাক্কুম খাবে। তারপর পিপাসিত অবস্থায় পানি পান করতে চাইলে তাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি।

এটা হিশাব দিবসের জন্য তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি

"ইহা এক স্মরণীয় বর্ণনা। মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে উত্তম আবাস— চিরস্থায়ী জান্নাত, যার দ্বার তাদের জন্য উন্মুক্ত। সেথায় তাহারা আসীন হইবে হেলান দিয়া, সেথায় তাহারা বহুবিধ ফলমূল ও পানীয় চাহিবে। এবং তাহাদের পাশে থাকিবে আনতনয়না সমবয়স্কাগণ। ইহা হিসাব দিবসের জন্য তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি। ইহা তো আমার দেওয়া রিজিক যাহা নিঃশেষ হইবে না, ইহাই। আর সীমালংঘনকারীদের জন্য রহিয়াছে নিকৃষ্টতম পরিণাম— জাহান্নাম, সেথায় উহারা প্রবেশ করিবে, কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল। ইহা সীমালংঘনকারীদের জন্য। সুতরাং উহারা আস্বাদন করুক ফুটন্ত পানি ও পুঁজ। আরও আছে এইরূপ বিভিন্ন ধরনের শাস্তি। এইতো এক বাহিনী, তোমাদের সঙ্গে প্রবেশ করিতেছে। উহাদের জন্য নাই অভিনন্দন, ইহারা তো জাহান্নামে জ্বলিবে। অনুসারীরা বলিবে, বরং

তোমরাও, তোমাদের জন্যও অভিনন্দন নাই। তোমরাই তো পূর্বে উহা আমাদের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছ। কত নিকৃষ্ট এই আবাসস্থল। উহারা বলিবে, হে আমাদের প্রভুপালক! যে ইহা আমাদের সম্মুখীন করিয়াছে, জাহান্নামে তাহার শাস্তি তুমি দ্বিগুণ বর্ধিত করো। উহারা আরও বলিবে, আমাদের কী হইল যে, আমরা যে সকল লোককে মন্দ বলিয়া গণ্য করিতাম তাহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি না। তবে কি আমরা উহাদিগকে অহেতুক ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র মনে করিতাম; না উহাদের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়াছে? ইহা নিশ্চিত সত্য— জাহান্নামীদের এই বাদ-প্রতিবাদ।" সুরা সোয়াদ, আয়াত ৪৯-৬৪।

আলোচ্য আয়াতসমূহের সারসংক্ষেপ হবে এরকম— নবী-রসুল ও সাবধানী বিশ্বাসীগণের জন্য সতত প্রস্তুত রাখা হয়েছে চিরস্থায়ী জান্নাত। এটা একটা স্মরণীয় ঘটনাই বটে। তারা সেখানকার তাকিয়াবিশিষ্ট আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে পরিচারকদেরকে ইচ্ছামতো আদেশ দিবে। চাইবে বিবিধ ফলমূল, সুস্বাদু পানীয়। রূপসী ও লজ্জাবনতা হূরীগণ থাকবে তাদের পাশে। এটা আমার প্রতিশ্রুতির প্রতিফল। আর আমার দেওয়া রিজিক কখনো নিঃশেষ হয় না। এটাই তাদের জন্য মহাপুরস্কার। অপরপক্ষে সীমালংঘনকারীদের জন্য রেখেছি জাহান্নাম। ওই নিকৃষ্টতম আবাসে তারা প্রবেশ করবে, পান করবে ফুটন্ত পানি ও পুঁজ। সেখানে আরও বিভিন্ন ধরনের শাস্তি রয়েছে তাদের জন্য। তাদের নেতা ও জনতা তখন বিতর্কে লিপ্ত হবে। জনতা বলবে, হে আমাদের প্রভুপালক! এই নেতারাই আমাদেরকে এখানে এনেছে। সুতরাং তাদের শাস্তিকে তুমি দ্বিগুণ করে দাও। আর নেতাদেরকে বলবে, তোমাদের জন্যও কোনো অভিনন্দন নেই। তোমরাই তো আগে থেকে এই চরম নিকৃষ্ট স্থানের ব্যবস্থা করেছো। তারা আরও বলবে, আমরা যাদেরকে (সাহাবীগণকে) মন্দ বলে জানতাম, তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি না কেনো? তবে কি আমরা তাদেরকে অহেতুক ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতাম, নাকি এখন আমরা দৃষ্টিবিভ্রমের শিকার। বিষয়টি সুনিশ্চিত যে, জাহান্নামীরা তখন এভাবেই প্রলাপ বকতে থাকবে। বাদ-প্রতিবাদ করতেই থাকবে।

এখানে 'জান্নাতি আদন' অর্থ চিরস্থায়ী জান্নাত। 'সমবয়স্কা' অর্থ বেহেশতবাসীরা যেমন হবে তেত্রিশ বৎসরের যৌবনদীপ্ত পুরুষ, তেমনি তাদের আনতনয়না সঙ্গিনীরাও হবে তেত্রিশ বৎসরের উষ্ণবয়সিনী রমণী। মুজাহিদ বলেছেন, তাদের নিজেদের মধ্যে থাকবে সহদোরা ভগ্নির মতো সম্প্রীতি। সপত্নীদের মতো ঈর্ষাপরায়ণ তারা হবে না।

'হামীম' অর্থ ফুটন্ত পানি। আর এখানকার 'গাস্‌সাক্ব' শব্দটির অর্থ বিভিন্ন মনীষী বিভিন্নভাবে করেছেন। যেমন হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, গাস্‌সাক্ব হচ্ছে বরফের চেয়ে অধিক হিম এমন এক বস্তু, যা আগুনের মতোই দহনশক্তিসম্পন্ন। মুজাহিদ ও মুকাতিল বলেছেন, যে পদার্থের শীতলতা চূড়ান্ত

পর্যায়ের, তাকে বলে গাস্‌সাক্ব। কেউ কেউ বলেছেন, এটা তুর্কি শব্দ। তুর্কি ভাষায় অত্যন্ত দুর্গন্ধদায়ক কোনোকিছুকে বলে 'গাস্‌সাক্ব'। কাতাদা বলেছেন, গাস্‌সাক্ব হচ্ছে বহমান তরল পদার্থ। যেমন বলা হয়— গাসাক্বক্বাত (ওই বস্তু বয়ে গিয়েছে)। এখানে শব্দটির অর্থ হবে— সেই পুঁজ ও কাঁচা রক্ত, যা বয়ে যেতে থাকবে জাহান্নামীদের চামড়া, গোশত ও গোপনাঙ্গ থেকে।

আতিয়ার বর্ণনা উদ্ধৃত করে বায়হাকী বলেছেন, 'গাসসাক্ব' অর্থ বয়ে যাওয়া কাঁচা রক্ত। ইব্‌রাহীম ও আবু রযীনের মন্তব্যও এরকম। ইবনে আবী হাতেম, ইবনে আবিদ্‌ দুনিয়া ও জিয়া বলেছেন, 'গাস্‌সাক্ব' হচ্ছে জাহান্নামের ভিতরের একটি ঝর্ণা, যার মধ্যে থাকবে বিষধর সরীসৃপসমূহ। ওই ঝর্ণায় জাহান্নামীদেরকে একবার চুবানো হলে তাদের হাড়-গোড় থেকে চামড়া-গোশত আলাদা হয়ে তাদের পায়ের গোড়ালীর কাছে গিয়ে পড়বে এবং মানুষ যেমন লুটিয়ে পড়া বস্ত্র বার বার টেনে তুলতে থাকে, তেমনি তারাও তাদের চামড়া-গোশত বার বার টেনে তুলতে থাকবে।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার ও তোমাদের (সকল মানুষের) উপমা এরকম— এক ব্যক্তি অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করলো। আগুন যখন প্রচণ্ড তেজে জ্বলে উঠলো, তখন চতুর্দিক থেকে কীট-পতঙ্গ এসে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো ওই আগুনে। লোকটি তাদেরকে প্রাণপণে বাধা দিতে লাগলো। কিন্তু সে বাধা তারা মানলো না। আমিও তোমাদেরকে এভাবে দোজখে ঝাঁপিয়ে পড়া থেকে বাধা দেই। কিন্তু তোমরা আমার কথা শুনতে চাও না।

উদ্ধতদের আবাসস্থল কতো নিকৃষ্ট, সদাচারীদের পুরস্কার কতো উত্তম

"কাফেরদিগকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে। যখন উহারা জাহান্নামের নিকট উপস্থিত হইবে, তখন উহার প্রবেশদ্বারগুলি খুলিয়া দেওয়া হইবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা উহাদিগকে বলিবে, তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হইতে রসুল আসে নাই, যাহারা তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুপালকের আয়াত আবৃত্তি করিত এবং ওই দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমাদিগকে সতর্ক করিত এবং এই দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমাদিগকে সতর্ক করিত? উহারা বলিবে, অবশ্যই আসিয়াছিল। বস্তুত কাফেরদের প্রতি শাস্তির কথা বাস্তবায়িত হইয়াছে। উহাদিগকে বলা হইবে জাহান্নামের দ্বারসমূহে প্রবেশ করো উহাতে স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য। কতো নিকৃষ্ট উদ্ধতদের আবাসস্থল।

যাহারা তাহাদের প্রভুপালককে ভয় করিত তাহাদিগকে দলে দলে জান্নাতের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে। যখন তাহারা জান্নাতের নিকট উপস্থিত হইবে ও ইহার দ্বারসমূহ খুলিয়া দেওয়া হইবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাহাদিগকে বলিবে,

'তোমাদের প্রতি সালাম, 'তোমরা সুখী হও এবং জান্নাতে প্রবেশ করো স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য'। তাহারা প্রবেশ করিয়া বলিবে, প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের প্রতি তাঁহার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিয়াছেন এবং আমাদিগকে অধিকারী করিয়াছেন এই ভূমির; আমরা জান্নাতে যথাইচ্ছা বসবাস করিব। সদাচারীদের পুরস্কার কতো উত্তম।' সুরা যুমার, আয়াত ৭১-৭৪।

এখানে 'যুমারা' শব্দটির অর্থ দলে দলে। অর্থাৎ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে যেমন দলে দলে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, তেমনি আল্লাহ্‌ভীরুদেরকেও দলে দলে প্রবেশ করানো হবে জান্নাতে।

আমিতো তোমাদের নিকট সত্য পৌঁছিয়েছিলাম

"হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদের কোনো ভয় নাই এবং তোমরা দুঃখিতও হইবে না। যাহারা আমার আয়াতে বিশ্বাস করিয়াছিলো— তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিণীগণ সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ করো। স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র লইয়া তাহাদিগকে প্রদক্ষিণ করা হইবে; সেথায় তোমরা স্থায়ী হইবে। ইহাই জান্নাত, তোমাদিগকে যাহার অধিকারী করা হইয়াছে, তোমাদের কর্মের ফলস্বরূপ। সেথায় তোমাদের জন্য রহিয়াছে প্রচুর ফলমূল, তাহা হইতে তোমরা আহার করিবে। নিশ্চয় অপরাধীরা জাহান্নামের শাস্তিতে থাকিবে স্থায়ীভাবে; উহাদের শাস্তি লাঘব করা হইবে না এবং উহারা উহাতে হতাশ হইয়া পড়িবে। আমি উহাদের উপর জুলুম করি নাই, বরং উহারা নিজেরাই ছিলো জালেম। উহারা চিৎকার করিয়া বলিবে, হে মালিক! তোমার প্রভুপালক যেনো আমাকে নিঃশেষ করিয়া দেন।' সে বলিবে, 'তোমরা তো এইভাবেই থাকিবে।' আল্লাহ্‌ বলিবেন, 'আমি তো তোমাদের নিকট সত্য পৌঁছাইয়াছিলাম, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই ছিলো সত্যবিমুখ।' সুরা যুখরুফ, আয়াত ৬৮-৭৮।

প্রথমোক্ত আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— মহবিচারের দিবসে মহাসংকটকালে আল্লাহ্‌ স্বয়ং মুত্তাকীগণকে অভয় দান করবেন। বলবেন, হে আমার প্রিয়ভাজন দাসগণ! আজ তোমাদের কোনো ভয় নেই। দুঃখ-কষ্ট তোমাদেরকে আজ স্পর্শ করবেই না। কেননা তোমরা আমার নিদর্শনসমূহকে বিশ্বাস করেছিলে এবং আমার প্রতি ছিলে পূর্ণসমর্পিত। আজ তো তোমাদের পুরস্কৃত হওয়ার সময়। তোমরা এখন তোমাদের বিশ্বাসবতী সহধর্মিণীগণকে নিয়ে চিরসুখময় বেহেশতে প্রবেশ করো। উল্লেখ্য, এরকম ঘোষণা শুনে মুত্তাক্বীগণ উৎফুল্ল হবে এবং সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে যাবে অবিশ্বাসীরা।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র নিয়ে তাদেরকে প্রদক্ষিণ করা হবে, সেখানে রয়েছে সমস্ত কিছু, যা অন্তর চায় এবং যাতে নয়ন তৃপ্ত

হয়। সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে (৭১)। এটাই জান্নাত, তোমাদেরকে যার অধিকারী করা হয়েছে, তোমাদের কর্মের ফল স্বরূপ (৭২)' সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর ফলমুল, তা থেকে তোমরা আহার করবে' (৭৩)।

এখানে 'ইউত্বফু আ'লাইহিম' অর্থ জান্নাতের চিরকিশোর পরিচারকগণ প্রদক্ষিণ করবে। তারাই সোনার বাসন ও পানপাত্র নিয়ে নির্দেশ লাভের আশায় জান্নাতবাসীদের চতুষ্পার্শ্বে ঘুরাফিরা করতে থাকবে। এখানে তাই বলা হয়েছে স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র নিয়ে তাদেরকে প্রদক্ষিণ করা হবে'।

এখানকার 'সিহাফ' অর্থ বড় পেয়ালা, থালা, বা বাসন। শব্দটি 'সাহাফাত' এর বহুবচন। আর 'আকওয়াব' অর্থ পানপাত্র, কুঁজো, বা সুরাহী। অর্থাৎ এমন পাত্র, যার গলদেশ গোলাকার এবং যাতে কোনো হাতল থাকে না।

'সেখানে রয়েছে সমস্তকিছু, যা অন্তর চায় এবং যাতে নয়ন তৃপ্ত হয়' একথার অর্থ জান্নাতবাসীদের অভাব বলে কিছুই থাকবে না। যা কিছু চিত্তসুখকর ও নয়নতৃপ্তকারী, তার সকল কিছুই তারা সেখানে যখন ইচ্ছা করবে তখনই পাবে। উল্লেখ্য, সুফীসাধকগণ যেহেতু আল্লাহ্‌র প্রেম ও দীদার ছাড়া আর কিছুই চান না, সেহেতু সেখানে তাঁদের প্রেমমগ্নতা ও দীদার হবে নিরবচ্ছিন্ন।

হজরত আবদুর রহমান ইবনে সাবেত থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর পবিত্র সন্নিধানে উপস্থিত হয়ে এক ব্যক্তি একবার নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! ঘোড়া আমার পছন্দ। বেহেশতে কি ঘোড়া পাওয়া যাবে? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ, যদি তুমি জান্নাতবাসী হও। তুমি তোমার পছন্দ মতো লাল অথবা যে কোনো বর্ণের তেজস্বী ঘোড়ায় চড়ে জান্নাতের যে কোনো স্থানে গমন করতে পারবে। সেখানে উপস্থিত আর একজন জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্‌র বাণীবাহক! আমি ভালোবাসি উট। বেহেশতে কি উট পাওয়া যাবে? তিনি স. বললেন, হে আরবী! আল্লাহ্‌ যদি তোমাকে বেহেশতবাসী করেন, তবে তুমি তা-ই পাবে, যা তোমার হৃদয় চায় এবং যাতে তৃপ্ত হয় তোমার নয়ন। হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিরমিজি এবং বায়হাকীও এরকম বর্ণনা করেছেন। বিশুদ্ধ সূত্রে এরকম হাদিস আরো বর্ণনা করেছেন হজরত আবদুর রহমান থেকে তিবরানী ও বায়হাকী এবং হজরত আবু আইয়ুব থেকে বায়হাকী। তবে তাঁদের বর্ণিত হাদিসে রয়েছে কেবল ঘোড়ার কথা। উটের উল্লেখ সেগুলোতে নেই।

আল্লাহ্‌ প্রত্যেক মানুষের জন্য কর্মফলস্বরূপ নির্ধারণ করে রেখেছেন জান্নাত অথবা জাহান্নাম। কিন্তু মানুষ কর্মদোষে অথবা কর্মগুণে হয়ে যায় জাহান্নামী, অথবা জান্নাতী। তাই এখানে বলা হয়েছে এটাই জান্নাত, তোমাদেরকে যার অধিকারী করা হয়েছে তোমাদের কর্মের ফলস্বরূপ। হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জাহান্নামীদেরকে জান্নাতের ওই স্থান দেখানো হবে, যা তারা পুণ্যবান হলে পেতো। তখন তারা আক্ষেপে-অনুতাপে জর্জরিত হয়ে বলবে, আল্লাহ্‌ যদি আমাকে হেদায়েত দান

করতেন, তবে আমিও হতে পারতাম মুত্তাকীদের দলভূত। আর জান্নাতবাসী-দেরকেও দেখানো হবে জাহান্নামের ওই স্থান, যেখানে তারা প্রবেশ করতো ইমানদার না হলে। তারা তখন আনন্দিত হয়ে বলে উঠবে, ওই পবিত্র সত্তার প্রতি জানাই কৃতজ্ঞতা, যিনি আমাকে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ দিয়েছেন। হজরত আবু হোরায়রা থেকে এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, রসুল স. বলেছেন, প্রত্যেকের জন্য বাসস্থান রাখা হয়েছে বেহেশত ও দোজখ উভয় জায়গায়। কাফেরদের জান্নাতের উত্তরাধিকারী হবে মুমিনেরা এবং মুমিনদের জাহান্নামের উত্তরাধিকারী হবে দোজখীরা। এই বিষয়টির দিকে লক্ষ্য রেখেই এখানে বলা হয়েছে 'তোমাদেরকে যার অধিকারী করা হয়েছে'।

'সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর ফলমূল' একথা প্রসঙ্গে বায্যার ও তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত সাওবান বলেছেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে বলতে শুনেছি, বেহেশতবাসীরা সেখানকার কোনো গাছ থেকে ফল পেড়ে নিলে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে সৃষ্টি করে দেওয়া হবে নতুন ফল। হজরত আবু মুসার উদ্ধৃতি দিয়ে বায্যার বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ যখন আদমকে জান্নাত থেকে চলে যেতে বললেন, তখন তাঁর সঙ্গে কিছু ফলমূলও দিলেন এবং সেগুলোর গুণাগুণও তাঁকে জানিয়ে দিলেন। পৃথিবীর সকল ফল ওই ফলগুলোরই প্রজন্মনায়ন। তবে বেহেশতের ফল পচনমুক্ত এবং পৃথিবীর ফল পচনশীল।

ইবনে আবিদ্ দুনিয়া বলেছেন, সিরিয়াবাসীরা একবার হজরত ইবনে মাসউদের কাছে জান্নাত সম্পর্কে জানতে চাইলো। তিনি বললেন, সেখানকার ফলের গুচ্ছ অনেক বড়, যেনো তা এখান থেকে সিনাই পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত। ইবনে আবিদ্ দুনিয়া বর্ণনা করেছেন, জান্নাতের এক একটি ফল হবে বারো হাত লম্বা এবং সেগুলোর মধ্যে কোনো আঁটি থাকবে না।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'নিশ্চয় অপরাধীরা জাহান্নামের শাস্তিতে থাকবে স্থায়ীভাবে (৭৪); তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং তারা তাতে হতাশ হয়ে পড়বে (৭৫)। আমি তাদের প্রতি জুলুম করিনি, বরং তারা নিজেরাই ছিলো জালেম' (৭৬)। একথার অর্থ— নিশ্চয় সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা দোজখে শাস্তিভোগ করতে থাকবে স্থায়ীভাবে এবং ওই শাস্তি এতোটুকুও লাঘব করা হবে না। ফলে মুক্তির আশা তারা চিরতরে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হবে। এরকম হবে তাদেরই কর্মফলের কারণে। আমার পক্ষ থেকে সামান্যতম অন্যায়ও তাদের সঙ্গে করা হবে না। বরং তারাই তো অন্যায়কারী। এখানে 'অপরাধী' অর্থ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী বা কাফের,পাপীবিশ্বাসী নয়। কেননা অন্য আয়াতে তাদেরকে অপরাধী বলা হয়েছে। উল্লেখ্য, পাপীবিশ্বাসীরা দোজখে প্রবেশ করলেও পাপক্ষয়ের পর মুক্তিলাভ করবে। অবশেষে প্রবেশ করবে বেহেশতে।

এরপরের আয়াতে (৭৭) বলা হয়েছে— 'তারা চীৎকার করে বলবে, হে মালেক! তোমার প্রতিপালক যেনো আমাকে নিঃশেষ করে দেন। সে বলবে, তোমরা তো এভাবেই থাকবে'। একথার অর্থ মর্মন্তুদ যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে দোজখীরা দোজখের তত্ত্বাবধায়ক মালেক ফেরেশতাকে বলবে, হে মালেক! তোমার প্রভুপালককে বলো, তিনি যেনো আমাদেরকে মৃত্যু দিয়ে এই নিদারুণ কষ্টের চির অবসান ঘটান। আল্লাহ্ অথবা মালেক উত্তরে বলবে, তোমাদেরকে এভাবেই থাকতে হবে। তোমরা মরবেও না, স্বস্তিও পাবে না। উল্লেখ্য, দোজখীদেরকে এরকম বলা হবে তাদের নিবেদন উপস্থাপনের এক হাজার বৎসর পর। ইবনে যোবায়ের, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে আবিদ্ দুনিয়া এবং বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস এই আয়াতের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে বলেছেন, দোজখীদের 'তোমার প্রভুপালক যেনো আমাদেরকে নিঃশেষ করে দেন' এরকম কাকুতি-মিনতির জবাবে 'তোমরা তো এভাবেই থাকবে' বলা হবে এক হাজার বৎসর পর।

'জাওয়াইদুজ্ জুহুদ' গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে, হান্নাদ, তিবরানী, ইবনে আবী হাতেম, হাকেম, বায়হাকী ও আবদুল্লাহ্ ইবনে আহমদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস বলেছেন, দোজখবাসীরা মালেককে চীৎকার করে ডেকে বলবে, হে মালেক! তোমার প্রভুপালককে বলে আমাদের মৃত্যু ঘটিয়ে দাও। মালেক একথা শুনেও চল্লিশ বৎসর যাবত চুপ করে থাকবে। তারপর বলবে, তোমরা চিরকাল এভাবেই থাকবে। এরপর তারা তাদের প্রভুপালককে ডেকে ডেকে বলবে, হে আমাদের প্রভুপালক! আমরা ছিলাম মহাদুর্ভাগা, পথভ্রষ্ট। আমাদেরকে আর একবার পৃথিবীতে পাঠিয়ে দাও। এরপরেও যদি আমরা সত্যপ্রত্যাখ্যান করি, তবে অবশ্যই আমরা হবো অপরাধী। পৃথিবীতে তারা যতোদিন বেঁচে ছিলো, তার দ্বিগুণ সময় পর্যন্ত তাদের একথার জবাব দেওয়া হবে না। তারপর বলা হবে— তোমরা চিরধিকৃত অবস্থায় এখানেই পড়ে থাকো। কথা বোলো না। এর পর থেকে তারা হয়ে যাবে চিরনির্বাক।

সাঈদ ইবনে মনসুর ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, মোহাম্মদ ইবনে কা'ব বলেছেন, দোজখবাসীরা পাঁচবার মুক্তিপ্রার্থনা করবে। চারবার তিনি জবাব দিবেন। পঞ্চমবার থাকবেন নির্জবাব। তারা বলবে, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! তুমি আমাদেরকে দু'বার মৃত্যু দিয়েছো, জীবনও দিয়েছো দু'বার। আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি। এখন আমাদের নিষ্কৃতিপ্রাপ্তির কোনো উপায় আছে কী? জবাবে আল্লাহ্ বলবেন, তোমাদের এ বিপদ একারণে যে, যখন তোমাদেরকে আমার দিকে ডাকা হতো, তখন তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করতে। আর আমার সঙ্গে যখন কাউকে শরীক করা হতো, তখন তোমরা তা স্বীকার করে নিতে। তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠিয়ে দাও। আমরা এবার সৎকর্ম করবো। আমরা এখন দৃঢ় বিশ্বাসী। আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা আজকের এই পরিণতির কথা ভুলে গিয়েছিলে, সেকারণে আমিও

আজ তোমাদেরকে ভুলে গেলাম। তোমাদের কৃতকর্মের শাস্তি তোমরা এখন আস্বাদন করতে থাকো। দোজখবাসীরা পুনরায় নিবেদন করবে, হে আমাদের পালয়িতা! আমাদেরকে অন্তত কিছুদিনের জন্য অবকাশ দাও, যাতে আমরা তোমার আহ্বানে সাড়া দিতে পারি এবং অনুসরণ করতে পারি তোমার রসুলের। আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা কি ইতোপূর্বে শপথ করে একথা বলতে না যে, তোমাদেরকে পৃথিবী ছেড়ে পরকালে আসতে হবে না? তারা বলবে, হে আমাদের প্রভুপালক! আমাদেরকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাও। আমরা আগে যা করতাম, তা আর করবো না। আল্লাহ্ বলবেন, আমি কি তোমাদেরকে এতোটা বয়স দিইনি যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করতে পারতে? উপরন্তু তোমাদের কাছে পাঠিয়েছিলাম সতর্ককারী। অতএব এখন আস্বাদন করো মর্মন্তুদ শাস্তি। অত্যাচারীদের কোনো সাহায্যকারী নেই। দোজখবাসীরা আবার নিবেদন জানাবে, হে আমাদের প্রভুপালক! দুর্ভাগ্য আমাদেরকে ঢেকে ফেলেছিলো এবং আমরা ছিলাম পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়। আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা লাঞ্ছিত অবস্থায় এখানেই পড়ে থাকো। আমার সঙ্গে কথা বোলো না। এরপর থেকে আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে আর কথা বলবেন না।

এরপরের আয়াতে (৭৮) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ বলবেন, আমি তো তোমাদের নিকট সত্য পৌঁছিয়েছিলাম। কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই ছিলো সত্যবিমুখ'। একথার অর্থ— 'তোমরা তো এভাবেই থাকবে' এরকম বলার পর আল্লাহ্ পুনরায় ঘোষণা করবেন, আমি তো তোমাদের নিকট আমা কর্তৃক প্রেরিত বার্তাবাহক এবং আমার পক্ষ থেকে অবতারিত গ্রন্থের মাধ্যমে সত্যধর্মের সংবাদ জানিয়েছিলাম। কিন্তু তখন তোমাদের অধিকাংশই সে সত্যকে অবলীলায় প্রত্যাখ্যান করে বসেছিলে।

মুত্তাকীরা থাকবে উদ্যান ও ঝর্ণার মাঝে

"নিশ্চয়ই যাক্কুম বৃক্ষ হইবে পাপীর খাদ্য; গলিত তাম্রের মতো, উহাদের উদরে ফুটিতে থাকিবে ফুটন্ত পানির মতো। উহাকে ধরো এবং টানিয়া লইয়া যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে, অতঃপর উহার মস্তকের উপর ফুটন্ত পানি ঢালিয়া শাস্তি দাও- এবং বলা হইবে 'আস্বাদ গ্রহণ করো, তুমি তো ছিলে সম্মানিত, অভিজাত। ইহা তো উহাই, যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ করিতে। মুত্তাকীরা থাকিবে নিরাপদ স্থানে— উদ্যান ও ঝর্ণার মাঝে, তাহারা পরিধান করিবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং মুখামুখি হইয়া বসিবে। এইরূপই ঘটিবে; আমি উহাদিগকে সঙ্গিনী দান করিব আয়তলোচনা হূর, সেথায় তাহারা প্রশান্ত চিত্তে বিবিধ ফলমূল আনিতে বলিবে। প্রথম মৃত্যুর পর তাহারা আর সেখানে মৃত্যু আস্বাদন করিবে না। আর তাহাদিগকে জাহান্নামের শাস্তি হইতে রক্ষা করিবেন— তোমার প্রভুপালকের নিজ অনুগ্রহে। ইহাই তো মহাসাফল্য। সুরা দুখান, আয়াত ৪৯–৫৯।

এখানকার 'তুমি তো ছিলে সম্মানিত অভিজাত' অর্থ আযাবের ফেরেশতা কাফেরদের নেতৃস্থানীয়দেরকে শাস্তি দিতে দিতে বলবে, তুমি তো পৃথিবীতে নিজেকে মনে করতে সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত। বাগবী লিখেছেন, দোজখরক্ষীরা কাফেরদের মাথায় জোরে আঘাত করবে। ফলে তাদের মাথা ফেটে যাবে। বেরিয়ে পড়বে মাথার মগজ। তখন তারা তাদের মাথায় ঢালতে থাকবে ফুটন্ত পানি এবং বলতে থাকবে আস্বাদ গ্রহণ করো। তুমি না মর্যাদাবান, অভিজাত। উল্লেখ্য, আবু জেহেল এরকমই দাবী করতো। বলতো, আমি এই জনপদের সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মানিত ও অভিজাত ব্যক্তিত্ব। আর অবজ্ঞাভরে রসুল স. এর দিকে ইঙ্গিত করে বলতো— আর এ হচ্ছে দোজখের রক্ষী।

মাগাজী গ্রন্থে ইকরামা সূত্রে উমুবী বলেছেন, রসুল স. একবার আবু জেহেলের সঙ্গে দেখা করে বললেন, আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাকে একথা বলতে যে— তুমি ধ্বংস হও, হও বিধ্বস্ত। আবু জেহেল তার কাঁধের কাপড় নামিয়ে বললো, তুমি তো জানোই, মক্কাবাসীদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে বেশী কুলীন ও শ্রদ্ধেয়। তুমি ও তোমার সাথী আল্লাহ্ আমার কিছুই করতে পারবে না। বলাবাহুল্য, আবু জেহেলের এমতো অহংকারকে আল্লাহ্পাক চূর্ণবিচূর্ণ করেছেন বদর যুদ্ধের সময় এবং বলেছেন 'আস্বাদ গ্রহণ করো, তুমি না সম্মানিত, অভিজাত'। কাতাদা সূত্রে ইবনে জারীরও এরকম বর্ণনা করেছেন।

'ফী জান্নাতিউঁ উ'য়ুন' অর্থ উদ্যান ও ঝর্ণাধারার মাঝামাঝি। অর্থাৎ এমন বাগানের মধ্যে, যেখানে রয়েছে প্রবহমান নদী। 'সুন্দুস্' অর্থ রেশমী বস্ত্র। আর 'ইসতাবরাক্ব' অর্থ মিহি ও পুরু। মোহাম্মদ ইবনে কা'ব সূত্রে ইবনে আবী হাতেম ও আবিদ্ দুনিয়া বর্ণনা করেছেন, পৃথিবীর কেউ যদি বেহেশতের পোশাক পরে, তবে তাকে যারা দেখবে তারা বেহুঁশ হয়ে যাবে। ওই সৌন্দর্য তাদের চোখ সহ্য করতে পারবে না। 'মিআতাইন' পুস্তকে ইকরামা সূত্রে সাবুনী লিখেছেন, বেহেশতীদের পোশাকের রঙ ক্ষণে ক্ষণে সত্তর রকম রঙে বদলাতে থাকবে।

'তাদেরকে সঙ্গিনী দান করবো আয়তলোচনা হূর' আবু উবায়দা কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আমি আয়তলোচনা বেহেশতী ললনাদের সঙ্গে তোমাদেরকে যুগলবন্দী করবো জোড়ায় জোড়ায়, যেমন একটি পাদুকা হয় অন্যটির জোড়া।

হজরত আবু উমামা থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সুলোচনা হূরীদেরকে তৈরী করা হয়েছে জাফরান দিয়ে। সুপরিণত সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বায়হাকীও এরকম বর্ণনা করেছেন। পরিণত সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এরকম হাদিস এসেছে এবং মুজাহিদও এরকম হাদিসের বর্ণনাকারী। যায়েদ ইবনে আব্বাস সূত্রে ইবনে মোবারক বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্ হূরীদেরকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেননি, সৃষ্টি করেছেন মেশক ও জাফরান দিয়ে।

হজরত আনাস থেকে ইবনে আবিদ্ দুনিয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যদি কোনো হূরী সমুদ্রে থুথু নিক্ষেপ করে, তবে সমুদ্রের সমস্ত পানি হয়ে যাবে সুমিষ্ট। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে আবিদ্ দুনিয়া বর্ণনা করেছেন, কোনো হূরী যদি আকাশ অথবা পৃথিবীতে তার বাহু প্রদর্শন করে, তবে তার বাহুর রূপ দেখেই মানুষ পাগল হয়ে যাবে। আর যদি সে তার ঘোমটা খুলে দেয়, তবে তার রূপের ছটায় তেজস্কর সূর্যকেও মনে হবে নিস্প্রভ একটি বাতি। আর যদি সে উকি দেয়, তবে একসঙ্গে হতচকিত হয়ে উঠবে আকাশ-পৃথিবীর সকলেই। হান্নাদ বর্ণনা করেছেন, হুব্বান ইবনে আহীলাহ বলেছেন, পৃথিবীর রমণীদের মধ্যে যারা বেহেশতে যাবে, তারা হবে হূরীদের চেয়ে অধিক সুন্দরী।

আর এখানে 'তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন তোমার প্রভুপালক নিজ অনুগ্রহে' কথাটির অর্থ হবে পুণ্যবান বিশ্বাসীরা যা কিছু পাবে, তা আল্লাহ্র অনুগ্রহেই পাবে। দোজখাগ্নি থেকে পরিত্রাণও তারা লাভ করবে আল্লাহ্র দয়াতেই। কারণ তিনি চিরঅমুখাপেক্ষী এবং সকল ঔচিত্য ও বাধ্যতা থেকে পবিত্র।

হজরত জাবের থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পুণ্যকর্ম কাউকে স্বর্গে নিয়ে যেতে পারবে না। তেমনি রক্ষা করতে পারবে না নরক থেকে। আল্লাহ্র অনুকম্পা ব্যতিরেকে আমিও হতে পারবো না স্বর্গাধিকারী। মুসলিম।

সেখানে আছে দুধ, সুরা, মধু ও নির্মল পানির নহর

"মুত্তাকীদিগকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত; উহাতে আছে নির্মল পানির নহর, আছে দুধের নহর, যাহার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহর, আছে পরিশোধিত মধুর নহর এবং সেথায় তাহাদের জন্য থাকিবে বিভিন্ন ফলমূল, আর তাহাদের প্রভুপালকের পক্ষ হইতে ক্ষমা। মুত্তাকীরা কি তাহাদের ন্যায় যাহারা জাহান্নামে স্থায়ী হইবে এবং যাহাদিগকে পান করিতে দেওয়া হইবে ফুটন্ত পানি, যাহা উহাদের নাড়িভূঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবে"। সুরা মোহাম্মদ, আয়াত ১৫।

পৃথিবীতে পানি, মধু, দুধ, সুরা কোথাও বেশী দিন আবদ্ধ করে রাখলে দূষিত হয়ে পড়ে এবং হয়ে যায় পানের অযোগ্য। কিন্তু বেহেশতের পানি ও দুধের নহর কখনোই সেরকম হবে না। সব সময় থাকবে পবিত্র, নির্মল ও সুস্বাদু। সুরা ও মধুর নহরগুলোর অবস্থাও হবে সেরকম। তাই এখানে বলে দেওয়া হয়েছে, বেহেশতে আছে এমন পানি, দুধ, সুরা ও মধুর নহর, যেগুলো থাকবে সতত

নির্মল। অর্থাৎ সেখানকার পানি, দুধ, মধু, সুরা হবে অত্যন্ত স্বাদবিশিষ্ট ও পরিশোধিত। উল্লেখ্য, বেহেশতের সুরা হবে পবিত্র ও চিত্তপ্রফুল্লকর, পৃথিবীর সুরার মতো অপবিত্র, দুর্গন্ধযুক্ত, ক্ষতিকর ও মত্ততা আনয়নকারী নয়।

এখানে 'আসালিম মুসাফ্ফা' অর্থ পরিশোধিত মধু, যাতে থাকবে না মৃত বা অর্ধমৃত মৌমাছি, মোম অথবা অন্য কোনোকিছুর অপগন্ধ অথবা মিশ্রণ। হজরত মুয়াবিয়া ইবনে হিদাহ বলেছেন, আমি নিজে রসুল স.কে বলতে শুনেছি, বেহেশতে রয়েছে পানি, দুধ, সুরা ও মধুর দরিয়া। তিরমিজি, বায়যাবী।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতের নহরগুলো মেশকের সুরভিযুক্ত এবং সেগুলো প্রবাহিত হবে সেখানকার পর্বতমালা ভেদ করে। ইবনে হাব্বান, হাকেম, বায়হাকী, তিবরানী, ইবনে আবী হাতেম। মাসরুক বলেছেন, জান্নাতের নদীগুলো গর্ত বা নালা দিয়ে প্রবাহিত হবে না, প্রবাহিত হবে সমতলভূমির উপর দিয়ে। ইবনে মোবারক, বায়হাকী।

হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমরা ভাববে, জান্নাতের নদীগুলো খাদে প্রবাহিত। আসলে তা নয়। আল্লাহ্র শপথ! ওই নদীগুলো প্রবাহিত হবে সমতলভূমির উপর দিয়ে। ওগুলোর দুপাশে থাকবে মোতির তাঁবু এবং সেখানকার মাটি হবে মেশকের সুরভিযুক্ত।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সিহুন, জিহুন, নীল ও ফোআত নদী বেহেশত থেকে এসেছে। মুসলিম। হজরত আমর ইবনে আউফ বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেন, চারটি নদী এসেছে জান্নাত থেকে— নীল, ফোরাত, জিহুন, সিহুন। আর চারটি পাহাড় হচ্ছে জান্নাতের পাহাড়— উহুদ, তুর, লবনাল ও উরকান। হজরত কা'ব আহবার বলেছেন, জান্নাতের নীল হচ্ছে মধুর নহর, দজলা দুধের, ফোরাত শরাবের এবং সিহুন পানির। বায়হাকী। হজরত কাবের এমতো বিবৃতি উল্লেখ করার পর বাগবী মন্তব্য করেছেন, জান্নাতের সবকটি নদী কাওসার থেকে প্রবহমান।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, দুনিয়ার এমন কোনো ফল নেই, যা জান্নাতে পাওয়া যাবে না— তিক্ত-মিষ্ট যে রকমই হোক না কেনো। এমনকি মাকাল ফলও সেখানে পাওয়া যাবে। ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মুনজির। তিনি আরও বলেছেন, পৃথিবীতে রয়েছে কেবল সেই ফলগুলোর নাম। এই ফলগুলোর বর্ণ-গন্ধ-স্বাদ কোনোটাই ওই ফলগুলোর বর্ণ-গন্ধ-স্বাদের মতো নয়। হজরত সাওবান বলেছেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, জান্নাতীরা সেখানকার কোনো গাছ থেকে ফল পেড়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে দেখা দিবে নতুন ফল।

জাহান্নাম বলবে, আরও আছে কি

"সেই দিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞাসা করিব, 'তুমি কি পূর্ণ হইয়া গিয়াছো? সে বলিবে, 'আরও আছে কি?' আর জান্নাতকে নিকটস্থ করা হইবে মুত্তাকীদের— কোনো দূরত্ব থাকিবে না। ইহারই প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হইয়াছিলো— প্রত্যেকে আল্লাহ্‌র অভিমুখী, হেফাজতকারীর জন্য— যাহারা না দেখিয়া আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং বিনীত চিত্তে উপস্থিত হয় তাহাদিগকে বলা হইবে; শান্তি র সহিত তোমরা উহাতে প্রবেশ করো; ইহা অনন্ত জীবনের দিন। এখানে তাহারা যাহা কামনা করিবে তাহাই পাইবে এবং আমার নিকট রহিয়াছে আরও অধিক।' সুরা ক্বফ, আয়াত ৩০-৩৫।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যখন জাহান্নামীদেরকে অনবরত জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে থাকবে, তখন সে বলতে থাকবে, আরও অধিক আছে কি? অবশেষে বিশ্বজগতের প্রভুপালক তাঁর আনুরূপ্যবিহীন চরণ স্থাপন করবেন তার উপর। তখন সে কুঞ্চিত হতে থাকবে। ভয়ে জড়সড় হয়ে বলবে, হয়েছে, হয়েছে। তোমার মহামর্যাদার শপথ! আমি এখন ভরপুর হয়ে গিয়েছি। ইবনে আবী আসেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত উবাই ইবনে কাব উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জাহান্নাম যখন তখন অধিক খোরাক চাইতে থাকবে। তখন আল্লাহ্‌পাক তাঁর আনুরূপ্যহীন কদম তার উপরে স্থাপন করবেন। সঙ্গে সঙ্গে সংকীর্ণ হতে থাকবে তার বিভিন্ন অংশ এবং সে বলতে থাকবে, ব্যস্, ব্যস্। হয়েছে। হয়েছে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত পূর্বাহ্নেই স্থিরীকৃত। তিনি বলে দিয়েছেন, জাহান্নামকে পূর্ণ করবো জ্বিন ও মানুষ দিয়ে। মহাবিচারপর্ব সম্পন্ন হওয়ার পর জাহান্নামীদেরকে দলে দলে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং নিক্ষেপ করা হবে অনলাভ্যন্তরে। এভাবে সকল জাহান্নামী জাহান্নামে প্রবেশ করার পরও সে অপূর্ণ থাকবে। অপূর্ণতার অতৃপ্তি প্রকাশার্থে সে বলবে, হে আমার প্রভুপালয়িতা! তুমি কি আমাকে ভরপুর করে দেওয়ার অঙ্গীকার করোনি? তখন আল্লাহ্ তাঁর কুদরতী কদম রাখবেন তার উপর। বলবেন, এখন কি তুমি পরিপূর্ণ হয়েছো? সে বলবে, হ্যাঁ। এখন আমি ভরপুর।

মুত্তাকী অর্থ সাবধানী, আল্লাহ্‌ভীরু, অংশীবাদিতামুক্ত। 'আল্লাহ্‌অভিমুখী' (আউয়াব) বলে ওই ব্যক্তিকে যে পাপমগ্ন হওয়ার পর পাপ থেকে প্রত্যাবর্তন (তওবা) করে। এরকম বলেছেন সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব। শা'বী ও মুজাহিদ বলেছেন, যে ব্যক্তি নির্জনে বসে কৃত পাপের কথা স্মরণ ক'রে আল্লাহ্ সকাশে

ক্ষমাপ্রার্থী হয়, তাকেই বলে আউয়াব। জুহাক 'আউয়াব' এর অর্থ করেছেন 'তাউয়াব' (অধিক তওবাকারী)। হজরত ইবনে আব্বাস শব্দটির অর্থ করেছেন আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনাকারী। কাতাদা বলেছেন, 'আউয়াব ' অর্থ নামাজ পাঠকারী।

'হেফাজতকারী' অর্থ হুজুরে কলবধারী বা একাগ্রচিত্ততাবিশিষ্ট, যে সার্বক্ষণিক সতর্কতা অবলম্বন করে পাপ থেকে, তুচ্ছ মনে করে না ক্ষুদ্রতম পাপকেও। কাতাদা বলেছেন, এর অর্থ যে সকল অধিকার পূরণকে অত্যাবশ্যক করা হয়েছে, সে সকল অধিকার পূরণের বিষয়ে যে সজাগ। জুহাক অর্থ করেছেন, যে নিজের নফসের প্রতি হয় সুবিচারপ্রবণ। শাবী বলেছেন, 'হাফীজ (হেফাজতকারী) অর্থ মোরাকাবাকারী। সুহাইল ইবনে আবদুল্লাহ বলেছেন, ইবাদতের পাবন্দ।

'যারা না দেখে দয়াময় আল্লাহ্‌কে ভয় করে' অর্থ আল্লাহ্‌কে না দেখা সত্ত্বেও যারা ভয় করে আল্লাহ্‌র আযাবকে। আল্লাহ্‌র অপরিমেয় দয়া সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও যারা আল্লাহ্‌র শাস্তি ও অতুষ্টি সম্পর্কে থাকে শংকিত— মুক্ত থাকে দুর্বিনয় ও দুঃসাহস থেকে। এরকম প্রতারণায় পড়ে না যে, পাপ করলেও ক্ষতি নেই, আল্লাহ্‌ তো দয়ালু।

শেষে বলা হয়েছে, 'এখানে তারা যা কামনা করবে, তাই পাবে। এবং আমার নিকট রয়েছে আরও অধিক'। এর অর্থ— বেহেশতবাসীরা যা চাইবে, তাই-ই পাবে। তদুপরি পাবে এমন নেয়ামত, যা তাদের চোখ কখনো দেখেনি, শোনেনি কান, কল্পনা করেনি হৃদয়। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে একটি দীর্ঘ হাদিসে একথাগুলো এসেছে, আল্লাহ্‌ বলবেন, আমি আমার প্রকৃত দাসগণের সঙ্গে এইমর্মে অঙ্গীকার করেছি যে, আমি তাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করাবো। সেখানে তারা যা চাইবে, তাই পাবে। আরও পাবে দ্বিগুণ।

ধৈর্যধারণ করো অথবা না করো, উভয়ই তোমাদের জন্য সমান

"যেদিন উহাদিগকে ধাক্কা মারিতে মারিতে লইয়া যাওয়া হইবে জাহান্নামের অগ্নির দিকে, ইহাই সেই অগ্নি যাহাকে তোমরা মিথ্যা মনে করিতে। ইহা কি যাদু? নাকি তোমরা দেখিতে পাইতেছো না? তোমরা ইহাতে প্রবেশ করো, অতঃপর তোমরা ধৈর্যধারণ করো অথবা ধৈর্যধারণ না করো, উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। তোমরা যাহা করিতে, তাহারই প্রতিফল তোমাদিগকে দেওয়া হইতেছে। মুত্তাকীরা তো থাকিবে জান্নাতে আরাম আয়েশে, তাহাদের প্রভুপালক তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন জাহান্নামের আযাব হইতে, তোমরা যাহা করিতে তাহার প্রতিফল স্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সহিত পানাহার করিতে থাকো। তাহারা বসিবে শ্রেণীবদ্ধভাবে

সজ্জিত আসনে হেলান দিয়া, আমি তাহাদের মিলন ঘটাইবো আয়াতলোচনা হূরের সঙ্গে এবং যাহারা ইমান আনে আর তাহাদের সন্তান-সন্ততি তাহাদের ইমানে অনুগামী হয়, তাহাদের সহিত মিলিত করিব তাহাদের সন্তান-সন্ততিকে এবং তাহাদের কর্মফল আমি কিছুমাত্র হ্রাস করিবো না, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী। আমি তাহাদিগকে দিব ফলমূল এবং গোশত যাহা তাহারা পছন্দ করে। তাহাদের সেবায় নিয়োজিত থাকিবে কিশোরেরা, সুরক্ষিত মুক্তাসদৃশ। তাহারা একে অপরের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, এবং বলিবে, পূর্বে আমরা পরিবার পরিজনের মধ্যে শংকিত অবস্থায় ছিলাম। অতঃপর আমাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করিয়াছেন। আমরা পূর্বেও আল্লাহ্কে আহ্বান করিতাম, তিনি তো কৃপাময়, পরম দয়ালু।" সুরা তুর, আয়াত ১৩–২৮।

এখানকার প্রথম চারটি আয়াতের মর্মবক্তব্য হবে এরকম— সেদিন দোজখের প্রহরীরা তাদের হাত তাদেরই ঘাড়ের সঙ্গে বেঁধে এবং মাথাকে পায়ের সঙ্গে মিলিয়ে ধনুকের মতো করে ধাক্কাতে ধাক্কাতে দোজখের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাবে। বলবে, দ্যাখো, ভালো করে চেয়ে দ্যাখো, এটা হচ্ছে ওই আগুন, যাকে তোমরা পৃথিবীতে থাকতে অস্বীকার করতে। এখন বলো, এটা কি যাদু? তোমরা আল্লাহ্র বাণীকে তখন 'যাদু' বলতে। দ্যাখো, কী, দেখতে পাচ্ছো না নাকি? তোমরা তো আল্লাহ্র নবীগণের মাধ্যমে প্রকাশিত অলৌকিক নিদর্শনসমূহকে তখন দেখেও না দেখার ভান করতে। এখন তোমরা দোজখে প্রবেশ করো। সেখানে ভোগ করো মর্মন্তুদ শাস্তি। তোমাদের ধৈর্য অথবা অধৈর্যের কোনো প্রতিক্রিয়া সেখানে হবে না। যা কিছুই তোমরা করতে চাওনা কেনো, তোমাদের উপরে শাস্তি হতে থাকবে নিরবচ্ছিন্নভাবে। আর একথাও জেনে রাখো যে, এ হচ্ছে তোমাদের কৃতকর্মের প্রতিফল, আরোপিত কোনোকিছু নয়।

পরের আয়াতগুলোতে দেওয়া হচ্ছে বেহেশতবাসী ও তাদেরকে প্রদত্ত অফুরন্ত সম্ভোগসম্ভারের বিবরণ। আরও বলা হয়েছে বেহেশতবাসীদের সঙ্গে সেখানে তাদের ইমানদার সন্তান-সন্ততির সাক্ষাৎ করানো হবে তাদের চিত্তশান্তির জন্য। অর্থাৎ বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন ইমানদার পিতামাতার দলভূত হতে গেলে তাদের সন্তান-সন্ততিদেরকে সাধারণ ইমানদার হলেও চলবে। এমনকি এমতো ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে প্রবিধানগত ইমানও। অর্থাৎ শিশু ও পাগলেরাও ইমানদার পিতামাতার অনুগামী হিশেবে তখন হবে তাদেরই দলসম্পৃক্ত। হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, মহান আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের চক্ষু শীতল করণার্থে তাদের নিম্নমর্যাদাধারী সন্তান-সন্ততিদের সম্মানও বৃদ্ধি করে দিবেন। এরপর তিনি স. আবৃত্তি করলেন 'যারা ইমান আনে, আর তাদের সন্ত ান-সন্ততির ইমানে তাদের অনুগামী হয়, তাদের সঙ্গে মিলিত করবো তাদের সন্তান-সন্ততিকে'।

'গিলমানুল্লাহুম' অর্থ কিশোর সেবকেরা, গেলেমানেরা। তারা হবে স্বচ্ছ মুক্তাসদৃশ সুদর্শন। হজরত আনাস থেকে ইবনে আবিদ্ দুনিয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সর্বনিম্ন মর্যাদাধারী বেহেশতীর সেবায় সদাপ্রস্তুত থাকবে দশ হাজার গেলেমান। তিনি আরও বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, ন্যূনতম সম্মানাধিকারী বেহেশতীর জন্য সকাল-সন্ধ্যায় নিয়োজিত থাকবে পাঁচ হাজার পরিচারক। তাদের প্রত্যেকের হাতে এমন পানপাত্র থাকবে, যা অন্যের হাতে থাকবে না।

'মাকনুন' অর্থ— সুরক্ষিত মুক্তাদানাসদৃশ আচ্ছাদিত, শুভ্র, পরিচ্ছন্ন, সুন্দর। বাগবী লিখেছেন, হজরত হাস্সান বলেছেন, একবার সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! সেখানকার সেবকেরা যদি এরকম হয়, তবে যারা সেবা গ্রহণ করবেন, তারা কীরকম হবে? কাতাদা বলেছেন, আমার কাছে এই মর্মে বিবৃতি পৌঁছেছে যে, এক লোক একবার রসুল স. কে প্রশ্ন করলো, হে আল্লাহ্র নবী! খাদেমের হাল যদি এরকম হয়, তবে মখদুমের হাল কী রকম হবে? তিনি স. বললেন, খাদেমদের তুলনায় তারা হবে তারকারাজির তুলনায় পূর্ণশশী।

তোমরা তোমাদের প্রভুপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে

"অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাইবে উহাদের লক্ষণ হইতে, উহাদিগকে পাকড়াও করা হইবে মাথার ঝুঁটি ও পা ধরিয়া। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভুপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে? ইহাই সেই জাহান্নাম, যাহা অপরাধীরা অস্বীকার করিত, উহারা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করিবে। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভুপালনকর্তার কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে? আর যে আল্লাহ্র সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তাহার জন্য রহিয়াছে দুইটি উদ্যান। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভুপালয়িতার কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে? উভয়ই বহু শাখা-পল্লববিশিষ্ট। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভুনিয়ন্তার কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে? উভয় উদ্যানে রহিয়াছে প্রবহমান দুই প্রস্রবণ, সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভুনিয়ন্ত্রয়িতার কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে? উভয় উদ্যানে রহিয়াছে প্রত্যেক ফল দুই দুই প্রকার। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভুরক্ষাকর্তার কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে? সেথায় উহারা হেলান দিয়া বসিবে পুরু রেশমের আস্তরবিশিষ্ট ফরাসে, দুই উদ্যানের ফল হইবে নিকটবর্তী। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভুরক্ষকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে? সেই সকলের মাঝে রহিয়াছে বহু আনতনয়না, যাহাদিগকে পূর্বে কোনো মানুষ অথবা জ্বিন স্পর্শ করে নাই। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভুউপাস্যের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে? তাহারা যেনো পদ্মরাগ ও প্রবাল। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভুজীবনদাতার কোন্ অনুগ্রহ

অস্বীকার করিবে? উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ছাড়া আর কী হইতে পারে? সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভুমৃত্যুদাতার কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে? এই উদ্যানদ্বয় ব্যতীত আরও দুইটি উদ্যান রহিয়াছে। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভুঅনুগ্রহদাতার কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে? ঘন সবুজ এই উদ্যান দুইটি। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভুবিচারকর্তার কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে? উভয় উদ্যানে আছে উচ্ছলিত দুই প্রস্রবণ। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভুক্ষমাকারীর কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে? সেথায় রহিয়াছে ফলমূল–খর্জুর ও আনার। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভুপ্রার্থনাপূরণকারীর কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে? সেই উদ্যানসমূহের মধ্যে আছে সুশীলা, সুন্দরীগণ। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভুনিয়ন্ত্রয়িতার কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে? তাহারা হূর, তাঁবুতে সুরক্ষিতা। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভুশাস্তিদাতার কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে? ইহাদিগকে ইতিপুর্বে কোনো মানুষ অথবা জ্বিন স্পর্শ করে নাই। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভুপ্রেমাস্পদের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে? উহারা হেলান দিয়া বসিবে সবুজ তাকিয়ায় ও সুন্দর গালিচার উপরে। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভুমাবুদের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে? কতো মহান তোমার প্রভুচিরন্তনের নাম, যিনি মহিমময় ও মহানুভব।" সুরা আর রহমান, আয়াত ৪১–৭৮।

এখানে প্রথমে দেওয়া হয়েছে একটি সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নটি হচ্ছে, তখন আযাবের ফেরেশতারা তাদেরকে শনাক্ত করতে পারবে কীভাবে? এর উত্তরেই এখানে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের চেহারায় পাপের ছাপ থাকবে। ওই ছাপ দেখেই তারা তাদেরকে চিনে নিতে পারবে। তখন তাদের চেহারা হবে ঘোর কৃষ্ণবর্ণের এবং চোখগুলো হবে গাঢ় নীল। এক আয়াতে একথা বলা হয়েছে এভাবে 'সেদিন কতিপয় অবয়ব হবে শুভ্রোজ্জ্বল এবং কতিপয় চেহারা হবে কৃষ্ণবর্ণ। মুখতাফ তাঁর দীবাজ গ্রন্থে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, এই মাত্র আমাকে জিবরাইল জানালেন, আল্লাহ্ বলেন, বিশ্বাসীদের জন্য 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' শান্তির কারণ হবে তার মৃত্যুতে, কবরে ও পুনরুত্থানে (হাশরে)। পুনরুত্থানকালে আপনি দেখবেন, কেউ কেউ মাথা থেকে মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে কবর থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছে আর বলছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' 'ওয়াল হামদুলিল্লাহ'। তাদের চেহারা হবে শুভ্র। আবার কেউ কেউ সমাধি থেকে উঠতে থাকবে 'হায় আক্ষেপ' 'হায় আক্ষেপ' বলে বিলাপ করতে করতে। তাদের চেহারা হবে কালো।

আবু ইয়ালা বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস 'অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের লক্ষণ দেখে' এই আয়াতের ব্যাখ্যাব্যাপদেশে বলেছেন, ওই

বিচারের দিবসে সুদখোরদেরকে দেখলেই চেনা যাবে। তারা তখন হবে ভাবলেশহীন যাদুগ্রস্ত লোকের মতো।

সুপরিণত সূত্রে হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে আবী শায়বা ও ইবনে আবী হাতেম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. একবার বললেন, আল্লাহ্ সেদিন কোনো কোনো লোককে প্রজ্জ্বলিত মুখবিশিষ্ট অবস্থায় ওঠাবেন। জিজ্ঞেস করা হলো, হে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ! তাদের পরিচয়? তিনি স. বললেন, তারা ওই সকল লোক, যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে 'যারা এতিমের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করে, তারা তাদের উদরপূর্তি করে আগুন দিয়ে'।

বাযযার বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু হোরায়রা ও হজরত জাবের বর্ণনা করেন, অহংকারীরা পুনরুত্থিত হবে পিপীলিকার মতো ক্ষুদ্র আকৃতি নিয়ে। এ প্রসঙ্গে হাদিস রয়েছে অনেক। 'সুনান' রচয়িতা চতুষ্টয় ও হাকেম সুপরিণত সূত্রে হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি স্বচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও যাচনা করে, শেষ বিচারের দিনে সে উপস্থিত হবে তার মুখে আঘাতের চিহ্ন নিয়ে।

বোখারী ও মুসলিমও এরকম বর্ণনা করেছেন। সুপরিণত সূত্রে হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে কোনো বিশ্বাসীর হত্যাকাণ্ডে অর্ধেক কথা বলেও সাহায্য করবে, হাশর প্রান্তরে তার কপালে লেখা থাকবে 'আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ' এরকম আরও বর্ণনা করেছেন আবু নাঈম হজরত ওমর থেকে এবং বায়হাকী হজরত ইবনে ওমর থেকে। ইবনে খুজাইমা ও ইবনে হাব্বান বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, কোনো ব্যক্তি কেবলামুখী হয়ে মসজিদের দেয়ালে নাকের শ্লেষ্মা নিক্ষেপ করলে তার ময়লা থাকবে তার মুখাবয়বে, যখন সে উপস্থিত হবে হাশরপ্রান্তরে।

তিবরানী তাঁর আল আওসাত পুস্তকে সুপরিণত সূত্রে হজরত সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পৃথিবীতে যে দু'মুখো নীতি নিয়ে চলবে, পরবর্তী পৃথিবীতে সে উত্থিত হবে দু'টি অগ্নিময় মুখ নিয়ে।

তিবরানী ও আবিদ্ দুনিয়া সুপরিণত সূত্রসহযোগে হজরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেন, যে দুরকম কথা বলে, শেষ বিচারের সময় সে উপস্থিত হবে জ্বলন্ত দুটি জিহ্বা নিয়ে। সুনান রচয়িতাগণ, হাকেম ও ইবনে হাব্বান সুপরিণত সূত্রসহযোগে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দুই স্ত্রীধারী ব্যক্তি স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা না করলে শেষ বিচারের প্রান্তরে তার অর্ধাঙ্গ হবে ঝুলন্ত। অপর বর্ণনায় এসেছে, তখন শরীরের এক পাশ ঝুলে থাকবে। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, মহাবিচারের দিবসে আমার উম্মত উপস্থিত হবে দশ শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে। তার মধ্যে এক শ্রেণীর আকৃতি হবে বানরের মতো। যথাসূত্রপরম্পরাবিশিষ্ট হাদিসসমূহে এসেছে, অন্যায়ভাবে আত্মসাৎকৃত সম্পদ মহাবিচারের দিবসে চাপিয়ে দেওয়া হবে আত্মসাৎকারীর

কাঁধে। সুপরিণতসূত্রে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, সেদিন গনিমতের অপহৃত সামগ্রী আরোহণ করবে তার অপহারকের স্কন্ধে।

জুহাক বলেছেন, দু'টি উদ্যান বা দু'টি বেহেশত পাবে ওই ব্যক্তি, যে প্রকাশ্যে ও গোপনে পুণ্যকর্ম করে ও আল্লাহ্কে ভয় করে, বেঁচে থাকে পাপকর্ম থেকে। আর এরকম সে করে কেবল আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে। সে মনে মনে এরকমও চায়, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ তার আমল সম্পর্কে অবগত না হোক।

মুকাতিল বলেছেন, ওই দু'টি বেহেশত হচ্ছে জান্নাতে আদন ও জান্নাতে নাঈম। এরকমও বলা হয়ে থাকে যে, মানুষের মধ্যে যারা আল্লাহ্কে ভয় করে, তাদেরকে দেওয়া হবে একটি বেহেশত। আর একটি দেওয়া হবে ওই সকল জ্বিনকে, যারা আল্লাহ্ভীরু। যেহেতু এই সুরায় মানুষকে ও জ্বিনকে বার বার সম্বোধন করে বলা হয়েছে, সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভুপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? তাই তাদের মধ্যে বেহেশত বণ্টন করা হবে এভাবে। আর একটি অর্থ এরকমও হওয়া সম্ভব যে, আল্লাহ্ভীরু যারা, তাদের প্রত্যেককেই দেওয়া হবে বেহেশতের দু'টি করে বাগিচা। এমতো ব্যাখ্যার আলোকে এরকম না বলারও কোনো কারণ নেই যে, তাদের প্রত্যেকের জন্য থাকবে চারটি করে উদ্যান, দুইয়ের দ্বিগুণ চার— এই হিশেবে। কেননা পূর্বের আয়াতে এ দু'টো ছাড়াও 'তাদের জন্য রয়েছে আরও দু'টি উদ্যান' এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে এই আয়াতকে। এভাবে প্রত্যেকের ভাগে পড়বে চারটি করে উদ্যান। হাদিস শরীফেও এরকম বলা হয়েছে। সুতরাং এখানকার 'জান্নাতান' অর্থ দুই ধরনের উদ্যান বা বেহেশত এবং ওগুলোর সংখ্যা হবে মোট চারটি। একটি রূপার— তার পান পাত্র ও অন্যান্য আসবাবপত্র হবে রূপার। আর একটি সোনার— তার তৈজসপত্র ও অন্যান্য আসবাবও হবে সোনার। বেহেশতবাসী ও আল্লাহ্র মধ্যে তখন বিরাজ করবে চারটি পর্দা। আর তারা আল্লাহ্র দীদার লাভ করবে জান্নাতে। বোখারী ও মুসলিম এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন হজরত আবু মুসা আশায়ারী থেকে। বাগবী হজরত আবদুল্লাহ কর্তৃক ইবনে কায়েস থেকে এবং আহমদ, তায়ালাসী ও বায়হাকী হজরত আবু মুসা আশয়ারী থেকে। হাদিসের ভাষ্য এরকম— রসুল স. বলেছেন, জান্নাতুল ফেরদাউস মোট চারটি। দু'টি স্বর্ণের— তার অট্টালিকা, পানপাত্র ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম সবকিছুই স্বর্ণনির্মিত। আর দু'টো হবে রৌপ্যের— তার পানপাত্র আসবাবপত্রও রৌপ্যনির্মিত।

'আ'ন্নানি তাজ্বরিয়ান' অর্থ বহমান দুই প্রস্রবণ— উপরের দিক থেকে, অথবা নিচের দিক থেকে। অর্থাৎ বেহেশতীরা যে রকম ইচ্ছা করবে, সেরকমভাবে যে কোনো দিক থেকে বইতে থাকবে প্রস্রবণ দু'টো। আয়াতের মর্ম এরকম নয় যে, দু'টি বেহেশতে রয়েছে কেবল দুটি নদী। বরং বুঝতে হবে, দু'টি করে নদী

প্রবহমান থাকবে প্রতিটি বেহেশতে। অর্থাৎ নদী হবে সেখানে দুরকমের, তার সংখ্যা যতো বেশী হোক না কেনো। কেননা এক আয়াতে বলা হয়েছে 'তাতে আছে নির্মল পানির নহর, যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, দুগ্ধস্রোতস্বিনী, যার আস্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নদী, আছে পরিশুদ্ধ মধুর তটিনি। এই আয়াতের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, পানি, দুধ, সুরা ও মধু এই চার প্রকারের বহুসংখ্যক নদী রয়েছে সেখানে।

হাসান বসরী সূত্রে বাগবী লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতে রয়েছে চারটি নহর। তার মধ্যে দু'টি প্রবাহিত হয় আরশের তলদেশ থেকে, যার একটি সম্পর্কে এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ওয়া ইউফাজ্জিরুনাহা তাফজ্বিরা' (আর তা থাকবে প্রবাহিত অবস্থায়)। দ্বিতীয়টির নাম 'যানজাবীল'। অপর দুটি হবে 'সালসাবিল' ও 'তাসনীম'।

এরপর বেহেশতের ফলমূলের কথা বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, দুই প্রকারের ফল অর্থ একটি শুকনো, অপরটি সরস। বাগবী লিখেছেন, পৃথিবীর সব ফলই বেহেশতে থাকবে। এমনকি 'হানযাল' নামক তিক্ত ফলও। কিন্তু সেখানকার হানযাল তিক্ত হবে না।

'ফুরুশিম বা ত্বয়িনুহা মিন ইসতাবরাক্ব' অর্থ পুরু রেশমের আস্তরবিশিষ্ট ফরাশ। ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, তোমাদেরকে ওই রেশমী ফরাশের ভিতরের দিকের সংবাদ দেওয়া হয়েছে, তাহলে বোঝো তার বাইরের দিকটি হবে কীরকম। বাগবী এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে মাসউদ ও হজরত আবু হোরায়রা থেকে। আবু নাঈম বর্ণনা করেছেন সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, দুই ফরাশের ভিতরের অবস্থা যদি এরূপ হয়, তবে ভাবতে চেষ্টা করো বাইরের অবস্থা কী রকম হবে। এক আয়াতে তাই বলা হয়েছে 'কাজেই তোমরা জানোনা, যা গোপন করা হয়েছে তোমাদের দৃষ্টির অন্তরালে'। বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ভিতরের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে এখানে, বাইরের বিবরণ দেওয়া হয়নি। কেননা ভূপৃষ্ঠে তার কোনো দৃষ্টান্ত নেই।

'জানাল জান্নাতাইনি দান' অর্থ দুই উদ্যানের ফল হবে নিকটবর্তী। বেহেশতবাসীরা বেহেশতের বৃক্ষ থেকে ফল আহরণ করতে পারবে বিনা শ্রমে। কেননা ফলের গুচ্ছগুলো থাকবে তাদের নাগালের মধ্যে। সাঈদ ইবনে মনসুর, বায়হাকী এবং হান্নাদ বর্ণনা করেছেন, এক আয়াতের ব্যাখ্যাসূত্রে হজরত বারা ইবনে আজীব বলেছেন, বেহেশতবাসীরা দাঁড়িয়ে, শুয়ে, বসে সর্বাবস্থায় ফল ভক্ষণ করতে পারবে। বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্‌র দাসগণ দাঁড়িয়ে বসে যে ভাবে ইচ্ছা সেখানকার বৃক্ষ থেকে ফল পেড়ে খেতে পারবে।

'সেই সকলের মাঝে রয়েছে বহু আনতনয়না' অর্থ বেহেশতের প্রাসাদমালার মাঝে অথবা সেখানকার অনুগ্রহসম্ভারের মধ্যখানে থাকবে বহুসংখ্যক আনতনয়না লজ্জাবতী হূর, যাদের দৃষ্টি তাদের স্বামী ছাড়া অন্য কারো প্রতি পতিত হবে না। তারা হবে কুমারী।

সাঈদ ইবনে মনসুর ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, শাবী বলেছেন, পৃথিবীর বিশ্বাসবতীদেরকে পুনঃ সৃষ্টি করা হবে কুমারীরূপে। তাদের সম্পর্কেই এই আয়াতে বলা হয়েছে 'যাদেরকে পূর্বে কোনো মানুষ ও জ্বিন স্পর্শ করেনি'। কালাবীও এরকম বলেছেন।

'তারা যেনো পদ্মরাগ ও প্রবাল' এই বাক্যটি সম্পর্কে আবু সালেহ ও সুদ্দীর উল্লেখ করে বায়হাকী বলেছেন 'ইয়াকুত' ও 'মারজ্বান' অর্থ পদ্মরাগমণির শুভ্রতা এবং প্রবালপ্রস্তরের স্বচ্ছতা। আর এক বর্ণনায় এসেছে, ঝিনুকের ভিতরের মুক্তা যেমন অস্পর্শিত, স্বচ্ছ ও অম্লান থাকে, বেহেশতের হূরীরা সেরকম। কাতাদা বলেছেন, হূরীরা হবে ইয়াকুতের স্বচ্ছতা ও মারজানের শুভ্রতার মিলিত সৌন্দর্যের প্রতিচ্ছবি মনিকাঞ্চন।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স.বলেছেন, যারা প্রথমে বেহেশতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা হবে পূর্ণিমার চাঁদের মতো সুউজ্জ্বল। থুথু, শ্লেষ্মা, মলমূত্র ত্যাগ— এ সব কিছু তাদের থাকবেই না। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তারা পীড়িত হবে না। তাদের আহারের পাত্র ও চিরুনী হবে স্বর্ণ ও রৌপ্যের। হাতের অঙ্গুরীয় হবে মোতির। শরীরের স্বেদকণা হবে মেশকের সুরভিমাখা। প্রত্যেকে পাবে দু'জন স্ত্রী, যাদের উরুদেশ এতো স্বচ্ছ হবে যে, অভ্যন্তরভাগ দৃষ্টিগোচর হবে। তাদেরমতানৈক্য-হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। সকলেই হবে সমমতাবলম্বী। তারা সেখানে সকাল-সন্ধ্যায় বিভোর থাকবে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনায়। তিরমিজি, বায়হাকী।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে তিরমিজি ও বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত এবং কেবল তিরমিজি কর্তৃক বিশুদ্ধআখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতে প্রবেশকারী প্রথম দলটি হবে পূর্ণিমার শশীসদৃশ সুন্দর। দ্বিতীয় দলটি হবে আকাশের অধিকতর প্রোজ্জ্বল নক্ষত্ররাজির মতো। তারা সেখানে প্রত্যেকে পাবে দু'জন করে সঙ্গিনী। তাদের প্রত্যেকের পরিধানে থাকবে সত্তর স্তরবিশিষ্ট স্বচ্ছতার বসন। তবু ওই বসন ভেদ করে বিচ্ছুরিত হবে তাদের জানুদ্বয়ের সৌন্দর্যচ্ছটা। তিবরানী ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, রক্তিম শরাব যেমন স্বচ্ছ কাঁচের বোতলের বাইরে থেকেও দৃষ্টিগোচর হয়, জান্নাতের হরিণাক্ষি হূরীদের পায়ের গোছাও তেমনি তাদের সত্তুরস্তরবিশিষ্ট বস্ত্রভেদ করে দৃষ্টিগোচর হবে। দেখা যাবে পায়ের ভিতরের গোশত ও হাড়। হজরত আমর ইবনে মায়মুন থেকে বাগবীও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে আহমদ, ইবনে হাব্বান ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. 'তারা যেনো পদ্মরাগ ও প্রবাল' এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, জান্নাতী হূরদেরকে পর্দার আড়াল থেকে আয়নার চেয়ে অধিক পরিষ্কারভাবে দেখা যাবে। আর তাদের অলংকারগুলোর মধ্যে যেটি হবে সবচেয়ে কম সৌন্দর্যের, সেটির সৌন্দর্যচ্ছটাও এরকম হবে যে, পৃথিবীর পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত একসাথে উজালা করে দিবে। আর তাদের শরীরে থাকবে সত্তর ভাঁজের অতিস্বচ্ছ বসন। তৎসত্ত্বেও বসন ভেদ করে নয়নগোচর হবে তাদের উরুদেশের সৌন্দর্য।

হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সত্তুরটি রেশমী কাপড়ের ভিতর দিয়ে জান্নাতের হূরদের পায়ের গোছা পরিদৃষ্ট হবে। আল্লাহ্পাক তাই বলেছেন, 'কা আন্নাহুন্না ইয়াকুতু ওয়াল মারজান' (তারা যেনো পদ্মরাগ ও প্রবাল)। ইয়াকুত হচ্ছে এমন পাথর, যা ছিদ্র করে ওই ছিদ্রে সুতো ঢুকিয়ে দিলে বাইরে থেকে সুতো দেখা যায়।

'উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার' কথাটির অর্থ বাগবীর বর্ণনায় এসেছে এভাবে— হজরত আনাস বলেছেন, রসুল স. একবার এই আয়াত পাঠ করলেন। তারপর বললেন, তোমরা কি জানো একথার মাধ্যমে আল্লাহ্ কী বলতে চেয়েছেন? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর বার্তাবাহকই এ সম্পর্কে ভালো জানেন। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্ বলতে চেয়েছেন, আমি যাকে তাওহীদ দান করে ধন্য করেছি, তার প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' স্বীকৃতি দিয়েছে, অনুসরণ করেছে রসুল স. এর শরীয়তের, তার বিনিময় জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, জান্নাতের খেজুর গাছের কাণ্ড সবুজ জমরুদের এবং তার পাতার বর্ণ হবে লাল। আর তার আঁশ দিয়ে বানানো হবে জান্নাতবাসীদের পরিচ্ছদ। জান্নাতের ফল মটকার মতো বড়, দুধের চেয়েও শাদা, মধুর চেয়ে মিষ্টি এবং মাখনের চেয়ে নরোম। তার ভিতরে আঁটি থাকবে না। ইবনে আবিদ্ দুনিয়া লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বেহেশতের খেজুর হবে বারো হাত লম্বা এবং তার ভিতরে বিচি থাকবে না। তিনি আরও বলেছেন, একটি আনারের চারপাশে বসে তা ভক্ষণ করবে কয়েকজন বেহেশতবাসী। আর খাওয়ার সময় যদি অন্য কিছু ভক্ষণের কথা মনে পড়ে যায়, তবে সঙ্গে সঙ্গে তা চলে আসবে তাদের হাতের মুঠায়। হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমি বেহেশতের মধ্যে আনার দেখেছি। আনারগুলো পালান খাটানো উটের মতো বড়।

'খইরাতুন হিসান' অর্থ 'সুশীলা সুন্দরীগণ'। বাগবী লিখেছেন, হাসান তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, উম্মতজননী হজরত উম্মে সালমা রা. বর্ণনা

করেছেন, আমি একবার রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলাম, হে প্রত্যাদেশিত পুরুষ! ‘ফীহিন্না খইরাতুন হিসান’ অর্থ কী? তিনি স. বললেন, তারা হবে সতী-সাধ্বী ও সুন্দরী। তিবরানী। ইবনে মোবারক বর্ণনা করেছেন, ইমাম আওজায়ী বলেছেন, তারা হবে রূপবতী, সুমন্দভাষিণী- দম্ভিনী নয়। তারা কাউকে ক্লেশ দিবে না।

‘তারা হূর, তাঁবুতে সুরক্ষিতা’— এখানে ‘হূর’ অর্থ হাওরা। আর হাওরা বলে ওই সকল রমণীদের, যাদের চোখের মণি খুব কালো এবং শাদা অংশ খুব শাদা। চোখের পাতা ও পালকও খুব সুন্দর। অথবা যাদের চোখ হরিণীর চোখের মতো টানা টানা। কৃষ্ণ-কাজল আঁখি। এমন চোখ সাধারণত মানুষের হয় না। মেয়েদের চোখের বেলাতেই সাধারণত এরকম বিশেষণ ব্যবহার করা হয়। অভিধান গ্রন্থে এরকমই বলা হয়েছে।

হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বেহেশতের ধনুকের ফিতার সমান সামান্য জায়গাও পৃথিবী ও তন্মধ্যবর্তী সকলকিছু থেকে উত্তম। আর বেহেশতের নারীরা পৃথিবীর দিকে একবার তাকালে সারা পৃথিবী হয়ে যাবে আলোকিত ও সুবাসিত। তাদের মাথার ওড়না পৃথিবী ও সমস্ত সৃষ্টিজগত থেকে উত্তম। বোখারী ও ইবনে আবিদ্ দুনিয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত কা’ব আহবার বলেছেন, কোনো হূর যদি তার করপল্লব পৃথিবীর দিকে প্রসারিত করে দেয়, তবে পৃথিবী আলোকময় হবে এমনভাবে, যেমনভাবে আলোকিত হয় সূর্যালোকে।

‘তাঁবুতে সুরক্ষিতা’ সম্পর্কে বাগবী লিখেছেন, তাঁবুতে সুরক্ষিতা ওই সকল হূর তাদের স্বামী ছাড়া অন্য কারো দিকে দৃষ্টিপাত করবে না। ওই তাঁবু হবে মোতি ও রৌপ্যনির্মিত। হজরত আনাস থেকে বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, মেরাজ রজনীতে আমি জান্নাতের কইদাহ নামক স্থানে পৌঁছলাম। সেখানে দেখলাম জবরজদ, লাল ইয়াকুত ও মোতি নির্মিত অনেক তাঁবু। তাঁবুবাসিনী হূরেরা আমাকে বললো, আস্সালামু আলাইকুম ইয়া রসুলাল্লহ! আমি জিজ্ঞেস করলাম, ভ্রাতা জিবরাইল! কারা এভাবে আমাকে সালাম প্রদান করলো? জিবরাইল বললেন, তাঁবুতে সুরক্ষিতা হূরগণ। তারা আপনার প্রভুপালকের কাছে সালামপ্রদানের অনুমতি চেয়েছিলো। তিনি তাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন। এরপর হুরেরা বলতে লাগলো, আমরা চিরআনন্দময়ী, বেদনাহীনা। আমরা এখানে চিরউপস্থিতিনী, প্রস্থানবিগর্হিতা।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস থেকে বাগবী লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, বেহেশতের প্রতিটি তাঁবু ষাট হাত চওড়া। তাঁবুগুলো উজ্জ্বল মোতির, সেখানকার এক প্রান্তের অধিবাসিনীরা অপর প্রান্তবাসিনীদেরকে দেখতে পাবে না। ওই তাঁবুগুলো থাকবে বিশ্বাসীগণের অধিকারে। হজরত আবু মুসা আশয়ারী থেকে

বোখারী এবং মুসলিমও এরকম বর্ণনা করেছেন। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তাঁবুগুলো হবে উজ্জ্বল মোতির। ওগুলোর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ হবে এক ফরসখ করে। সেগুলোতে থাকবে চারশ' করে স্বর্ণের কপাট। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তাঁবুগুলো হবে চমকদার মোতির। পরিণত সূত্রে হজরত ইবনে ওমর থেকেও এরকম বর্ণনা এসেছে। অপরিণত সূত্রে আবু মাজলায থেকে ইবনে জারীরও এরকম বর্ণনা করেছেন।

ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে আবিদ দুনিয়া বর্ণনা করেছেন, হজরত মিস্ওয়ার বলেন, প্রত্যেক বিশ্বাসীর জন্য একটি পছন্দনীয় জায়গা থাকবে। ওই জায়গায় থাকবে একটি করে তাঁবু। তাঁবুর দরজা থাকবে চারটি। সেগুলি দিয়ে প্রতিদিন প্রবেশ করবে নিত্য নতুন উপঢৌকন। বেহেশতের ললনারা হবে উন্নাসিকতা ও দর্পবিবর্জিতা। তাদের মুখে ও কপালে কোনো দুর্গন্ধ থাকবে না।

পৃথিবীর বিশ্বাসবতীরা হবে হূরবালাদের চেয়ে উত্তম। বায়যাবীর বর্ণনায় এসেছে জননী উম্মে সালমা বলেছেন, আমি একবার নিবেদন করলাম, হে নবীপ্রবর! পৃথিবীর পত্নীরা উত্তম, না হূরবালারা? তিনি স. বললেন, পৃথিবীর পত্নীরা। যেমন অন্তর্বাস উত্তম হয় বহির্বাসের চেয়ে। আমি বললাম, কারণ? তিনি স. বললেন, তাদের নামাজ-রোজার কারণে। আল্লাহ্ তাদের অবয়ব সমুজ্জ্বল করে দিবেন নূরের ছটায়। আর তাদেরকে পরতে দিবেন রেশমী পরিচ্ছদ। তারা হবে গৌরবর্ণা। বসনের রঙ হবে সবুজ এবং আবরণ হবে হরিদ্রাভ। অঙ্গুরীয় মোতির ও চুড়ি স্বর্ণের। তারা সেখানে বলতে থাকবে আমরা শান্তিময়ী, দুঃখনাশিনী। এটা আমাদের চিরকালীন নিলয়। এখান থেকে আমরা কখনও প্রস্থান করবো না। আমরা সতত সন্তোষিনী, অসন্তোষবিবর্জিতা। তাদেরকে স্বাগতম, যারা আমাদের জন্য এবং আমরা যাদের জন্য। আমি নিবেদন করলাম, হে রসুলপ্রবর! একাধিকবার বিবাহবদ্ধা নারী যদি বেহেশতিনী হয় এবং তার সকল স্বামীই যদি হয় বেহেশতবাসী, তবে সে কোন স্বামীর সঙ্গে থাকবে? তিনি স. বললেন, সেটা নির্ভর করবে তার ইচ্ছার উপর। তবে সে তাকেই পছন্দ করবে, যে পৃথিবীতে ছিলো অন্যাপেক্ষা অধিক চরিত্রবান। আমি বললাম, তাহলে পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীতে সচ্চরিত্রতাই অধিক অগ্রগামী। হান্নাদের বর্ণনায় এসেছে, হাব্বান ইবনে জাবালা বলেছেন, বেহেশতীগণের স্ত্রী বেহেশতে প্রবেশ করলে তারাই হবে হূর ললনাদের চেয়ে অধিক মর্যাদাসম্পন্না। আর এরকম মর্যাদা তারা পাবে পৃথিবীর জীবনের শুভ কৃতকর্মের কারণে।

তোমরা বিভক্ত হয়ে পড়বে তিন শ্রেণীতে

"এবং তোমরা বিভক্ত হইয়া পড়িবে তিন শ্রেণীতে— ডান দিকের দল, কতো ভাগ্যবান ডান দিকের দল! এবং বাম দিকের দল, কতো হতভাগ্য বাম দিকের দল! আর অগ্রবর্তীগণই তো অগ্রবর্তী, উহারাই নৈকট্যপ্রাপ্ত— নেয়ামতপূর্ণ উদ্যানে; বহুসংখ্যক হইবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হইতে, এবং অল্পসংখ্যক হইবে পরবর্তীদের মধ্য হইতে। স্বর্ণখচিত আসনে উহারা হেলান দিয়া বসিবে, পরস্পর মুখামুখি হইয়া। তাহাদের সেথায় ঘোরাফিরা করিবে চিরকিশোরেরা। পানপাত্র, কুঁজা ও প্রস্রবণ নিঃসৃত সুরা পূর্ণ পেয়ালা লইয়া। সেই সুরাপানে তাহাদের শিরঃপীড়া হইবে না, তাহারা জ্ঞানহারাও হইবে না। এবং তাহাদের পছন্দ মতো ফলমূল, আর তাহাদের ইস্পিত পাখির গোশত লইয়া, আর তাহাদের জন্য থাকিবে আয়তলোচনা হূর, সুরক্ষিত মুক্তাসদৃশ, তাহাদের কর্মের পুরস্কার স্বরূপ। সেথায় তাহারা শুনিবে না কোনো অসার অথবা পাপবাক্য, 'সালাম' আর 'সালাম' ব্যতীত। আর ডান দিকের দল, কতো ভাগ্যবান ডান দিকের দল। তাহারা থাকিবে এমন উদ্যানে যেখানে আছে কণ্টকহীন কুলবৃক্ষ, কাঁদি ভরা কদলী, সম্প্রসারিত ছায়া, সদাপ্রবহমান পানি ও প্রচুর ফলমূল, যাহা শেষ হইবে না ও যাহা নিষিদ্ধও হইবে না। আর সমুচ্চ শয্যাসমূহ; উহাদিগকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি বিশেষরূপে— উহাদিগকে করিয়াছি কুমারী, সোহাগিনী ও সমবয়স্কা, ডান দিকের লোকের জন্য। তাহাদের অনেকে হইবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হইতে, এবং অনেকে হইবে পরবর্তীদের মধ্য হইতে। আর বাম দিকের দল, কতো হতভাগ্য বাম দিকের দল। উহারা থাকিবে অত্যুষ্ণ বায়ু ও উত্তপ্ত পানিতে, কৃষ্ণবর্ণ ধুম্রের ছায়ায়, যাহা শীতল নয়, আরামদায়কও নয়। ইতিপূর্বে উহারা তো মগ্ন ছিল ভোগবিলাসে এবং উহারা অবিরাম লিপ্ত ছিল ঘোরতর পাপকর্মে। আর উহারা বলিত মরিয়া অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত হইলেও কি উত্থিত হইব আমরা? এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণ? বলো অবশ্যই পূর্ববর্তীগণ ও পরবর্তীগণ— সকলকে একত্র করা হইবে এক নির্ধারিত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে। অতঃপর হে বিভ্রান্ত অস্বীকারকারীরা! তোমরা অবশ্যই আহার করিবে যাক্কুম বৃক্ষ হইতে, এবং উহা দ্বারা তোমরা উদর পূর্ণ করিবে, পরে তোমরা পান করিবে উহার উপর অত্যুষ্ণ পানি— আর পান করিবে তৃষ্ণার্ত উটের ন্যায়। কিয়ামতের দিন ইহাই হইবে উহাদের আপ্যায়ন। সুরা ওয়াক্বিয়া, আয়াত ৭–৫৬।

প্রথমোক্ত আয়াত ষষ্ঠকের মর্মার্থ হচ্ছে— হে সর্বশ্রেষ্ঠ রসুলের উম্মত! শোনো মহাপ্রলয়ের পর যখন পুনরুত্থান ঘটবে, তখন মহাবিচারের স্থানে তোমরা উপস্থিত হবে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে। ডান দিকে যারা থাকবে, তারা

ভাগ্যবান। হতভাগ্য হবে কেবল বাম দিকের লোকগুলো। আর মহামর্যাদার অধিকারী হবে তারা, যারা থাকবে সম্মুখে। তারাই অগ্রবর্তী, পুণ্য ও নৈকট্য উভয় দিক থেকে। তাদের মধ্যে পূর্ববর্তীরাই সংখ্যায় বেশী হবে। আর পরবর্তীদের সংখ্যা হবে কম।

এখানে 'অগ্রবর্তীগণই তো অগ্রবর্তী' অর্থ ইসলাম, ইবাদত ও নৈকট্যভাজনতার দিক থেকে এরাই অগ্রগামী। বলা বাহুল্য, এ পথের নেতৃবর্গ হচ্ছেন নবী-রসুলগণ। আর তাঁদের একান্ত অনুগামী সাহাবীগণ ও তাদের কিছুসংখ্যক একনিষ্ঠ অনুসারী। তাঁরা আল্লাহ্র সত্তাসঞ্জাত জ্যোতিচ্ছটায় স্নাত এবং নবুয়তের উৎকর্ষতার উত্তারাধিকারধন্য। সেকারণেই হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যারা হিজরতে অগ্রগামী, তারা পরকালেও অগ্রগামী। ইকরামা বলেছেন 'অগ্রবর্তী' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে তাঁদেরকে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন সর্বাগ্রে। অর্থাৎ রসুল স. এর সম্মানিত সহচরবৃন্দ। ইবনে সিরীন বলেছেন, তাঁরা হচ্ছেন মুহাজির ও আনসার, যারা নামাজ পাঠ করেছিলেন উভয় কেবলার দিকে মুখ করে। রবী বিন আনাস বলেছেন, রসুল স. এর প্রতি বিশ্বাসে যারা পৃথিবীতে অগ্রগামী, তারাই অগ্রগামী জান্নাতের পথে।

হজরত আলী বলেছেন, এখানে অগ্রবর্তী বলে বুঝানো হয়েছে তাদেরকে, যারা নামাজের বিষয়ে অন্যাপেক্ষা অগ্রগামী। বর্ণিত বক্তব্যগুলো দৃষ্টে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, এখানে অগ্রবর্তী অর্থ সাহাবায়ে কেরাম রিদ্বওয়ানাল্লাহি তায়ালা আলাইহিম আজমাঈন। হজরত আলী বলেছেন, 'আমি যখন বালক, তখনও আমি ছিলাম ইসলামের অগ্রবর্তী।'

হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. বলেছেন, সাহাবীগণ সকলেই ছিলেন কামালিয়তে নবুয়তের নূরে স্নাত। তাবেয়ীগণের মধ্যেও অধিকসংখ্যক ছিলেন এরকম। এরপর থেকে কামালিয়তে নবুয়তের নূর অন্তরালবর্তী হতে থাকে। বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে কামালিয়তে বেলায়েতের। এভাবে হাজার বৎসর গত হওয়ার পর এই উম্মতের কোনো এক ব্যক্তিকে নবীর চরিত্রে চরিত্রবান করে সৃষ্টি করা হলো। মহান আল্লাহ্ই তাকে কামালিয়তে নবুয়তের নূরে স্নাত হবার সৌভাগ্য দান করলেন। এভাবেই শেষ যুগ হয়ে গেলো প্রথম যুগসদৃশ। রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মত বৃষ্টিসদৃশ। তাই অনুমান করা কঠিন, এদের কোন যুগ শ্রেষ্ঠ— প্রথম, না শেষ। তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আনাস থেকে। ইমাম জাফর সাদেক তাঁর পিতা ও পিতামহের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, শুভসংবাদ গ্রহণ করো। শোনো সুসমাচার— আমার উম্মত বৃষ্টির মতো, তাই বুঝা যায় না, এর প্রথমাংশ উৎকৃষ্ট, না শেষ অংশ। অথবা আমার উম্মত উদ্যানের মতো। হজরত আবু দারদা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতের উত্তম অংশ হচ্ছে প্রথম ও শেষ অংশ। মধ্যামাংশে রয়েছে অমসৃণতা। হাকেম, তিরমিজি।

রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ হচ্ছে আমার যুগ। তৎপর তাদের যুগ, যারা আমার যুগের লোকদেরকে পেয়েছে। অতঃপর তাদের যুগ, যারা দ্বিতীয় যুগের লোকদের সঙ্গে মিলিত। এরপর আসবে এমন যুগ, যে যুগের লোকেরা ডাকার আগেই সাক্ষ্য দিতে আসবে। তারা গচ্ছিত সম্পদ আত্মসাৎ করবে এবং মানত পূর্ণ করবে না। বোখারী, মুসলিম। মুসলিম ও নাসাঈও যথাক্রমে হজরত আবু হোরায়রা এবং হজরত ওমর থেকে এরকম বর্ণনা করেছেন। তিরমিজি ও হাকেম হজরত ইমরান থেকে যে বর্ণনা করেছেন, তাতে 'খইরুল কুরুনি কুরনি' এর স্থলে উল্লেখ করা হয়েছে 'খইরুন্ নাসি কুরনী'। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বোখারী ও মুসলিম কৃত বর্ণনায় 'খইরুল কুরুনি' (শ্রেষ্ঠ যুগ) এর বদলে উল্লেখিত হয়েছে 'খইরুন্ নাস' (শ্রেষ্ঠ মানুষ)। জননী আয়েশা সিদ্দীকা থেকেও মুসলিম এরকম বর্ণনা করেছেন। সুপরিণত সূত্রে হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমার সাহাবীগণকে মন্দ বোলো না। তোমাদের উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণদানও তাদের এক সের অথবা অর্ধসের খাদ্যদানের সমতুল হবে না।

আহমদ, বায্যার ও তিবরানী যথাসূত্রপরম্পরায় বর্ণনা করেছেন, হজরত জাবের বলেছেন, আমি স্বকর্ণে শুনেছি, রসুল স. একবার বললেন, আমি আশা করি বেহেশতীদের এক তৃতীয়াংশ হবে আমার উম্মত। একথা শুনে আমি উচ্চারণ করলাম 'আল্লাহু আকবর'।

হজরত বুরায়দা থেকে তিরমিজি, হাকেম ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতীদের সারি হবে একশত কুড়িটি। তন্মধ্যে আশিটি সারি হবে আমার উম্মতের। তিরমিজি বলেছেন, বর্ণনাটি উত্তম পর্যায়ের। আর হাকেম একে শনাক্ত করেছেন যথাসূত্রসম্বলিত বলে। তিবরানী এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন হজরত আবু মুসা, হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত মুয়াবিয়া ইবনে জায়েদা এবং হজরত ইবনে মাসউদ থেকে।

'তাদের সেবায় ঘোরাফিরা করবে চিরকিশোরেরা' অর্থ বেহেশতের গেলেমানেরা সারাক্ষণ প্রস্তুত থাকবে বেহেশতবাসীদের সেবায়। তারা সব সময় কিশোরই থাকবে। তাদের শরীরে পরিদৃষ্ট হবে না বয়সজনিত কোনো পরিবর্তন। হাসান বলেছেন, তারা হবে পৃথিবীবাসীদের পাপ-পুণ্যবিহীন শিশুসন্তান। অর্থাৎ পুণ্যকর্মবিচ্যুত ও পাপবিবর্জিত বলে যে সকল শিশুসন্তানের সওয়াব ও আযাব কোনোটাই নেই, তারাই হবে জান্নাতবাসীদের চিরকিশোর সেবক। ইবনে মোবারক, হান্নাদ ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, সবচেয়ে নিম্নমর্যাদাধারী জান্নাতবাসী যে হবে, তার সেবকের সংখ্যা হবে হাজারের বেশী। তারা তার নির্দেশ পালন করার জন্য তার কাছে ঘোরাফিরা করতে থাকবে। আর তারা প্রত্যেকে নিয়োজিত থাকবে কেবল একটি করে কাজের

দায়িত্বে। সুপরিণতসূত্রে হজরত আনাস থেকে ইবনে আবিদ্ দুনিয়া বর্ণনা করেছেন, সবচেয়ে কম মর্যাদাধারী জান্নাতী যে হবে, তার খেদমতগার থাকবে দশ হাজার। হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, সর্বাপেক্ষা নিম্নসম্মানধারী জান্নাতবাসীর কাছে সকালসন্ধ্যায় আনাগোনা করতে থাকবে পাঁচ সহস্র সেবক। তাদের প্রত্যেকের হাতে থাকবে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের আহার্য ও ফলভর্তি পাত্র। একজনের পরিবেশিত আহার্যসামগ্রীর সঙ্গে অন্যজনের পরিবেশিত আহার্যসামগ্রীর কোনো মিল থাকবে না। আর জান্নাতবাসীরা নিম্নমানের নয়। তবে তাদের মধ্যে অবশ্যই থাকবে মর্যাদার ন্যূনাধিক্য।

'ওয়া লাহমি ত্বইরিন' অর্থ ইপ্সিত পাখির গোশত। অর্থাৎ যে পাখির গোশত তারা খেতে চাইবে, তা-ই খেতে পারবে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, জান্নাতবাসীরা কোনো পাখির গোশত খেতে চাইলে সঙ্গে সঙ্গে সেই পাখি সশরীরে তার সামনে এসে যাবে। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বায্যার, ইবনে আবিদ্ দুনিয়া ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বেহেশতে তোমরা যে পাখি খেতে চাইবে, সঙ্গে সঙ্গে সেই পাখির ভূনা গোশত হাজির করা হবে তোমাদের সামনে। ইবনে আবিদ্ দুনিয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবী উমামা বলেছেন, বেহেশতবাসী যে পাখির গোশত ভক্ষণের ইচ্ছা প্রকাশ করবে, সেই পাখি সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যাবে বেহেশতী উটের মতো বড়। পরক্ষণেই পাখিটির ভূনা গোশত হাজির করা হবে তার দস্তরখানায়। অথচ ওই গোশত হবে ধোঁয়া ও আগুনের স্পর্শহীন। পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহারপর্ব সমাধা হলে ওই পাখিটিই আবার উড়ে চলে যাবে। হজরত হুজায়ফা থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, বেহেশতের পাখি হবে উটের মতো বৃহাদাকৃতির। একথা শুনে হজরত আবু বকর বললেন, তাহলে তো সে উট থাকবে খুবই আরামে আয়াশে। তিনি স. বললেন, তার চেয়ে অধিক আরামে থাকবে ওই সকল লোক, যারা তাকে ভক্ষণ করবে। তিনি স. আরও বললেন, ওই উট যারা ভক্ষণ করবে, তুমিও তাদের একজন। হজরত আনাস থেকে আহমদ এবং তিরমিজিও এরকম বর্ণনা করেছেন।

হাসান বসরী সূত্রে হান্নাদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বেহেশতের পাখিরা হবে বুখতি উটের মতো বড়। তারা বেহেশতবাসীদের কাছে চলে আসবে। তারা সেগুলোর গোশত ভক্ষণ করবে। তারপর আবার সেগুলো উড়ে চলে যাবে। দেখে মনে হবে না তাদের শরীরের কোনো অংশ ঘাটতি হয়েছে। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে হান্নাদ ও ইবনে আবিদ্ দুনিয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বেহেশতে রয়েছে সত্তর হাজার পাখাবিশিষ্ট অসংখ্য পাখি। ওগুলো নিজেরাই উড়ে এসে বেহেশতবাসীদের আহার্যাধারে পড়বে এবং পাখা ঝাপটাতে থাকবে। তখন তাদের প্রতিটি পাখা থেকে বিচ্ছুরিত হতে থাকবে

বরফশুভ্র দ্যুতি। এগুলোর গোশত হবে মাখনের চেয়ে নরোম এবং স্বাদ হবে মধুর চেয়ে মিষ্টি। আহারপর্ব শেষে ওগুলো উড়াল দিবে।

হান্নাদের বর্ণনায় এসেছে, মুগীছ ইবনে সামাহী বলেছেন, বেহেশতে এমন কোনো স্থান নেই, যেখানে তুবা বৃক্ষের পাতার ছায়া পড়ে না। ওই বৃক্ষে শোভা পাবে বিভিন্ন রঙের ফল। আর ওই বৃক্ষশাখায় এসে বসবে বুখতি উটের মতো বড় বড় পাখি। বেহেশতবাসীরা গোশত খেতে চাইলে ইশারায় ওগুলোকে ডাকবে। সঙ্গে সঙ্গে ওই পাখি এসে বসবে তাদের দস্তরখানায়। তারা তখন পাখির ভূনা গোশত খাবে। তার দুই পার্শ্ব ভক্ষণ করার পর আবার পাখি পূর্বরূপ ধারণ করবে এবং উড়ে চলে যাবে।

'হূরুন য়ীন' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে আয়তআখিনী হূরীদেরকে। তারা হবে কালো ও ডাগর চোখের অধিকারিনী। বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, জননী উম্মে সালমা রা. বলেছেন, আমি একদিন নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র বার্তাবাহক! 'হূরুন য়ীন' অর্থ কী? তিনি স. বললেন গৌরবর্ণা বেহেশতীবালা, যাদের চোখের পাতা শুকুনীর পালকের মতো।

বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, বেহেশতে এক ধরনের আলো চমকাতে থাকবে। তখন বেহেশতবাসীরা বলাবলি করবে, হূরীদের কেউ তার দয়িতের সামনে হেসে ফেলেছে। এটা তার দাঁতের ঝলক। এরকমও বর্ণনা করা হয়েছে যে, হূরীদের পদবিক্ষেপের সময় তাদের গায়ের অলংকারগুলোও আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করবে। পবিত্রতা বর্ণনা করবে হাতের চুরি, কণ্ঠের হার। পায়ে থাকবে তাদের স্বর্ণের পাদুকা। তার ফিতা হবে মোতির। তার সকল কিছুই মুখরিত থাকবে আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনায়।

যারা 'আসহাবুল ইয়ামিন' (ডান দিকের দল) তাদের জন্য কী কী সুখোপকরণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, সেগুলোর বিবরণ দেওয়া হয়েছে এখানের ২৭ থেকে ৩৮ সংখ্যক আয়াতে। যারা বিশুদ্ধচিত্ত ও প্রশান্ত প্রবৃত্তির অধিকারী, তারাই ডান দিকের দল। মহাবিচারের দিবসে নবী-রসুলগণের মতো তাঁদেরকেও পাপীবিশ্বাসীগণের সুপারিশকারী বানানো হবে। তাঁদের সুপারিশে সেদিন অনেক পাপীবিশ্বাসীকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। অথবা কারো সুপারিশ ছাড়াই তিনি তাদেরকে মাফ করে দিবেন। কিংবা তাদেরকে শাস্তি দিয়ে নিষ্পাপ করে দিবেন। শেষে তাদেরকে মিলিয়ে দিবেন পুণ্যবান ও আল্লাহ্ভীরুদের সঙ্গে। শাস্তির মাধ্যমে তাদেরকে তখন এমনভাবে পাক সাফ করে দেওয়া হবে, যেমন আগুনে ঝলসিয়ে দূর করে দেওয়া হয় লোহার মরিচা।

'ফী সিদ্রীম মাখদ্দুদ' অর্থ তারা অবস্থান করবে এমন কাননে, যেখানে থাকবে কণ্টকবিহীন কুলবৃক্ষ। বায়যাবীর বর্ণনায় এসেছে, একবার এক বেদুইন জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্র রসুল! আল্লাহ্ তাঁর কালামে এমন গাছের উল্লেখ করলেন

কেনো, যা স্পর্শ করলে মানুষের কষ্ট হয়। তিনি স. বললেন, কোন গাছ? সে বললো, কুল গাছ। কুল গাছে তো কাঁটা থাকে। তিনি স. বললেন, ওই গাছগুলোতে কাঁটা থাকবে না, সে কথাও তিনি বলেছেন। কাঁটাগুলোকে কেটে ওগুলোর স্থানে সৃষ্টি করে দিবেন ফল। ওই ফলগুলো ফেটে যাবে এবং সেগুলোর মধ্য থেকে বেরিয়ে আসবে বাহাত্তর রকম রঙের রঙীন খাবার। এক রঙের সঙ্গে অন্য রঙের সাদৃশ্যও থাকবে না। উত্বা ইবনে আবদ্ থেকে তিবরানীও এরকম বর্ণনা করেছেন।

'মানদ্বূদ' অর্থ প্রচুর ফলমূল— স্তরে স্তরে সাজানো। ইবনে মোবারক, হান্নাদ ও বায়হাকী লিখেছেন, মাসরুক বলেছেন, বেহেশতের খেজুর গাছ আগা গোড়া ফলে ভরপুর থাকবে। ফলগুলো হবে মটকার মতো বৃহদাকৃতির। একটি ফল ছিঁড়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তদস্থলে সৃষ্টি হবে আর একটি ফল। ফলের এক একটি গুচ্ছ হবে বারো হাত লম্বা। বাগবী লিখেছেন, মাসরুক বলেছেন, বেহেশতের গাছগুলো গোড়া থেকে শীর্ষদেশ পর্যন্ত ফলে ভর্তি হয়ে থাকবে।

'জিল্লিম্ মামদ্বূদ' অর্থ সম্প্রসারিত ছায়া। অর্থাৎ ওই ছায়া, সূর্যোদয়ের পূর্বে যা চরাচর জুড়ে বিস্তৃত হয়ে থাকে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বেহেশতে একটি বৃক্ষ রয়েছে, যার ছায়া কোনো অশ্বরোহী একশত বৎসর তার ঘোড়া ছুটিয়েও অতিক্রম করতে পারবে না। যদি এর প্রমাণ চাও, তবে পাঠ করো 'ওয়া জিল্লিম্ মামদ্বূদ'। ইমাম আহমদও এরকম বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্ত হিশেবে এসেছে এই কথাটুকু 'সে গাছের পাতাসমূহ বেহেশতকে ছেয়ে ফেলবে'। হান্নাদ তাঁর 'আজ্জুহুদ' পুস্তকে লিখেছেন, এই হাদিসের সংবাদ যখন হজরত কাবের নিকট পৌঁছলো তখন তিনি বললেন, শপথ ওই সত্তার, যিনি মুসার উপরে তওরাত এবং মোহাম্মদের উপর কোরআন অবতীর্ণ করেছেন, কেউ যদি পাঁচ বছর অথবা চার বছর বয়সী উটে চড়ে ওই গাছের চারপাশে প্রদক্ষিণ করতে চায়, তবে বৃদ্ধ হয়ে গেলেও তার প্রদক্ষিণ শেষ হবে না। বরং সে উট থেকে পড়ে যাবে। আল্লাহ্ তাঁর আনুরূপ্যবিহীন হাতে বৃক্ষটি রোপণ করেছেন। আর তার শাখা-প্রশাখা বেহেশতের সীমানা ছাড়িয়েও বিস্তৃত হয়ে আছে। বেহেশতের সাগর ওই বৃক্ষের গোড়া থেকে উৎসারিত। ইকরামা সূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত আব্বাস বলেছেন, আরশের পাশে বেহেশতের মধ্যে একটি সুবিশাল বৃক্ষ রয়েছে। বেহেশতবাসীরা ওই বৃক্ষের গোড়ায় বসে কথাবার্তা বলতে থাকবে। তখন তাদের কারো কারো মনে পড়বে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকার সঙ্গীতের কথা। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্পাক সেখানে একটি বাতাস প্রবাহিত করবেন। ওই বাতাসে বৃক্ষটি আন্দোলিত হতে থাকবে। আর তার মধ্য থেকে ভেসে আসবে মনোমুগ্ধকর সঙ্গীতমুর্ছনা।

'যা শেষ হবে না ও যা নিষিদ্ধ হবে না' এই আয়াত সম্পর্কে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ফল ছিঁড়ে নেওয়া সত্ত্বেও বেহেশতের গাছগুলো ফলশূন্য হবে না। শূন্যস্থান পূর্ণ হবে সঙ্গে সঙ্গে। আর ইচ্ছা মতো ফল ছিঁড়ে নেওয়ার ব্যাপারে কোনো নিষেধাজ্ঞাও থাকবে না। এমতো বক্তব্যের সমর্থনে রয়েছে হজরত সাওবান কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, কোনো বেহেশতী ব্যক্তি সেখানকার গাছ থেকে ফল পেড়ে নিলে সঙ্গে সঙ্গে তদস্থলে সৃষ্টি করে দেওয়া হবে নতুন ফল। বায্যার, তিবরানী। বাগবী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এভাবে— বেহেশতের গাছ থেকে কোনো ফল পেড়ে নেওয়া হলে আল্লাহ্ সেখানে দ্বিগুণ ফল সৃষ্টি করে দিবেন। কোনো কোনো বিদ্বান কথাটির অর্থ করেছেন এভাবে— সেখানে মওসুম বলে কিছু থাকবে না বিধায় ওই ফল কখনো দুষ্প্রাপ্য হবে না এবং মূল্য দিয়ে ক্রয় করতে হবে না বলে ওই ফল আহরণ তাদের কারো জন্য নিষিদ্ধ হবে না।

'আর সমুচ্চ শয্যাসমূহ' এই আয়াত সম্পর্কে বাগবী লিখেছেন, হজরত আলী কথাটির অর্থ করেছেন— মশারীর উপরে স্থাপিত চাদর। কোরআন ব্যাখ্যাতাগণের একটি দল বলেছেন 'মারফুয়াতিন' অর্থ উঁচু-নিচু। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা ও বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত এবং কেবল তিরমিজি কর্তৃক উত্তমসূত্রসম্বলিত আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. জানিয়েছেন, ওই শয্যাগুলোর একটি থেকে অন্যটির ব্যবধান হবে আকাশপৃথিবীর ব্যবধানের সমান। তিরমিজির বর্ণনা এরকম— ওই শয্যাসমূহের উচ্চতা হবে পৃথিবী থেকে আকাশের উচ্চতার সমান। আর একটির সঙ্গে অপরটির ব্যবধান হবে পাঁচ শত বৎসরের পথের দূরত্বের সমান।

'তাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি বিশেষভাবে' অর্থ— আমি হূরীদেরকে বিশেষ পদ্ধতিতে প্রজন্মায়নের নীতি-নিয়ম ছাড়া, নতুন ও অভাবিতপূর্বভাবে সৃষ্টি করেছি। বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এই আয়াতের মর্মার্থ হবে— যে সকল বিশ্বাসবতী পৃথিবীতে বৃদ্ধা হয়ে যায়, মাথার কেশ হয়ে যায় শাদা বা শাদাকালো মিশ্রিত, তাদেরকে তখন আল্লাহ্ বিশেষভাবে সৃষ্টি করবেন। তাদেরকে দান করবেন নতুন যৌবন।

'তাদেরকে করেছি কুমারী' অর্থ তাদের স্বামীরা তাদেরকে সব সময় কুমারী অবস্থায় পাবে। বিষণ্নতা কখনো তাদেরকে স্পর্শ করবে না। শা'বী সূত্রে সাঈদ ইবনে মনসুর, বায়যাবী এবং হজরত আনাস থেকে তিরমিজি ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এ সম্পর্কে বলেছেন, বয়োবৃদ্ধা, লোমাচর্মা ও চোখে ছানি পড়ে যাওয়া বিশ্বাসিনীদেরকে আল্লাহ্ কুমারী বানিয়ে দিবেন। হাসান বসরী সূত্রে বায়হাকী ও ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, বেহেশতে

কোনো বৃদ্ধা প্রবেশ করবে না। একথা শুনে জনৈকা বৃদ্ধা কাঁদতে শুরু করলেন। তিনি স. সাহাবীগণকে বললেন, ওকে বলে দাও, বৃদ্ধা তখন আর বৃদ্ধা থাকবে না। হয়ে যাবে যুবতী ইনশাআল্লাহ্।

বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, জননী উম্মে সালমা রা. বলেছেন, আমি একবার নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! 'উরুবান আত্রাবান' অর্থ কী? তিনি স. বললেন, জটাধারিনী ও ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধা বিশ্বাসবতী। পরকালে আল্লাহ্ তাদেরকে কুমারীরূপে সৃষ্টি করবেন। 'উরুবান' অর্থ সোহাগিনী এবং আত্রাবান অর্থ সমবয়স্কা। তারা জান্নাতে হবে তাদের স্বামীর সমবয়সিনী। উভয়ের অনন্তকালীন বয়স হবে তেত্রিশ।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বালক অথবা বৃদ্ধ যে কোনো বয়সে পৃথিবী পরিত্যাগকারী বিশ্বাসীগণ ও বিশ্বাসবতীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে যুবক যুবতী করে। তাদের সকলেরই বয়স সেখানে হবে তেত্রিশ। তাদের বয়স বাড়বেও না, কমবেও না। জাহান্নামীরাও হবে তেত্রিশ বৎসর বয়সের । তিরমিজি, আবু ইয়ালা, ইবনে আবিদ্ দুনিয়া।

হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতবাসীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে খালি গায়ে, শ্মশ্রু-গুম্ফবিহীন বদনে এবং খত্নাবিহীন রূপে ও চোখে সুরমা লাগিয়ে। সকলের বয়স সেখানে হবে তেত্রিশ।

হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতবাসীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন তারা হবে পিতা আদমের মতো ষাট হাত লম্বা এবং তাদের শরীর হবে নবী ইউসুফের মতো সুন্দর। আর তাদের বয়স হবে নবী ঈসার আকাশারোহণপূর্ব বয়সের সমান। অর্থাৎ তেত্রিশ বৎসর। তাদের ভাষা হবে আরবী। খালি গায়ে থাকবে তারা। তাদের মুখমণ্ডল হবে শ্মশ্রু-গুম্ফহীন। চোখ থাকবে সুরমাশোভিত। তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাঁর 'আল আওসাত' নামক গ্রন্থে উত্তম সূত্রপরম্পরাযোগে।

এরপর বলা হয়েছে 'তাদের অনেকে হবে পূর্ববতীদের মধ্য থেকে এবং অনেকে হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকে'। একথার অর্থ— যারা অগ্রবতী (আউয়ালীন), আল্লাহ্র নৈকট্যভাজন এবং যারা ডান দিকের দলের অন্তর্ভুক্ত তারা যেমন এই উম্মতের পূর্বসুরীদের মধ্যে অনেক হবে, তেমনি উত্তরসুরিদের মধ্যেও হবে অনেক। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন আবুল আলিয়া, মুজাহিদ, আতা ইবনে আবী রেবাহ ও জুহাক। সাঈদ ইবনে যোবায়েরের বরাত দিয়ে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, উভয় দলই হবে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার রসুল স. আমাদের কাছে এসে বললেন, আমার সামনে সমস্ত উম্মতকে একত্র করা

হলো। নবী-রসুলগণ ছিলেন তাঁদের আপনাপন উম্মতের সঙ্গে। দেখলাম, কোনো নবীর সঙ্গে রয়েছে একজন, কোনো নবীর সঙ্গে রয়েছে দু'জন, কোনো নবীর সঙ্গে একটি দল, আবার কোনো নবীর সঙ্গে কোনো লোকই নেই। এরপর হঠাৎ দেখলাম অসংখ্য লোক। মনে হলো তারা যেনো দিকচক্রবাল রুদ্ধ করে ফেলেছে। আমাকে বলা হলো, এরা আপনার উম্মত। এদের সত্তর হাজার লোক বিনা হিশাবে বেহেশতে চলে যাবে। আর এরা তারা, যারা ভাগ্য গণনা করে না, মন্ত্র পড়ে না, শরীরে উল্কি আঁকে না। তারা সবসময় নির্ভর করে তাদের পরম প্রভুপালনকর্তার উপর। একথা শুনে এগিয়ে এলেন উক্কাশা ইবনে মুহসীন। নিবেদন করলেন, হে মহামান্য রসুল! আমি কি ওই দলে থাকতে পারবো? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। এরকম আর একজন দাঁড়িয়ে একই প্রশ্ন করলেন। তিনি স. বললেন, উক্কাশা তোমার চেয়ে অগ্রগামী হয়ে গিয়েছে।

হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, গত রাতে আমার সামনে আনা হয়েছিলো নবীগণ ও তাঁদের অনুসারীদেরকে। দেখলাম, নবী মুসা বনী ইসরাইলের ভিড়ের মধ্য থেকে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, হে আমার প্রভুপালক! ইনি কে? আল্লাহ্ জানিয়ে দিলেন, আপনার ভ্রাতা মুসা। তার সঙ্গের লোকেরা বনী ইসরাইল। আমি বললাম, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! আমার উম্মত কোথায়? বলা হলো, দক্ষিণে দৃষ্টিপাত করুন। পরক্ষণেই দেখলাম, মক্কার সকল প্রান্তর মানুষে মানুষে ভরপুর। ঘোষণা দেওয়া হলো, এরা আপনার উম্মত। আপনি কি পরিতুষ্ট? আমি নিবেদন করলাম, হ্যাঁ। বলা হলো, বাম দিকে তাকান। আমি বাম পাশে তাকালাম। দেখলাম, দিগন্তবিস্তৃত অসংখ্য মানুষ। বলা হলো, এরাও আপনার উম্মত। আপনি কি পরিতৃপ্ত? আমি বললাম, হ্যাঁ। বলা হলো— এদের সঙ্গে রয়েছে আরও সত্তর হাজার। তারা বিনা হিশাবেই বেহেশতে প্রবেশ করবে। এরপর রসুল স. আমাদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, যদি তোমরা ওই সত্তুর হাজারের সঙ্গে শামিল হতে চাও, হয়ে যাও। যদি তা না হতে পারো, তবে হও ডান দিকের দলের অন্তর্ভুক্ত। আর তাদের সাথে মিশতে না পারলে মিশে যাও সম্মুখবর্তী দিগন্তবিস্তৃত সুবিশাল দলটির সঙ্গে। আমি দেখতে পাচ্ছি সম্মুখবর্তী দলের লোকদের মধ্যে ভালো-মন্দ মিশ্রিত।

এরপরের আয়াতগুলোর মর্মার্থ হবে এরকম— হে আমার রসুল! অগ্রবর্তী ও ডানদিকের দলের কথা তো শুনলেন, এবার শুনুন বাম দিকের দলের বৃত্তান্ত। তারা বাম হাতে আমলনামা পাবে এবং প্রবেশ করবে জাহান্নামে। সেখানে তারা থাকবে অত্যন্ত উত্তপ্ত বাতাস ও ফুটন্ত পানিতে, ঘোর কালো ধোঁয়ায় আচ্ছাদিত অবস্থায়। শীতলতা অথবা স্বস্তির লেশমাত্রও সেখানে থাকবে না। এরকম পরিণতি হবে তাদের অনপনেয় পৃথিবীপ্রসক্তি, কুপ্রবৃত্তিপ্রীতি ও বিরামহীন পাপকর্মের

কারণে। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা মরে গিয়ে মাটিতে মিশে গিয়েছে। আমরা মরে গেলেও সেরকম হবে। সুতরাং পুনরুত্থান অসম্ভব। হে আমার রসুল! আপনি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে জানিয়ে দিন, আল্লাহ্‌র কাছে অসম্ভব বলে কিছু নেই। তিনি পুনরুত্থান ঘটাবেনই। হিশাব গ্রহণের জন্য যথাসময়ে ও যথাস্থানে সকলকে একত্র করবেনই। তাঁর অভিপ্রায় ও প্রতিজ্ঞা অবাস্তবায়িত থাকা অসম্ভব। অতএব হে বিভ্রান্ত! হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী! তোমাদেরকে অবশ্যই জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সেখানে তোমাদেরকে খেতে দেওয়া হবে অতি বিস্বাদপূর্ণ স্থানে অতি কুৎসিৎদর্শন যাক্কুম বৃক্ষ। প্রচণ্ড ক্ষুধার তাড়নায় তোমরা ওই ভয়ংকর খাদ্যই গলাধঃকরণ করতে বাধ্য হবে। কিন্তু তা আটকে যাবে তোমাদের গলায়। ফলে পিপাসায় ছটফট করতে থাকবে তোমরা। চিৎকার করবে পানি পানি বলে। দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি। তৃষ্ণার্ত উটের মতো তোমরা তখন ওই অসম্ভব গরম পানি পান করতে বাধ্য হবে। এভাবেই তোমাদেরকে আপ্যায়ন করা হবে জাহান্নামে। আর ওই আপ্যায়ন হবে বিরতিহীন, সমাপ্তিবিহীন।

এমন বাণিজ্য, যা রক্ষা করবে মর্মন্তুদ শাস্তি থেকে

"হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদিগকে এমন বাণিজ্যের সন্ধান দিব, যাহা তোমাদিগকে রক্ষা করিবে মর্মন্তুদ শাস্তি থেকে? উহা এই যে, তোমরা আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসুলে বিশ্বাস স্থাপন করিবে এবং তেমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ করিবে। ইহাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানিতে। আল্লাহ্‌ তোমাদের পাপ ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; এবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। ইহাই মহাসাফল্য।" সুরা সফ্‌ফ, আয়াত ১০-১২।

এখানে 'জান্নাতি আদ্‌নিন' অর্থ স্থায়ী জান্নাত। আদন অর্থ অবস্থান করা, থেমে যাওয়া, প্রতিষ্ঠিত হওয়া ইত্যাদি। কুরতুবী লিখেছেন, জান্নাত সাতটি— ১. দারুস সালাম ২. দারুল খুলদ ৩. দারুল হালাল ৪. জান্নাতি আদন ৫. জান্নাতুল মাওয়া ৬. জান্নাতুল নাঈম ৭. জান্নাতুল ফেরদৌস। আবার কোনো কোনো বিবরণে এসেছে চারটি, যেগুলোর বর্ণনা কোরআন মজীদে এসেছে এভাবে— 'আর যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দুটি উদ্যান'। 'এ দুটি ছাড়া আছে আরও দুটি উদ্যান'।

হজরত আবু মুসা আশয়ারী থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দু'টি জান্নাত রৌপ্যনির্মিত। ওই জান্নাত দু'টোর আসবাবপত্র রৌপ্যের। আর অপর দু'টো স্বর্ণের। ও দু'টোর প্রাসাদমালা ও সাজসরঞ্জাম

সোনার। আর আদন জান্নাতে আল্লাহ্ ও জান্নাতবাসীদের মাঝখানে পর্দারূপে বিরাজ করবে কেবল আল্লাহ্র মহিমা-মহত্বের চাদর। এই চারটি জান্নাত হচ্ছে— আদন, খুলদ, মাওয়া ও দারুস্ সালাম। হাকেম ও তিরমিজি এই বিবরণটিকেই পছন্দ করেছেন। আবু শায়েখ তাঁর 'কিতাবুল আজমতে' হজরত ইবনে ওমর থেকে বর্ণনা করেছেন, চারটি জিনিস আল্লাহ্ নিজ হাতে বানিয়েছেন— আরশ, আদন, কলব ও আদম। তারপর আল্লাহ্ সকল কিছু সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বলেছেন 'হও'। সঙ্গে সঙ্গে সকল কিছু সৃজিত হয়েছে।

ইবনে মোবারক, তিবরানী, আবু শায়েখ ও বায়হাকী হজরত আবু হোরায়রা এবং হজরত ইমরান ইবনে হোসেন থেকে বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. এর কাছে 'এবং স্থায়ী জান্নাতের বাসগৃহে' এই আয়াতের অর্থ জানতে চাওয়া হলো। তিনি স. বললেন, মোতির একটি প্রাসাদ, যার মধ্যে রয়েছে সত্তরটি ঘর, প্রত্যেক ঘরে বিছানো রয়েছে একটি করে ফলক। আর প্রত্যেক ফলকের উপর প্রস্তুত রয়েছে সত্তর রকমের আহার্য। প্রতিটি ঘরে রয়েছে অনেক সেবক-সেবিকা। একজন জান্নাতবাসীকে প্রতিদিন সকালে এভাবে আপ্যায়ন করা হবে।

সেদিন তোমাদের কিছুই গোপন থাকবে না

"সেইদিন উপস্থিত করা হইবে তোমাদিগকে এবং তোমাদের কিছুই গোপন থাকিবে না। তখন যাহাকে তাহার আমলনামা দক্ষিণ হাতে দেওয়া হইবে, সে বলিবে 'লও, আমার আমলনামা পড়িয়া দেখো; আমি জানিতাম যে, আমাকে আমার হিশাবের সম্মুখীন হইতে হইবে'। সুতরাং সে যাপন করিবে সন্তোষজনক জীবন, সুউচ্চ জান্নাতে যাহার ফলরাশি অবনমিত থাকিবে নাগালের মধ্যে। তাহাদিগকে বলা হইবে পানাহার করো পরিতৃপ্তির সহিত তোমরা অতীত দিনে যাহা করিয়াছিলে তাহার বিনিময়ে। কিন্তু যাহার আমলনামা বাম হস্তে দেওয়া হইবে, সে বলিবে 'হায়! আমাকে যদি দেওয়াই না হইত আমার আমলনামা, এবং আমি যদি জানিতাম আমার হিশাব! হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হইত, আমার ধনসম্পদ আমার কোনো কাজেই আসিল না। আমার ক্ষমতাও বিনষ্ট হইয়াছে'। ফেরেশতাদিগকে বলা হইবে ধরো উহাকে, উহার গলদেশে বেড়ি পরাইয়া দাও। অতঃপর উহাকে নিক্ষেপ করো জাহান্নামে। পুনরায় তাহাকে শৃঙ্খলিত কর সত্তর হস্ত দীর্ঘ এক শৃঙ্খলে, সে মহান আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসী ছিলো না, এবং অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে উৎসাহিত করিত না, অতএব এই দিন সেথায় তাহার কোনো সুহৃদ থাকিবে না। এবং কোনো খাদ্য থাকিবে না ক্ষতনিঃসৃত স্রাব ব্যতীত, যাহা অপরাধী ব্যতীত কেহ খাইবে না। সুরা হাক্কাহ, আয়াত ১৮-৩৭।

মহামান্য রসুল স. বলেছেন, প্রতিফল দিবসে মানুষকে হতে হবে তিনটি সাক্ষাৎকারের সম্মুখীন। দু'টি সাক্ষাৎকার হবে বাদানুবাদ ও অজুহাতের। তৃতীয়টি হবে আমলনামাপ্রাপ্তির। কেউ আমলনামা পাবে ডান হাতে এবং কেউ বাম হাতে। হাকেম ও তিরমিজি লিখেছেন, সাক্ষাৎকার তিনটি হবে তিনটি পৃথক পরিবেশে। প্রথম সাক্ষাৎকার হবে আল্লাহ্‌র শত্রুদের সঙ্গে। তারা আল্লাহ্‌কে দেখতে পাবে না। তাই মনে করবে, বাদানুবাদ করলে বোধ হয় পরিত্রাণের কোনো উপায় পাওয়া যাবে। দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার হবে অবাধ্যদের উপস্থিতিতে। তারা উপস্থাপন করবে বিভিন্ন ধরনের অজুহাত। আল্লাহ্‌ তখন হজরত আদম ও অন্যান্য নবী-রসুলগণের দ্বারা তাদের অজুহাত খণ্ডন করাবেন। শেষে তাদের সকলকে প্রেরণ করবেন জাহান্নামে। তৃতীয় সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হবে বিশ্বাসীগণের সমাবেশস্থলে। আল্লাহ্‌ তাদেরকে এমনভাবে শাসাবেন যে, তারা হয়ে যাবে ভীত, লজ্জিত ও অনুতপ্ত। শেষে তিনি তাদেরকে দান করবেন তাঁর মার্জনা ও তুষ্টি।

'আমি জানতাম আমাকে হিশাবের সম্মুখীন হতে হবে' কথাটির অর্থ— এ বিষয়ে আমার সুদৃঢ় প্রতীতি ছিলো যে, পরকালে আমাকে কৃতকর্মের হিশাব দিতে হবেই। মর্মার্থ— আমি জানতাম, পরবর্তী পৃথিবীতে কৃতকর্মের জবাবদিহি করতে হবেই। আর তখন পবিত্রাণপ্রাপ্তির উপযোগী হওয়া যাবে কেবল পুণ্যকর্মশীল হলে। তাই আমি আমার জীবনকে করেছিলাম পুণ্যকর্মশোভিত। সে কারণেই আজ আমার ডান হাতে আমলনামা পেয়ে হলাম চিরসৌভাগ্যাধিকারী। উল্লেখ্য, যিনি মহাপ্রভুপালয়িতা, তাঁর সম্মুখে নিজের শুভকৃতকর্মের উল্লেখ করার অর্থ স্বকৃতিত্ব প্রকাশ করা, যা বিনয়নম্রতা ও বিশ্বাসী হওয়ার বৈশিষ্ট্যবিরোধী। তাই এখানে কৃতকর্মের উল্লেখ প্রচ্ছন্ন রেখে বলা হয়েছে কেবল বিশ্বাসের কথা। যেনো বলা হয়েছে— হে আমার দয়াময় প্রভুপালক! এরকম যে ঘটবে, তা আমি জানতাম, বিশ্বাস করতাম। পুণ্যকর্মসমূহ সম্পাদন করতাম সে কারণেই। বায়যাবী লিখেছেন, গবেষণালব্ধ জ্ঞান নিঃসন্দিগ্ধ নয়। প্রকৃত অবস্থাকে ধারণার প্রলেপ দিয়ে এখানে প্রকাশ করা হয়েছে সে কারণেই। এতে করে একথাটিও প্রমাণিত হয়েছে যে, এভাবে বিশ্বাসকে দৃঢ়তার সাথে প্রকাশ করা দূষণীয় কিছু নয়, যদিও বিশ্বাসও গবেষণালব্ধ।

আবু ওসমান নাহদীর বরাত দিয়ে ইবনে মোবারক বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্‌পাক বিশ্বাসীদের হাতে তাদের আমলনামা দিবেন সবার অলক্ষ্যে। তারা তাদের আমালনামার পাপগুলো দেখে ভয়ে জড়সড় হয়ে যাবে। স্বস্তি ফিরে পাবে তখন, যখন দেখবে পুণ্যকর্মাবলীর বিবরণ। পুনরায় পাপগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখবে, সেগুলো রূপান্তরিত হয়েছে পুণ্যে। তখনই তারা আনন্দের আতিশয্যে বলে উঠবে এই ধরো আমলনামা। দ্যাখো, পড়ে দ্যাখো।

এখানে 'সুউচ্চ জান্নাত' অর্থ চির আনন্দময় চিরউন্নত কানন, মহান আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যস্নাত মহামর্যাদাসম্পন্ন উদ্যান। অথবা বলা যেতে পারে স্থানগত দিক থেকেও জান্নাত সর্বোন্নত। কেননা জান্নাত রয়েছে সপ্ত আকাশের উপরে। কিংবা সুদীর্ঘ তরুরাজি পরিশোভিত বলে এখানে জান্নাতকে বলা হয়েছে সুউচ্চ জান্নাত।

'তাদের বলা হবে, পানাহার করো তৃপ্তির সঙ্গে, তোমরা অতীত দিনে যা করেছিলে, তার বিনিময়ে' কথাটির অর্থ— তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের পৃথিবীর জীবনের সুকীর্তির বদৌলতে এখানে করা হয়েছে পানাহারের এই প্রতুল আয়োজন। সুতরাং নিশ্চিন্তে ও পরিতৃপ্তির সঙ্গে পানাহার করো।

সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বাম হাতে আমলনামা পাবে। বায়হাকী বলেছেন, তখন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বাম হাত পিঠের পশ্চাতে নিয়ে তাতে ধরিয়ে দেওয়া হবে তাদের আমলনামা। ইবনে সায়েব বলেছেন, তাদের বাম হাত মুচড়ে পিছনের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, তারপর ওই হাতে গুঁজে দেওয়া হবে তাদের অপকর্মাবলীর বিবরণলিপি। এরকমও বলা হয়েছে যে, তখন তাদের বাম হাত তাদের বক্ষ ভেদ করে পিঠের পশ্চাতে বের করে ওই হাতে ধরিয়ে দেওয়া হবে তাদেরই কৃতকর্মের লিপিপুস্তক।

'মৃত্যুই যদি আমার শেষ হতো' অর্থ সে বলবে, হায়! হায়! শিঙ্গার ফুৎকার শুনে মৃত্যুকবলিত হওয়ার পর আমি যদি আর জীবন্ত না হতাম। কাতাদা বলেছেন, পৃথিবীতে মৃত্যুই হচ্ছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য সর্বাধিক অস্বস্তিকর বিষয়। আর পরজগতে মৃত্যুই হবে তাদের কাম্য। আরও কাম্য হবে আমলনামা না পাওয়া, হিশাবের সম্মুখীন না হওয়া, পুনর্জীবনপ্রাপ্ত না হওয়া।

এরপরের বক্তব্যগুলো এরকম— সে বলবে, কই আমার ধনসম্পদ এখন আমার কী কাজে লাগলো? আমার কর্তৃত্ব, প্রতাপ, জনবল সবকিছুই তো এখন অবলুপ্ত। আল্লাহ্‌ ফেরেশতাদেরকে বলবেন, ধরো ওকে। গলায় শিকল পরিয়ে জাহান্নামে ফেলে দাও। শৃঙ্খলিত করো সত্তর হাত দীর্ঘ শৃঙ্খলে।

আউফি সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তখন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের পশ্চাদ্দেশের ভিতর দিয়ে লৌহশিকল প্রবেশ করিয়ে তা বের করা হবে তাদের নাকের ছিদ্র দিয়ে। আবার ইবনে জারীর সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, শিকল পরানো হবে তাদের নিতম্বের ভিতর দিয়ে এবং তা বের করা হবে মুখগহ্বর দিয়ে, যেভাবে কাঠিতে গেঁথে ফেলা হয় টিড্ডিকে। তারপর ওই টিড্ডিকে যেমন আগুনে ভূনা করা হয়, তেমনি তাদেরকে ঝলসানো হবে আগুনে।

নাওফ বুকায়ী শামী বলেছেন, ওই শিকলের দৈর্ঘ্য হবে সত্তুর জেরা। প্রতিটি জেরা সত্তুর হাতবিশিষ্ট এবং প্রতি হাত হবে কুফা থেকে মক্কাশরীফের দূরত্বের সমান। হান্নাদ ও ইবনে মোবারকের বর্ণনায় এসেছে, সুফিয়ান বলেছেন, একটি

জেরা গঠিত হবে সত্তুরটি জেরার সমন্বয়ে। হাসান বসরী বলেছেন, আল্লাহ্ই জানেন ওই জেরা কোন জেরা। আমি বলি, ওই জেরা হবে নরকের দ্বাররক্ষীদের জেরা বা বিঘত। অথবা নারকীদের হাতের বিঘত। আর হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, তাদের দেহাকৃতি হবে উহুদ পাহাড়ের মতো বিশাল। আর তাদের গাত্রত্বকের ঘনত্ব হবে তিন দিনের পথের দূরত্বের সমান। সুপরিণত সূত্রে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে হজরত আবু হোরায়রা থেকে।

হজরত ইবনে ওমর থেকে আহমদ, তিরমিজি ও বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত এবং তিরমিজি কর্তৃক উত্তমসূত্রসম্পন্ন আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. একবার তাঁর মাথার তালুর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, নরকের শিকলের এতোটুকু একটি বালা পৃথিবীর দিকে নিক্ষেপ করা হলে পৃথিবীতে তা পৌঁছবে রাত শেষ হওয়ার আগে, যদিও আকাশ ও পৃথিবীর ব্যবধান পাঁচ শত বৎসরের রাস্তা। কিন্তু যদি ওই বালা নরকের শিকলের এক প্রান্তে বেঁধে দেওয়া হয়, তবে তা অনবরত পতিত হতে হতে নরকের তলদেশে পৌঁছবে চল্লিশ বৎসরে। ইবনে মোবারকের বর্ণনায় এসেছে, হজরত কা'ব বলেছেন, ওই শিকলের একটি বালাতে রয়েছে এই পৃথিবীর সমস্ত লোহা। মোহাম্মদ ইবনে মুনকাদিরের বরাত দিয়ে আবু নাঈম লিখেছেন, পৃথিবীর সমুদয় লোহা একত্র করলেও নরকের লৌহশৃঙ্খলের একটি কড়ার সমান হবে না।

অংশীবাদিতা ও অবিশ্বাসের কারণেই মূলতঃ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। সাথে সাথে শাস্তি দেওয়া হবে অপকর্মের জন্য। তাই এখানে বলা হয়েছে 'অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে উৎসাহিত করতো না'। উল্লেখ্য, নিকৃষ্টতম বিশ্বাস হচ্ছে কুফরী (সত্যপ্রত্যাখ্যান)। আর নিকৃষ্টতম কর্ম ক্ষুধার্ত মানুষকে অন্নদানে অনীহা।

যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিলো

"না, কখনোই নয়, ইহা তো লেলিহান অগ্নি, যাহা গাত্র হইতে চামড়া খসাইয়া দিবে। জাহান্নাম সেই ব্যক্তিকে ডাকিবে, যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়াছিল ও মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল। যে সম্পদ পুঞ্জীভূত ও সংরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছিল। মানুষ তো সৃজিত হইয়াছে অতিশয় অস্থিরচিত্তরূপে। যখন বিপদ তাহাকে স্পর্শ করে সে হয় হা হুতাশাকারী। আর যখন কল্যাণ তাহাকে স্পর্শ করে, সে হয় কৃপণ; তবে সালাত আদায়কারী ব্যতীত যাহারা তাহাদের সালাতে সদাপ্রতিষ্ঠিত, আর যাহাদের সম্পদে নির্ধারিত হক রহিয়াছে যাচঞাকারী ও বঞ্চিতের এবং যাহারা কর্মফল দিবসকে সত্য বলিয়া জানে। আর যাহারা তাহাদের প্রভুপালকের শাস্তি সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত— নিশ্চয় তাহাদের

প্রভুপালনকর্তার শাস্তি সম্পর্কে নিশংক থাকা যায় না— এবং যাহারা নিজেদের যৌনঅঙ্গকে সংযত রাখে, তাহাদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত, ইহাতে তাহারা নিন্দনীয় হইবে না— তবে কেহ ইহাদিগকে ছাড়া অন্যকে কামনা করিলে তাহারা হইবে সীমালংঘনকারী— এবং যাহারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, আর যাহারা সাক্ষ্যদানে অটল এবং নিজেদের সালাতে যত্নবান তাহারাই সম্মানিত হইবে জান্নাতে। সুরা মাআরিজ্ব, আয়াত ১৫-৩৫।

প্রথমোক্ত আয়াত চতুষ্টয়ের বক্তব্য এরকম— না, কোনোকিছুই তখন মুক্তিপণ হিশেবে গৃহীত হবে না। দোজখে প্রবেশ করতে তাদেরকে হবেই। আর দোজখে রয়েছে লেলিহান অগ্নি। সেই আগুন তাদেরকে অহরহ দগ্ধ করবে। ফলে তাদের শরীরের চামড়া খসে খসে পড়তে থাকবে। সেই দোজখ তখন যারা বিশ্বাসবিমুখ, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, যারা সম্পদপতি হওয়া সত্ত্বেও জাকাত দেয় না, বরং ক্রমাগত স্ফীত করে তুলতে থাকে সম্পদের পাহাড়— তাদেরকে ডাকবে।

সাঈদ ইবনে যোবায়ের বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ওই লেলিহান শিখা টেনে নিবে তাদের নিতম্ব। কালবী বলেছেন, ওই জ্বলন্ত হুতাশন ভক্ষণ করবে তাদের মস্তিষ্কের ঘিলু। পুনরায় ঘিলু তৈরী করে দেওয়া হবে। পুনরায় তা গ্রাসিত হবে অগ্নি কর্তৃক— এভাবে শাস্তি চলতেই থাকবে।

এরপর বলা হয়েছে— মানুষ চিত্তস্থিরতাহীন। বিপদে হা-হুতাশ করে। আর সম্পদ পেলে হয়ে যায় কৃপণ। এভাবে হয়ে যায় ধৈর্যহীন ও অকৃতজ্ঞ। হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দু'টি উপত্যকাভর্তি সম্পদও যদি কারো হস্তগত হয়, তবুও সে কামনা করবে আর একটি। মানুষের লোভের উদর পরিপূরিত হতে পারে মৃত্তিকা দ্বারা। আর যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্অভিমুখী হয়ে যায়, আল্লাহ্ তার তওবা কবুল করেন। বোখারী, মুসলিম। হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, মানুষ বৃদ্ধ হতে থাকে, কিন্তু তার দু'টি বিষয় হতে থাকে যুবক— বিত্তপ্রীতি ও দীর্ঘ আয়ুর আশা। বোখারী, মুসলিম।

এই আয়াতগুলোর মর্মার্থ এরকম— অস্থিরচিত্ততা, হতাশা ও কার্পণ্য থেকে মুক্ত থাকতো কেবল তারা, যারা কেবল আল্লাহ্র তুষ্টিপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে যথানিয়মে সুসম্পন্ন করে তাদের নামাজ। আর এই মহান পুণ্যকর্মে তারা সততপ্রতিষ্ঠিত থাকে। অমনোযোগী হয় না। দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখে সেজদার স্থলে, আর হৃদয়কে একাগ্র রাখে কেবল আল্লাহ্র দিকে। তদুপরি পরিপূরণ করে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার। জাকাত দেয়। দান-ধ্যান করে। তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, মহাবিচারের দিবসে প্রত্যেককে তাদের কৃতকর্মের হিশাব দিতে হবেই।

এতদসত্ত্বেও তারা জানে ও বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ সততস্বাধীন অভিপ্রায়ধারী। সকল প্রকার মুখাপেক্ষিতা থেকে চিরপবিত্র। তাই তারা কিছুতেই নিজেদের পুণ্যকর্মাবলীর উপর নির্ভরশীল হতে পারে না। হতে পারে না তাঁর অসন্তোষ ও শাস্তির ব্যাপারে নিঃশংকচিত্ত। আর তারা হেফাজত করে তাদের গোপনাঙ্গের। পত্নী ও অধিকারভুক্ত ক্রীতদাসী ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে রতিক্রিয়াসম্পর্কস্থাপন করে না। আর তারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। সত্য সাক্ষ্য দেয়। সকল ইবাদতে, বিশেষতঃ সালাতে থাকে যত্নবান। তারাই জান্নাতে গমন করবে। সেখানে বসবাস করবে স্থায়ীভাবে, মহাসম্মানের সঙ্গে।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. বলেছেন, মানুষের সম্ভাব্য মর্যাদাগুলোর মধ্যে নামাজই সর্বশ্রেষ্ঠ। হজরত আবু জর সূত্রে দারেমী সংকলন করেছেন, রসুল স. বলেছেন, নামাজী যতক্ষণ তার নামাজে মনোনিবদ্ধ রাখে, ততক্ষণ আল্লাহ্ও তার দিকে সরাসরি লক্ষ্য রাখেন। সে যদি তার মনোযোগ ছিন্ন করে, তখন আল্লাহ্ও ফিরিয়ে নেন তাঁর বিশেষ দৃষ্টি।

সাকার এর তত্ত্বাবধানে রয়েছে ঊনিশজন প্রহরী

"আমি তাকে নিক্ষেপ করিব সাকার-এ, তুমি কি জানো সাকার কী? উহা উহাদিগকে জীবিতাবস্থায় রাখিবে না এবং মৃত অবস্থায়ও ছাড়িয়া দিবে না। ইহা তো গাত্রচর্মদগ্ধ করবে, সাকার এর তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে ঊনিশজন প্রহরী।' সুরা মুদ্দাছ্ছীর, আয়াত ২৬-৩০।

উদ্ধৃত আয়াতগুলোর মর্মার্থ হবে এরকম— হে আমার প্রিয়তম বাণীবাহক! অবাধ্যশ্রেষ্ঠ ওলীদের কী পরিণতি হবে তা শুনুন। আমি তাকে নিক্ষেপ করবো সাকারের অভ্যন্তরে। আপনি কি জানেন সাকার কী? সাকার হচ্ছে এমন এক নরক, যা কাউকে পেলে জীবিত যেমন রাখবে না, তেমনি মরতেও দিবে না। তার অধিবাসীরা জ্বলে পুড়ে ভস্ম হওয়ার পর পুনরায় জীবিত হবে, পুনরায় ভস্মীভূত হবে— এভাবে অনন্তকাল ধরে চলতেই থাকবে তাদের জীবন-মরণ শাস্তি। সাকারের প্রজ্জ্বলন্ত অগ্নি পুড়িয়ে ফেলবে তাদের গায়ের চামড়া। ফলে তাদের গাত্রত্বক হয়ে যাবে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। সাকারের তত্ত্বাবধানে রয়েছে ঊনিশজন ভীষণদর্শন বিশালদেহী ফেরেশতা।

আবুল আওয়াসের বক্তব্য উদ্ধৃত করে ইবনে মোবারক ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, নরকের দৌবারিক ওই ফেরেশতাদের স্কন্ধদেশ হবে দৈর্ঘ্য-প্রস্থে এতো এতো। জায়েদ ইবনে আসলাম সূত্রে ইবনে ওয়াহাব বলেছেন, রসুল স. জানিয়েছেন, তাদের প্রত্যেকের দুই কাঁধের ব্যবধান হবে এক মাসের পথের দূরত্বের সমান। তারা হবে দয়ামায়াশূন্য। তারা ইচ্ছা করলে একাই সত্তর হাজার নারকীকে উত্তোলন করতে পারবে নরকের যে কোনো স্থান থেকে।

চলো তিন শয্যাবিশিষ্ট ছায়ার দিকে

"তোমরা যাহাকে অস্বীকার করিতে, চলো তাহারই দিকে। চলো, তিন শয্যাবিশিষ্ট ছায়ার দিকে, যে ছায়া শীতল নহে এবং যাহা রক্ষা করে না অগ্নিশিখা হইতে, ইহা উৎক্ষেপ করিবে বৃহৎ স্ফুলিঙ্গ অট্টালিকা তুল্য, উহারা উষ্ট্রশ্রেণী সদৃশ, সেই দিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য।" সুরা মুরসালাত, আয়াত ২৯-৩৪।

উদ্ধৃত আয়াতগুলোর অর্থ— সেদিন তাদের সঙ্গে কীরকম আচরণ করা হবে? সেদিন তো তাদের প্রতি প্রদর্শন করা হবে ভয়াবহ নির্মমতা। বলা হবে, পৃথিবীতে তোমরা যে জাহান্নামকে অস্বীকার করতে, এখন সেই জাহান্নামেরই যোগ্য হয়েছো তোমরা। চলো, এবার সেদিকেই চলো। চলো তিন ছায়াবিশিষ্ট ধুম্রপুঞ্জের দিকে। মনে রেখো, ওই ছায়া কিন্তু প্রতিহত করতে পারবে না অগ্নিশিখাকে। বরং উৎক্ষেপ করবে বিশাল অট্টালিকাতুল্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। মনে হবে যেনো এগিয়ে আসছে অতিভয়ংকর পীতবর্ণের সুবিশাল উটের পাল। দুর্ভোগ! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য সীমাহীন দুর্ভোগ।

ব্যাখ্যাতাগণ বলেছেন, এখানে 'তিন শয্যাবিশিষ্ট ছায়া' অর্থ জাহান্নামের তিন ছায়াবিশিষ্ট ধুম্রপুঞ্জ। কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী র. বলেন, ওই তিন শাখাবিশিষ্ট ধুম্রের যে ব্যাখ্যা বায়যাবী দিয়েছেন, তা আমার মনোপুত নয়। আমার মতে কথাটির ব্যাখ্যা হবে এরকম— জাহান্নামবাসীরা তাদের কর্মফলানুসারে হবে তিন ধরনের। তাই তখন তারা আবদ্ধ হবে তিন ধরনের ধুম্রজালে— ১. ওই সকল কাফের, যারা রসুলুল্লাহ্ স. এর প্রকাশ্য বিরোধিতা করেছে। তাঁর সম্পর্কে বলেছে, সে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে। ২. ওই সকল বেদাতী, যাদের অপবচন কোরআন ও হাদিসের প্রকাশ্য বক্তব্যের বিপরীত, যারা উম্মতের ঐকমত্যবিরোধী। যাদের বক্তব্যে ফুটে ওঠে কোরআনের আয়াতের অস্বীকৃতি ও রসুল স. এর রেসালতের অবমাননা। তারা হচ্ছে মুজাস্সিমা, ক্বদ্‌রিয়া, রাফেজী, খারেজী, মরজিয়া (বর্তমান যুগের কাদিয়ানী, মওদুদী)। মুজাসসিমারা জান্নাতে আল্লাহ্‌র দীদার হওয়াকে অস্বীকার করে। আরও অস্বীকার করে প্রতিফল দিবসের পাপ-পুণ্যের পরিমাপ, পুলসিরাত ইত্যাদিকে। অথচ এসকল কিছু কোরআনের সুস্পষ্ট আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। আর রাফেজী-খারেজীরা অস্বীকার করে ওই সকল সুবিদিত হাদিস, যেগুলোতে রয়েছে খোলাফায়ে রাশেদীনের সুখ্যাতি। ৩. প্রবৃত্তির অনুসারী মুসলমান, যারা অসংখ্য লঘু-গুরু পাপে পরিপূর্ণ, ফরজ দায়িত্বসমূহ পরিত্যাগকারী। এই তিন দলই সেদিন আবদ্ধ হবে জাহান্নামের তিন ধরনের ধুম্রকুণ্ডলীতে।

রসুল স. বলেছেন, নরকের আগুন এক হাজার বৎসর জ্ব'লে জ্ব'লে ধারণ করেছিলো লাল বর্ণ। আরও এক হাজার বৎসর জ্ব'লবার পর তা হয়ে গিয়েছে কৃষ্ণবর্ণের। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি ও বায়হাকী। ওই আগুনের ফিকে রঙই ছেয়ে ফেলবে মুসলমান পাপীদের মাথার উপরিভাগ। দ্বিতীয় প্রকারের ধোঁয়া অধিক অগ্নিময় ও তমসালিপ্ত। ওই ধোঁয়া আচ্ছাদিত করবে কপট বিশ্বাসীদের মাথার উপরের অংশ। কপট বিশ্বাসী বা মুনাফিক অর্থ এখানে ওই সকল বিশ্বাসী, যারা ইমানের দাবিদার অথচ এমন দায়িত্বহীন উক্তি করে, যা হয়ে যায় কোরআন অস্বীকার এবং রসুলের প্রতি অবমাননা। ওই সকল মুনাফিক সচেতনভাবে অন্তরে কাফের এবং মুখে ইমানদার। তারা তো প্রকাশ্য কাফের অপেক্ষা অধিক বিপজ্জনক। তাদের ঠিকানা হবে নরকের সর্বনিম্ন স্তরে। তৃতীয় ধোঁয়া হবে এমন আগুনের যার দহনক্রিয়া হবে চরমতম। ওই ধোঁয়ায় ছেয়ে যাবে কাট্টা কাফেরদের মস্তকের উপরের পরিসর।

হাদিস শরীফে এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, নরকের অগ্নি হবে আলকাতরার মতো কালো।

পাপাচারীদের আমলনামা তো সিজ্জিনে আছে

"কখনো না, পাপাচারীদের আমলনামা তো সিজ্জিনে আছে। সিজ্জীন সম্পর্কে তুমি কী জানো? উহা চিহ্নিত আমলনামা।" সুরা মুতাফ্ফিফিন, আয়াত ৭-৯।

নবীবচন ও সাহাবীবচন থেকে এটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, সিজ্জীন ওই স্থানের নাম, যেখানে সংরক্ষিত থাকে অবিশ্বাসীদের আমলনামা। কামুস। তাদের নিবন্ধন তালিকার নামও সিজ্জীন হতে পারে। আবার তাদের কর্মবিবরণীর সংরক্ষণাগারের নাম সিজ্জীন হওয়ার ধারণাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এরকম নামকরণের উদ্দেশ্য— তাদের আত্মাসমূহ সিজ্জীনে বন্দী অবস্থায় থাকে। কেননা সিজ্বনুন অর্থ বন্দী করা। আবার সিজ্জীনের অবস্থান মৃত্তিকার সপ্তমতম স্তরে। ইবনে মাজা, তিবরানী ও আবু শায়েখ অপরিণতসূত্রে হামযা ইবনে হাবীব থেকে বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. কে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের আত্মার অবস্থানস্থল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি স. বললেন, বিশ্বাসীদের আত্মা সবুজ পাখির আকারে বেহেশতের যেখানে খুশী সেখানে উড়ে বেড়ায়। আর অবিশ্বাসীদের আত্মা বন্দী থাকে সিজ্জীনে। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেবের মাধ্যমে ইবনে মোবারক, হাকেম, তিরমিজি, ইবনে আবিদ্ দুনিয়া ও ইবনে মান্দাহ বর্ণনা করেছেন, হজরত সালমান ফারসী বলেছেন, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের আত্মা থাকে সিজ্জীনে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, কাতাদা, মুজাহিদ ও জুহাক বলেছেন, সিজ্জীন রয়েছে ভূপৃষ্ঠের সপ্তমতম স্তরে। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের

আত্মাগুলোকে সেখানে বন্দী করে রাখা হয়। হজরত বারা ইবনে আজীবের বর্ণনানুসারে স্বসূত্রে বাগবী লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, সিজ্জীন পৃথিবীর সপ্তম স্তরেরও নিচে এবং ইল্লিন সপ্তমাকাশেরও উপরে আরশের নিম্নভাগে। সুপরিণতসূত্রে হজরত বারা ইবনে আজীব কর্তৃক বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, সত্যাপ্রত্যাখ্যানকারীদের মৃত্যুর সময় আকাশের দরোজা খোলা হয় না। আল্লাহ্ তখন মৃত্যুর ফেরেশতাদেরকে বলেন, ওদের আমলনামা সিজ্জীনে রেখে দাও। আর তাদের আত্মাগুলোকে ছুঁড়ে দাও দূরতম কোনো দিগন্তের দিকে।

ইমাম আহমদ ও ইমাম বাগবী উল্লেখ করেছেন, শুবরামা ইবনে আত্তার বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস একবার হজরত কা'ব আহবারকে জিজ্ঞেস করলেন, পাপাচারীদের আমলনামা তো সিজ্জীনে আছে— এই আয়াতের ব্যাখ্যা আমাকে জানান। তিনি জবাব দিলেন, মৃত্যুর পর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের রূহ উপরের দিকে উঠতে থাকে। কিন্তু আকাশ তাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। তখন ওই রূহকে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয় ভূঅভ্যন্তরের সপ্তমতম স্তরে, সর্বনিম্ন স্থানে। সিজ্জীন থেকে বের হয়ে আসে তার নামাংকিত কাগজ। ওই কাগজটি সীলমোহর করে সংরক্ষণ করা হয় ইবলিসবাহিনীর অবস্থানস্থলের নিম্নে, যাতে প্রতিফল দিবসে সত্যপ্রত্যাখ্যানের প্রমাণ হিশেবে কাগজটিকে উপস্থিত করা যায়।

কালাবী বলেছেন, মাটির সাততবক নিচের একটি সবুজ পাথরের নাম সিজ্জীন। পাথরটির উপর আকাশের নীলিমার ছায়াপাত ঘটে বলে পাথরটি নীলাভ, অথবা সবুজাভ। ওই পাথরটির নিচেই সংরক্ষিত থাকে কাফেরদের আমলনামা। বাগবী লিখেছেন, হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে 'আলফালাক্ব হচ্ছে' জাহান্নামের অভ্যন্তরে সিজ্জীনে অবস্থিত ঢাকনি দিয়ে ঢাকা একটি কূপ। আর একটি মুখ খোলা কূপও রয়েছে সেখানে। আমি বলি, 'সিজ্জীন জাহান্নামে এবং সিজ্জীন মৃত্তিকার সপ্তম স্তরে' এরকম বর্ণনাবৈষম্যের সমাধানার্থে বলা যেতে পারে, জাহান্নামের অবস্থিতিও ভূঅভ্যন্তরের সপ্তমতম স্তরে। আবু শায়েখের 'আলউজ্মা'য় বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, আবু যা'রা হজরত আবদুল্লাহ থেকে বলেছেন, জান্নাত সপ্তমাকাশের উপরে এবং জাহান্নাম জমিনের সপ্তমস্তরে। বায়হাকী তাঁর দালায়েল গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বলেছেন, জান্নাত আকাশে এবং জাহান্নাম পাতালে।

ইবনে জারীর তাঁর তাফসীরে লিখেছেন, হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্র বাণীপ্রচারক! মহাবিচারের দিবসে জাহান্নামকে কোত্থেকে আনা হবে? তিনি স. বললেন, তখন তাকে টেনে আনা হবে মৃত্তিকাভ্যন্তরের সপ্তম স্তর থেকে। অনেকগুলো লাগাম থাকবে তার। প্রতিটি লাগাম ধরে টানবে সত্তর হাজার করে ফেরেশতা। এভাবে তাকে টানতে টানতে আনা হবে মহাসমাবেশস্থলের এক হাজার বৎসরের পথের দূরত্বে। তখন সে ছাড়বে একটি দীর্ঘশ্বাস। তা দেখে নৈকট্যভাজন ফেরেশতা ও

নবী রসুলগণ হাঁটু গেঁড়ে বসে বলতে থাকবেন 'রব্বি নাফসি নাফসি' (হে আমার প্রভুপালক আমার কী হবে; কী হবে আমার)!

সেদিন অনেক মুখমণ্ডল অবনত, ক্লিষ্ট-ক্লান্ত হবে

"সেই দিন অনেক মুখমণ্ডল অবনত, ক্লিষ্ট-ক্লান্ত হইবে, উহারা প্রবেশ করিবে জ্বলন্ত অগ্নিতে; উহাদিগকে অত্যুষ্ণ প্রস্রবণ হইতে পান করানো হইবে; উহাদের জন্য খাদ্য থাকিবে না কণ্টকময় গুল্ম ব্যতীত, যাহা উহাদিগকে পুষ্ট করিবে না এবং উহাদের ক্ষুধা নিবৃত্ত করিবে না। অনেক মুখমণ্ডল সেই দিন হইবে আনন্দোজ্জ্বল, নিজেদের কর্মসাফল্যে পরিতৃপ্ত, সুমহান জান্নাত— সেথায় তাহারা অসার বাক্য শুনিবে না, সেথায় থাকিবে বহমান প্রস্রবণ, উন্নতমর্যাদাসম্পন্ন শয্যা, প্রস্তুত থাকিবে পানপাত্র, সারি সারি উপাদান, এবং বিছানো গালিচা।" সুরা গসিয়াহ, আয়াত ১–১৬।

হাসান বসরী বলেছেন, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা পৃথিবীতে যেহেতু আল্লাহ্‌র সন্তোষসাধনার্থে কোনো কর্মই করে না, তাই কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌পাক তাদেরকে কর্মক্লান্ত করে ছাড়বেন। কণ্ঠদেশে হাঁসুলি ও শৃঙ্খলের গুরুভার চাপিয়ে দিয়ে মহাবিচারের দিবসে তাদেরকে পরিশ্রান্ত করবেন। কাতাদাও এরকম বলেছেন। আউফ বর্ণনা করেছেন, এরকম বলেছেন হজরত ইবনে আব্বাসও। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, তারা নরকে এমনভাবে দেবে যাবে, যেমন চোরাবালিতে উট দেবে যায়।

কালাবী বলেছেন, তাদেরকে অধোমুখী করে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে নরকে। জুহাক বলেছেন, তাদেরকে আরোহণ করানো হবে দোজখের লৌহগিরিশৃঙ্গে। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'ক্লিষ্ট-ক্লান্ত হবে' বলে বুঝানো হয়েছে পৌত্তলিকদের দুরাবস্থার কথা। বুঝানো হয়েছে ওই সকল ইহুদী-খৃষ্টানকেও, যারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে গ্রহণ করেছে সন্ন্যাসব্রত। আল্লাহ্‌পাক তাদের এমতো পণ্ডশ্রম গ্রহণ করেন না। তাদের নরকবাস অবধারিত। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন সাঈদ ইবনে যোবায়ের। জায়েদ ইবনে আসলাম এবং হজরত ইবনে আব্বাস সূত্রে আতা, সুদ্দী ও ইকরামা বলেছেন, এ জগতে পাপের ভার বহনকারী এবং পরজগতে দোজখের দুঃখ-কষ্ট ভোগকারীদের সম্পর্কেই এখানে বলা হয়েছে 'ক্লিষ্ট-ক্লান্ত হবে'।

'অত্যুষ্ণ প্রস্রবণ থেকে পান করানো হবে' অর্থ— সৃষ্টিলগ্ন থেকে দোজখ অত্যুষ্ণ প্রস্রবণের উপর জ্বলছে। সেখানে পিপাসার্ত নারকীদেরকে পান করানো হবে এমন উত্তপ্ত পানি, যা কোনো পর্বতগাত্রে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে গলে যাবে পুরো পর্বত। তাফসীরবেত্তাগণ এরকম বলেছেন।

'দ্বরী' অর্থ কণ্টকময় গুল্ম। নহশাল সূত্রে আবদুল্লাহ ইবনে আহাদ বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের উক্তি উল্লেখ করে জুহাক বিবৃত করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দ্বরী এমনই বস্তু যা পিলু বৃক্ষের চেয়েও তিক্ত। বাসী মরদেহ অপেক্ষাও দুর্গন্ধযুক্ত এবং আগুনের চেয়েও অধিক উত্তপ্ত। বিষাক্ত ও কণ্টকাকীর্ণ। ওই কণ্টকময় উদ্ভিদ যদি কাউকে খাওয়ানো হয়, তবে সে তা উদরস্থ করতে পারবে না, আর না পারবে উগলে ফেলে দিতে। বরং তা আটকে থাকবে কণ্ঠদেশে।

সাঈদ ইবনে যোবায়েরের উক্তি উদ্ধৃত করে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, দ্বরী (কণ্টকময় গুল্ম) অর্থ 'যাক্কুম' বা কণ্টকময় উদ্ভিদ। হজরত আবু দারদা থেকে তিরমিজি ও বায়হাকী লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, জাহান্নামীরা তখন আক্রান্ত হবে এমন অনন্ত ক্ষুধায় যে, তা যেনো হয়ে যাবে সকল শাস্তির সমতুল। মুজাহিদ, ইকরামা ও কাতাদা বলেছেন, দ্বরী এমন এক কাঁটাভরা গাছ, যার শিকড়গুচ্ছ মৃত্তিকার স্পর্শমুক্ত।

এরপরের চারটি আয়াতের বক্তব্য এরকম— কৃতকর্মের যথাবিনিময় পেয়ে বিশ্বাসীরা তখন হবে পরিতৃপ্ত, যার জাজ্বল্যমান প্রতিভূ হবে উন্নতমানের জান্নাত। হে আমার প্রিয়তম বাণীপ্রচারক! জান্নাতাভ্যন্তরে আপনি কাউকে অর্থহীন, অশিষ্ট কথা বলতে শুনবেন না। সেখানে থাকবে বহমান স্রোতস্বিনী— মধুর, কর্পুরের, দুধের এবং সুরার।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে হাব্বান, হাকেম, বায়হাকী ও তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতের স্রোতস্বিনীসমূহ উৎসারিত হতে থাকবে মেশকের গিরিমালা থেকে।

'উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন শয্যা' অর্থ জান্নাতবাসীদের আসনসমূহ হবে সমুন্নত ও উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আবু তালহা। আর হজরত আবু সাঈদ থেকে আহমদ, তিরমিজি ও ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতীদের দু'টি শয্যার মধ্যে ব্যবধান হবে আকাশ-পৃথিবীর দূরত্বের মতো। তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে পাঁচ শত বৎসরর পথের ব্যবধানের কথা। তিনি আরও লিখেছেন, শয্যাগুলির পারস্পরিক মর্যাদাগত ব্যবধান হবে আকাশ-পৃথিবীর ব্যবধানের মতো।

ইবনে আবিদ্ দুনিয়া বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু উমামা বলেছেন, যদি উপরের শয্যার চাদর ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, তবে চল্লিশ বৎসরেও তার প্রান্ত পৌঁছতে পারবে না নিচের শয্যা পর্যন্ত। সমুন্নত সূত্রে হজরত আবু উমামা থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, শয্যার চাদরের প্রান্ত উপর থেকে নিচে পৌঁছতে সময় লাগবে দুই শত বৎসর।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ওই সুখাসনগুলোর তক্তা হবে স্বর্ণের এবং তার প্রান্ত হবে জমরুদ, ইয়াকুত ও মোতির। আসনগুলো হবে

অত্যুচ্চ। কিন্তু জান্নাতবাসীরা ওগুলোতে উপবেশন করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো অবনমিত হবে। আবার তারা উপবেশন করার সাথে সাথে সেগুলো উঁচু হয়ে যাবে আগের মতো।

'প্রস্তুত থাকবে পানপাত্র' অর্থ ওই স্রোতস্বিনীসমূহের তীরে তীরে সুরক্ষিত থাকবে হাতলবিবর্জিত পেয়ালা, সুরাহী।

'সারি সারি উপাধান এবং বিছানো গালিচা' অর্থ আর সেখানে আরাম আয়েশে বসা ও ঠেস দেওয়ার জন্য থাকবে সারি সারি তাকিয়া, বালিশ। বিছানো থাকবে মসৃণ, কোমল ও মনোহর গালিচাসমূহ।

হে প্রশান্ত চিত্ত! তুমি তোমার প্রভুপালকের নিকট ফিরে এসো

"সেই দিন জাহান্নামকে আনা হইবে এবং সেই দিন মানুষ উপলব্ধি করিবে, তখন এই উপলব্ধি তাহার কী কাজে আসিবে? সে বলিবে, হায়! আমার এই জীবনের জন্য আমি যদি কিছু অগ্রিম পাঠাইতাম? সেই দিন তাঁহার শাস্তির মতো শাস্তি কেহ দিতে পারিবে না, এবং তাঁহার বন্ধনের মতো বন্ধন কেহ দিতে পারিবে না। হে প্রশান্ত চিত্ত! তুমি তোমার প্রভুপালকের নিকটে ফিরিয়া আইস সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হইয়া, আমার বান্দাদিগের অন্তর্ভুক্ত হও, আর আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।" সুরা ফাজ্বর, আয়াত ২৩-৩০।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, জাহান্নামের তিন হাজার লাগাম আছে। প্রতিটি লাগাম ধরে টানবে সত্তর হাজার করে ফেরেশতা। এভাবে তাকে সেদিন টেনে হিঁচড়ে বাহির করানো হবে মহাসমাবেশস্থলে। মুসলিম, তিরমিজি ও ইবনে ওয়াহাব উল্লেখ করেছেন, জায়েদ ইবনে আসলাম বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. এর কাছে জিবরাইল এলেন। হজরত আলী তাঁর আগমনের হেতু কী তা জানতে চাইলেন। রসুল স. বললেন, তিনি নিয়ে এসেছিলেন এই প্রত্যাদেশ— 'পৃথিবীকে যখন চূর্ণবিচূর্ণ করা হবে ..... সেদিন জাহান্নাম আনা হবে' পর্যন্ত। জাহান্নামের আছে সত্তর হাজার লাগাম। সত্তর হাজার করে ফেরেশতা প্রতিটি লাগাম ধরে টেনে টেনে তাকে নিয়ে আসবে হাশর প্রান্তরে। এর মধ্যে একবার ফেরেশতাদের হাত থেকে ফসকে যাবে লাগাম। ওই সুযোগে সে ছুটে যেতে চাইবে। কিন্তু পরক্ষণেই ফেরেশতারা ধরে ফেলবে তার লাগাম। টেনে ধরে রাখবে তাকে। না হলে সে পুড়িয়ে ফেলবে মহাসমাবেশস্থলের সকল মানুষকে।

কুরতুবী বলেছেন, জাহান্নামকে বন্দী করে তার নিজস্ব স্থান থেকে টেনে ধরে আনা হবে বিচারস্থলের মহাসমাবেশে। জান্নাতীদেরকেও তার উপরের পুলসিরাত অতিক্রম করে যেতে হবে জান্নাতে।

আবু লাইছের বর্ণনায় এসেছে, হজরত কা'ব বলেছেন, মহাপ্রলয় দিবসে ফেরেশতারা অবতরণ করে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে। আল্লাহ্ জিবরাইলকে আদেশ করবেন, জাহান্নামকে উপস্থিত করো। জিবরাইল সত্তর হাজার লাগাম দিয়ে জড়িয়ে জাহান্নামকে টানতে থাকবেন। হাশরপ্রান্তরের এক হাজার বৎসরের দূরত্বে থাকতেই জাহান্নাম ছাড়বে একটি নিঃশ্বাস। ওই নিঃশ্বাসের উত্তাপে মানুষের প্রাণপাখি বেরিয়ে যেতে চাইবে। দ্বিতীয় নিঃশ্বাস ছাড়লে হৃৎকম্প শুরু হবে সকলের। জীবন হবে কণ্ঠাগত। লোপ পেয়ে যাবে বিবেক বুদ্ধি। এমনকি নবী ইব্রাহীমও নিরুপায় হয়ে আল্লাহ্র সঙ্গে তাঁর সখ্যের দোহাই দিয়ে পরিত্রাণ প্রার্থনা করবেন কেবল তাঁর নিজের জন্য। নবী মুসা নিবেদন করবেন, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! তুমি আমাকে যে দোয়ার ভাণ্ডারের অধিকারী করে দিয়ে আমাকে অনুগৃহীত করেছো, সেই দোয়ার ভাণ্ডারের দোহাই দিয়ে মিনতি জানাই, তুমি আমাকে পরিত্রাণ দাও। হজরত ঈসা বলবেন, ইয়া ইলাহী! তুমি আমাকে দান করেছো প্রভূত সম্মান। তোমার সেই মহাঅনুদানের দোহাই দিয়ে মিনতি জানাই, তুমি কেবল আমাকে পরিত্রাণ দাও। আমার জননীর জন্যও আমি তোমার কাছে সুপারিশ করি না। শেষে শেষতম ও শ্রেষ্ঠতম রসুল স. প্রার্থনা জানাবেন, হে মহাপ্রতাপশালী! সর্বজ্ঞ! সর্বশক্তিধর! আজ আধিপত্য কেবলই তোমার। দয়া করে তুমি আমার উম্মতকে রক্ষা করো। আমার পরিণতি নিয়ে আমি ভাবি না। আমি চাই কেবল আমার উম্মতের পরিত্রাণ। আল্লাহ্ বলবেন, প্রেমাস্পদ আমার! তোমার উম্মতের মধ্যে যারা আমার বন্ধু (আউলিয়া) তাদের কোনো ভয় নেই। আমি আমার মহামহিমার শপথ করে বলছি, তোমার উম্মতের ব্যাপারে আমি তোমার নয়নযুগলকে শীতল করে দিবো। হে আমার প্রিয়তমজন! মস্তক উত্তোলন করো। দাঁড়াও। ফেরেশতারা তখন সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে আল্লাহ্র আদেশের অপেক্ষায়।

এরপরের তিন আয়াতের মর্মবক্তব্য হবে এরকম— পৃথিবীর জীবনে যারা সুখে থাকলে গর্ব করতো এবং দুঃখ-কষ্টে পড়লে আল্লাহ্র সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতো, তারা তখন নিজেদের ভুল বুঝতে পারবে। আক্ষেপ প্রকাশ করবে এই বলে যে, যথাসময়ে যদি আমরা সত্য উপলব্ধি করতে পারতাম, তবে আজকের এই কঠিন বিপদের দিনে পরিত্রাণের নিমিত্ত স্বরূপ করতে পারতাম কিছু পুণ্যসঞ্চয়। হে আমার প্রিয়তম রসুল! আরও শুনে রাখুন, মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্ অপরাধীদেরকে যেভাবে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে শাস্তি দিবেন, সেভাবে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা কারো নেই। কেননা সার্বভৌমত্ব ও আধিপত্য এককভাবে তাঁর।

এরপর বলা হয়েছে, 'হে প্রশান্ত প্রবৃত্তি!' প্রশান্ত প্রবৃত্তি (নাফসুল মুত্বমাইন্নাহ') অর্থ ওই প্রবৃত্তি, যা আল্লাহ্র স্মরণে ও আনুগত্যে শান্তিপ্রাপ্ত হয়, যেমন পানির ভিতরে শান্তি পায় মাছ। প্রবৃত্তি প্রশান্ত হতে পারে তখন, যখন তার

মধ্যে অসুন্দর ও অশ্লীলতার প্রতি আকর্ষণ আর থাকে না। উল্লেখ্য, প্রবৃত্তি (নফস) প্রশান্ত হয় চিত্ত (কলব) প্রশান্ত হওয়ার পর। আল্লাহ্পাকের গুণাবলীর জ্যোতিচ্ছটা যখন তার উপরে পতিত হয়, তখনই সে কেবল হতে পারে যাবতীয় অপপ্ররোচনামুক্ত। তখন তার নিজস্বতা ওই জ্যোতিচ্ছটার মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। এটাই ফানা। আর এই অবস্থা যখন স্থায়ী হয়, তখন তাকে বলে বাকা। নফসের এই ফানা বাকার আগে হয় কলবের ফানা বাকা। আর তা হয় অন্তরোৎসারিত জিকিরের নিরবচ্ছিন্নতার মাধ্যমে। নফস মুত্বমাইন্না বা প্রশান্ত যখন হয়, তখনই লাভ হয় প্রকৃত ইমান। যেমন কুকুর অপবিত্র প্রাণী। তবে লবণের মধ্যে একে নিমজ্জিত করা হলে তার অপবিত্রতা অপসারিত হয়ে যায়। সম্পূর্ণটাই তখন হয়ে যায় লবণ।

'রদ্বীয়া' অর্থ সন্তুষ্ট। আর 'মারদ্বিয়াহ' অর্থ সন্তোষভাজন। বান্দা যখন আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট হয়, তখন আল্লাহ্ও হন হার প্রতি পরিতুষ্ট এবং তখনই সে হয়ে যেতে পারে আল্লাহ্র সন্তোষভাজন। বরং আল্লাহ্র সিদ্ধান্তসমূহের প্রতি সন্তুষ্ট থাকাই তাঁর সন্তোষভাজন বা প্রিয়ভাজন হওয়ার নিদর্শন। হাসান বসরী বলেছেন, আল্লাহ্পাক যখন কোনো প্রশান্ত প্রবৃত্তিকে গ্রহণ করতে চান, তখন তার হৃদয় ও প্রবৃত্তি (কলব ও নফস) হয় আরও অধিক প্রশান্ত। ফলে সে হয়ে যায় আল্লাহ্র পরিতোষভাজন, প্রিয়তমজন।

হজরত উবাদা ইবনে সাবেত বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, যারা আল্লাহ্র সাক্ষাৎ পছন্দ করে, আল্লাহ্ও তাদের সাক্ষাতে প্রীত হন। একথা শুনে জননী আয়েশা সিদ্দীকা রা. অথবা অন্য কোনো উম্মতজননী বললেন, কিন্তু মৃত্যু তো কারো পছন্দ নয়। তিনি স. বললেন, না। ব্যাপারটা ওরকম নয়। মৃত্যু যখন কারো কাছে মহাসৌভাগ্যের সংবাদ নিয়ে উপস্থিত হয়, তখন পরকালযাত্রা ছাড়া অন্য কোনো কিছুর প্রতি তার আকর্ষণ আর থাকে না। আর মৃত্যু যখন কারো কাছে মহাশাস্তির পূর্বাভাস হয়ে আসে, তখন চিরতরে হারিয়ে যায় তার সকল স্বস্তি। পরজগতযাত্রা তখন তাকে করতে হয় বাধ্য হয়ে। বোখারী, মুসলিম। মাতা মহোদয়া আয়েশার আর এক বর্ণনায় এসেছে, মৃত্যু আসে আল্লাহ্র পরম সাক্ষাতের পূর্বে।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স.বলেছেন, মুমিনের পরলোকগমনের প্রাক্কালে শুভ্র রেশমী বস্ত্র নিয়ে রহমতের ফেরেশতারা উপস্থিত হয়। বলে, হে প্রশান্ত প্রবৃত্তি! তোমার প্রভুপালকের নিকট ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। এ ডাক শুনে বের হয়ে আসে মেশকের মতো সুরভিময় পবিত্র রূহ। ফেরেশতাদের মাধ্যমে হাত বদল হতে হতে সে পৌঁছে যায় আকাশের দরোজায়। সেখানকার ফেরেশতারা বলে, এতো দেখছি পবিত্র ও প্রশান্ত রূহ। রূহবাহী ফেরেশতারা বলে, একে মিলিয়ে দাও পবিত্র রূহগুলোর সঙ্গে। তাই করা

হয়। পবিত্র রূহবৃন্দ নতুন সাথী পেয়ে আনন্দে মেতে ওঠে, যেমন আনন্দাপ্লুত হয় বন্ধুরা তাদের হারানো বন্ধুদের ফিরে পেলে। তাদের একজন নতুন সাথীকে জিজ্ঞেস করে, অমুকের কী খবর? অন্যরা বলে, তুমি থামো তো। অস্বস্তিকর স্থান ছেড়ে কেবল তো এলো। ওকে একটু বিশ্রাম নিতে দাও। নতুন অতিথি তাদের সাথীদের প্রশ্নের জবাবে বলে, ওমুকের কথা জিজ্ঞেস করছেন? সে তো চলে গিয়েছে তার আসল ঠিকানায় (দগ্ধমান দোজখে)। আর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মৃত্যুকাল যখন সমাগত হয়, তখন তার কাছে উপস্থিত হয় শাস্তির ফেরেশতারা। বলে, হে অপবিত্র নফস! বের হয়ে এসো আল্লাহ্‌র রোষতপ্ততার দিকে। তোমার প্রতি আল্লাহ্ অপ্রসন্ন। একথা বলে তারা তাকে জোর করে বের করে আনে। নিয়ে যায় সিজ্জীনের দরজায়। সেখানকার ফেরেশতারা বলে, উহ! কী দুর্গন্ধ! এরপর তারা তাকে মিলিয়ে দেয় তার হতভাগ্য পূর্বসুরীদের সঙ্গে।

ইবনে মাজা কর্তৃক বর্ণিত হাদিসেও এরকম বলা হয়েছে। তবে তার বর্ণনায় অতিরিক্ত হিশেবে এসেছে এই কথাটুকু— বিশ্বাসীদের রূহ উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ঊর্ধ্বাকাশে। তার জন্য খুলে দেওয়া হয় আকাশের দুয়ার। বলা হয়, পবিত্রাত্মার জন্য অভিনন্দন। আর অবিশ্বাসীদের আত্মা সেখানে নিয়ে গেলেও তাদের জন্য আকাশের দ্বার খোলা হয় না। বলা হয়, এর আগমন অশুভ। অভিনন্দন এর প্রাপ্য নয়। সুতরাং একে দূরে নিক্ষেপ করো। তাই করা হয়। তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় তার সমাধিক্ষেত্রে।

হাসান বসরী বলেছেন, পুরো বক্তব্যটি হবে— হে প্রশান্ত প্রবৃত্তি! ফিরে এসো আল্লাহ্‌পাক কর্তৃক প্রদত্ত মর্যাদা ও পুণ্য পরিণতির দিকে। তিনি তোমার জন্য যা প্রস্তুত করে রেখেছেন, তাতে সন্তুষ্ট হও; জেনে রাখো তিনিও তোমার প্রতি তুষ্ট। আর আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজন যারা, তাদের দলভূত হয়ে প্রবেশ করো জান্নাতে।

এখানে 'ইবাদী' অর্থ বান্দাগণ, যারা পুণ্যবান। ওই পুণ্যবানদের দলভূত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা নবী সুলায়মান প্রকাশ করেছিলেন এভাবে— আর তুমি অনুকম্পাপরবশ হয়ে আমাকে দলভুক্ত করো তোমার পুণ্যবান বান্দাদের। নবী ইউসুফ বলেছিলেন, তুমি আমার মৃত্যু দিয়ো মুসলমান অবস্থায়। আর আমাকে পুণ্যবানদের দলভূত কোরো। আল্লাহ্‌পাক স্বয়ং ইবলিসকে এদের সম্পর্কেই বলেছিলেন, তুমি এদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস ইন্তেকাল করলেন। আমি তাঁর জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। দেখলাম, অকস্মাৎ উড়ে এলো অদৃষ্টপূর্ব এক পাখি। পাখিটি ঢুকে পড়লো তাঁর নিঃসাড় দেহের ভিতর। আর বের হলো না। যখন তাঁকে সমাধিস্থ করা হলো, তখন নেপথ্য থেকে কে যেনো আবৃত্তি করলো, হে প্রশান্ত প্রবৃত্তি! তুমি তোমার প্রভুপালকের নিকটে ফিরে এসো পরিতুষ্ট ও পরিতোষভাজন হয়ে, আমার বান্দাদের অন্তর্ভূত হয়ে। আর প্রবেশ করো

আমার জান্নাতে। কোনো কোনো সুফী-আউলিয়া এই আয়াত চতুষ্টয়ের মর্মার্থ করেন এভাবে— ওহে পৃথিবীর মোহে মগ্ন প্রবৃত্তি! ছিন্ন করো পার্থিবতার সর্বশেষ সূত্র। সম্পূর্ণরূপে হও আল্লাহ্অভিমুখী। ধরো তাদের তরিকা (পন্থা) যারা সতত পরিভ্রমণরত আল্লাহ্র পথে।

আমি তোমাদেরকে লেলিহান অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি

"আমি তোমাদিগকে লেলিহান অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়াছি। উহাতে প্রবেশ করিবে সে-ই, যে নিতান্ত হতভাগ্য, যে অস্বীকার করে এবং মুখ ফিরাইয়া লয়। আর উহা হইতে দূরে রাখা হইবে পরম মুত্তাকীকে, যে স্বীয় সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির জন্য এবং তাহার প্রতি কোনো অনুগ্রহের প্রতিদানে নহে, কেবল তাহার মহান প্রভুপালকের সন্তুষ্টির প্রত্যাশায়; সেতো অচিরেই সন্তোষ লাভ করিবে। সুরা লাইল, আয়াত ১৪-২১।

এখানে নিতান্ত হতভাগ্য অর্থ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, কাফের— সে-ই সত্যকে অস্বীকারকারী ও সত্যবিমুখ। কার্যতঃ সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে অবিশ্বাসীরা, আর পাপী বিশ্বাসীরা করে নিষিদ্ধ কর্ম। বিশ্বাস ও সত্যকে প্রত্যাখ্যানকারী তারা নয়। সুতরাং নিতান্ত হতভাগ্য বা চিরহতভাগ্য তারা নয়। আর জাহান্নামে প্রবেশ করার অর্থ বিশেষভাবে চিরদিনের জন্য নরকবাসী হওয়া, চিরহতভাগ্য হওয়া। একারণেই বায়যাবী এই আয়াতের ব্যাখ্যাব্যপদেশে বলেছেন, জাহান্নামে যারা চিরদিন অবস্থান করবে, তারা হবে হতভাগ্য। তারাই কাফের। পাপী বিশ্বাসীরা জাহান্নামে প্রবেশ করলেও তাদের জাহান্নামবাস হবে সাময়িক।

এখানে প্রথমে উদ্ধৃত আয়াতত্রয়ের মাধ্যমে একথাও প্রমাণিত হয় যে, রসুল স. এর সহচরবৃন্দ কখনোই জাহান্নামে প্রবেশ করবেন না। কেননা তাঁরা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী তো ননই, ফাসেক (পাপী)ও নন। হতভাগ্যতার সঙ্গে তাঁদের কোনো সম্পর্কই নেই। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ঐকমত্য এই যে, তাঁরা সকলেই ছিলেন ন্যায়নিষ্ঠ। তাঁদের প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ্পাক জান্নাত নির্ধারণ করেছেন। বলেছেন 'তোমরা উত্তম দল, নির্ধারিত হয়েছো মানুষের কল্যাণের জন্য'। আরও বলেছেন, 'মোহাম্মদ আল্লাহ্র রসুল। তাঁর সহচরেরা অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে তাঁরা একে অপরের প্রতি নম্র'।

হজরত জাবের থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ইমানসহ আমার সাহচর্য অবলম্বন করেছে, তাকে দোজখের আগুন স্পর্শ করবে না। হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব থেকে রবীন বর্ণনা করছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার সাহাবীরা নক্ষত্রসদৃশ। তাদের যে কোনো একজনের অনুসরণ করলেই

তোমরা হেদায়েত পেয়ে যাবে। সাহাবীগণের মধ্যে পাপকর্ম সম্পাদিত হওয়ার ঘটনা বিরল। ঘটনাক্রমে এরকম হয়ে থাকলেও তাঁরা অতিদ্রুত তওবা করেছেন। আল্লাহ্পাকও নিশ্চয় তাঁদের তওবা কবুল করেছেন। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, পাপ থেকে প্রত্যাবর্তনকারী (তওবাকারী) নিষ্পাপ ব্যক্তির মতো। ইবনে মাজা। আর রসুলসাহচর্য তাঁদেরকে করেছে চিরপরিশুদ্ধ। তাঁরা অবশ্যই পুণ্যবান। রসুল স. পুণ্যবানদের সম্পর্কে বলেছেন, যারা তাদেরকে ভালোবাসবে, তারা কখনো হতভাগ্য হবে না। এরকম বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী, মুসলিম ও তিরমিজি। সাধারণ পুণ্যবানগণের অবস্থা যদি এরকম হয়, তবে যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে রসুলুল্লাহ্ স. এর সুমহান সংসর্গে জীবন অতিবাহিত করেছেন, তাঁদের মর্যাদা কীরকম হবে, তা ভেবে দেখা উচিত।

রসুল স. এর যুগে মানবগোষ্ঠী ছিলো স্পষ্ট দু'টি ভাগে বিভক্ত— নির্ভেজাল কাফের, অথবা পরিপূর্ণ ইমানদার। সে কারণেই কোরআন মজীদের অধিকাংশ আলোচনা বিবর্তিত হয়েছে এই দুই দল সম্পর্কে। পাপী বিশ্বাসীদের আলোচনা তেমন নেই। কেননা আলোচনার অবতারণা করা হয় সাধারণত উপস্থিত জনতাকে কেন্দ্র করে।

আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন 'হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের মধ্যে যারা তোমাদের নফসের উপরে জুলুম করেছো, তারা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। তিনি যে পরম ক্ষমাপরবশ, অতীব দয়ালু'। অপর আয়াতে বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি অণুপরিমাণ পুণ্য করবে, সে তা দেখতে পাবে'। অতএব মুমিনদেরকে কখনোই চিরজাহান্নামী বলা যাবে না। তারা পাপাচারী হলেও, তাদের পাপ মার্জনা করা না হলেও।

রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এক আয়াতে বলা হয়েছে 'অণুপরিমাণ পাপ যে করবে, সে তা দেখতে পাবে'। একথার অর্থ আল্লাহ্পাক যদি তাকে শাস্তি দিতে চান, তবে তাকে ভোগ করতে হবে জাহান্নামের শাস্তি। আর ওই শাস্তি হবে তার পাপক্ষয়ের কারণ। এভাবে পাপক্ষয়ের পর তাকে দেওয়া হবে নিষ্কৃতি।

'পরম মুত্তাকী' অর্থ প্রকাশ্য-গোপন, দৈহিক-আত্মিক-প্রবৃত্তিক পাপ থেকে মুক্ত। তাদেরকে অবশ্যই দূরে রাখা হবে জাহান্নাম থেকে। আর 'আতক্বা'র (তাকওয়ার) স্তর অর্জিত হয় তখন, যখন হৃদয় হয় প্রশান্ত (সলীম) এবং প্রবৃত্তি হয় পবিত্র (মুৎমাঈন)।

হজরত আবু বকর ছিলেন নবীগণের পরে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মুত্তাকী। এখানে 'পরম মুত্তাকী' বলে তাঁকেই নির্দেশ করা হয়েছে। ওরওয়া সূত্রে ইবনে আবী হাতেম লিখেছেন, হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এমন সাতজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন, যাদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালানো হতো কেবল ইসলামগ্রহণের

কারণে। তাঁর এমতো পুণ্যপ্রচেষ্টাকে লক্ষ করেই এখানে বলা হয়েছে 'আর তা থেকে মুক্ত রাখা হবে পরম মুত্তাকীকে'।

আমের ইবনে আবদুল্লাহ সূত্রে হাকিম লিখেছেন, একবার পিতা আবু কোহাফা পুত্র আবু বকরকে বললেন, তুমি তো দেখছি কেবল দুর্বল লোকগুলোকে কিনে কিনে মুক্ত করে দিচ্ছো। যদি শক্তিশালী লোকগুলোকে এভাবে ক্রয় করে মুক্ত করে দিতে, তবে তারা তোমার হেফাজত করতো, সেবাযত্নও করতো। পুত্র বললেন, পিতা! আমি তো ওই বস্তুর প্রত্যাশী যা সংরক্ষিত রয়েছে আল্লাহ্‌র নিকট। তাঁর এমতো সুবচনের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে এই সুরার ৫-৭ সংখ্যক আয়াত।

নবী-রসুলগণের পরে হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা.-ই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মুত্তাকী। সুতরাং তিনি সর্বোত্তম। সর্বোত্তম ব্যক্তির পরিচয় ঘোষণা করা হয়েছে এই আয়াতে এভাবে— তোমাদের মধ্যে মর্যাদাশালী ওই ব্যক্তি, যে মুত্তাকী। উম্মতের আলেমগণের ঐকমত্যও এরকম। হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, আমরা রসুল স. এর পৃথিবীবাসের সময়ে মহামান্য আবু বকরের সমতুল্য অন্য কাউকে মনে করতাম না। তাঁর পরে মান্যবর ওমর, তাঁর পরে মাননীয় ওসমান এবং তাঁর পরে শ্রদ্ধেয় আলী। বোখারী।

মোহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া একবার হজরত আলীকে জিজ্ঞেস করলেন, অনুগ্রহ করে বলুন, রসুল স. এর পরে সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন কে? তিনি জবাব দিলেন, আবু বকর। তারপর ওমর।

তখন যার পাল্লা ভারী হবে, সে লাভ করবে সন্তোষজনক জীবন

"তখন যার পাল্লা ভারী হইবে, সে তো লাভ করিবে সন্তোষজনক জীবন। কিন্তু যাহার পাল্লা হালকা হইবে তাহার স্থান হইবে 'হাবিয়া'। তুমি কি জানো উহা কী? উহা অতি উত্তপ্ত অগ্নি।" সুরা ক্বারিয়াহ্, আয়াত ৬-১১।

আয়াতগুলোর অর্থ— মহাবিচারের দিবসের সমাবেশস্থলে যখন পুণ্য ও পাপ মীযানে (পাল্লায়) ওজন করা হবে, তখন যার পুণ্যের পাল্লা ভারী হবে সে-ই সন্তোষজনক জীবন লাভ করবে। আর পাল্লা যার হালকা হবে, তার ঠিকানা হবে হাবিয়া দোজখ। নিশ্চয় হাবিয়া দোজখ অতি উত্তপ্ত আগুনের আবাস।

এখানকার 'মাওয়াযীন' শব্দটি বহুবচন। 'মীযান' এর মর্মার্থ পুণ্যকর্মের পাল্লা। বিশুদ্ধসূত্রসম্বলিত হাদিসে বলা হয়েছে, ন্যায়ের ওই পাল্লার থাকবে বাকশক্তি এবং তার পক্ষ থাকবে দু'টি। হাদিসটি জননী আয়েশা সিদ্দীকা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন ইবনে মারদুবিয়া। 'জুহুদ' গ্রন্থে সংকলন করেছেন ইবনে

মোবারক এবং আবু শায়েখ উল্লেখ করেছেন তাঁর তাফসীরে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আজারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ যেমন আকাশ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তেমনি সৃষ্টি করেছেন ন্যায়ের তুলাদণ্ড।

দাঁড়িপাল্লা থাকবে প্রত্যেকের জন্য— যদিও মূল দাঁড়িপাল্লা হবে একটি। কিন্তু যেহেতু যাদের কৃতকর্ম ওজন করা হবে তারা হবে অসংখ্য, তাই বলা যেতে পারে, তাদের পাল্লাও যেনো অসংখ্য।

ইমান না থাকার কারণে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের পুণ্যকর্ম গণনাই করা হবে না। পাপী বিশ্বাসীদের পুণ্যের চেয়ে পাপের পাল্লা ভারী হবে।

কুরতুবী বলেছেন, আমাদের জ্ঞানীগণের অভিমত হচ্ছে, মহাবিচারের দিবসে মানুষ বিভক্ত হবে তিনটি দলে। একটি দল হবে মুত্তাকীদের। তাদের আমলনামায় কোনো কবীরা গোনাহ থাকবে না। দ্বিতীয় দল হবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের। তাদের অবিশ্বাস ও পাপের বোঝা রাখা হবে এক পাল্লায়। আর তাদের দুস্থ আত্মীয়স্বজনের প্রতিপালনজনিত পুণ্য রাখা হবে অপর পাল্লায়। কিন্তু প্রথম পাল্লার তুলনায় দ্বিতীয় পাল্লা হবে ওজনহীন। শূন্য পাল্লার মতো ঝুলতে থাকবে উপরে। রসুল স. একবার বললেন, বিচারানুষ্ঠানের সময় কিছুসংখ্যক মোটাতাজা দীর্ঘকায় লোক তুলাদণ্ডের নিকটবর্তী হবে। কিন্তু আল্লাহ্র কাছে তাদের ওজন একটি মাছির ওজনের সমানও হবে না। বোখারী, মুসলিম।

তোমাদেরকে নেয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে

"তোমরা তো জাহান্নাম দেখিবেই, আবার বলি, তোমরা তো উহা দেখিবেই চাক্ষুষ প্রত্যয়ে, ইহার পর অবশ্যই তোমাদেরকে নেয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে।" সুরা তাকাসুর, আয়াত ৬-৮।

কথাগুলোর অর্থ— মৃত্যুকালে যখন তোমাদের মনোযোগ সম্পূর্ণরূপে পরকালের প্রতি নিবদ্ধ হবে, তখন তোমাদের চোখে ভেসে উঠবে জাহান্নামের ভয়ংকর রূপ। তখন তোমাদের এমতো দর্শন তোমাদের কোনো কাজে আসবে না। জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচবার জন্য যে পুণ্যকর্ম করতে হয়, সে সুযোগ তো তোমরা তখন হারিয়েই ফেলবে চিরতরে। তোমরা তখন এমনভাবে জাহান্নামকে অবলোকন করবে যে, তার প্রতি তোমাদের বিশ্বাস হয়ে যাবে অপরিহার্য। হে মানুষ! আরও শোনো, তোমরা আমা কর্তৃক প্রদত্ত অনুগ্রহসম্ভারের প্রতি যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করোনি কেনো, কেনোই বা হয়েছিলে অকৃতজ্ঞ, সে সম্পর্কে পরকালে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবেই।

বাগবী লিখেছেন, মানুষ এই পৃথিবীতে আল্লাহ্র অনুগ্রহের সমুদ্রে ডুবে থাকে। তাই এ সম্পর্কে তখন তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবেই। মুকাতিল

বলেছেন, আল্লাহ্ মক্কার পৌত্তলিকদের দিয়েছিলেন প্রভূত সম্মান ও ধনসম্পদ। অথচ তারা এক আল্লাহ্কে ছেড়ে উপাসক হয়েছিলো প্রতিমার। তাই তাদেরকে তাদের এমতো অকৃতজ্ঞতা সম্পর্কে পরকালে কঠিন জবাবদিহি করতে হবে। হাসান বসরীও এরকম বলেছেন। হজরত ইবনে মাসউদ থেকেও অনুরূপ উক্তি বর্ণিত হয়েছে। তবে এই আয়াতের সম্বোধনটি সার্বজনীন। এর দ্বারা যেনো সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীকে এই বলে সাবধান করা হয়েছে যে, প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে যারা আল্লাহ্র আনুগত্য পরিত্যাগ করে ও অন্যের উপাসনায় জীবন কাটিয়ে দেয়, তাদেরকে পরবর্তী পৃথিবীতে প্রতিফল দিবসে কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। ফলে পরিত্রাণ তারা পাবেই না।

হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হলো, তখন কিছুসংখ্যক সাহাবী বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! কীরূপ নেয়ামত সম্পর্কে আমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে? আমরা তো ভক্ষণ করি রুটি ও খেজুর। আর সতত সন্ত্রস্ত থাকি শত্রুর আক্রমণাশংকায়। তিনি স. বললেন, ভালো করে বুঝতে চেষ্টা করো, অচিরেই তোমাদের অধিকারায়ত্ত হবে অজস্র নেয়ামত।

হজরত আলী বলেছেন, যে ব্যক্তি গমের রুটি আহার করে, সূর্যোত্তাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য উপভোগ করে ছায়া, পান করে সুপেয় পানি, তাকেও সেদিন এসকল কিছু সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। হাকেম তাঁর 'মুসতাদ্রাকে' লিখেছেন, হজরত আবু হোরায়রা রা. বলেছেন, একবার রসুল স. হজরত আবু বকর ও হজরত ওমরকে নিয়ে উপস্থিত হলেন ইবনে হাইছুমের গৃহে। সেখানে তাঁরা আহার করলেন খেজুর ও গোশত এবং পান করলেন পানি। পানাহারপর্ব শেষ হলে তিনি স. বললেন, এগুলোই ওই নেয়ামত, যেগুলো সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে। সহচরবৃন্দ উচ্চারণ করলেন, আল্লাহু আকবর। তিনি স. পুনরায় বললেন, তোমরা যখন আহার্যসামগ্রীর সম্মুখে উপবেশন করবে, তখন শুরুতেই বলবে 'বিসমিল্লাহি ওয়া আলা বারাকাতিল্লাহ্।' আর পানাহার শেষে বলবে 'আলহামদু লিল্লাহিল্লাজী ওয়া আসবাগা মা ওয়া আরওয়ানা ওয়া আনআমা আ'লাইনা ওয়া আফদ্বল'। অনুরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে হজরত ইবনে আব্বাস থেকেও। তাঁর মাধ্যমে আরও বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা জ্ঞানচর্চায় পরস্পরের শুভানুধ্যায়ী হয়ো। জ্ঞান গোপন কোরো না। জ্ঞান আত্মসাৎ, ধন আত্মসাৎ অপেক্ষা অধিক অপকৃষ্ট। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রশ্ন করবেন। তিবরানী, ইসপাহানী। হজরত আবু দারদা থেকে ইমাম আহমদ ও ইসপাহানী বর্ণনা করেছেন, সর্বপ্রথম (আলেম) বান্দাকে প্রশ্ন করা হবে, তুমি যে জ্ঞানার্জন করেছিলে, সে সম্পর্কে কী ব্যবস্থা নিয়েছিলে?

সমাপ্ত

জীবনের পক্ষেই কথা বলতে হবে । চলতে হবে জীবনেরই পথে । তার আগে বুঝতে হবে- জীবন কী? বোধ ও বুদ্ধিকে পরিশুদ্ধ ও পূর্ণ করতে গেলে মানুষকে মানুষের কাছে যেতে হবে । ওই সকল মানুষের কাছে, যাঁরা আমাদেরকে খণ্ডিত বোধের বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন । তাঁরা শুধু পৃথিবীর কথা বলেননি, বলেছেন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পৃথিবীর কথা । পৃথিবীপূর্ব রূহের জগতের কথা, আবার পরবর্তী পৃথিবীর অন্তহীনতার কথা। মহাজীবনের কথা। জন্মের মাধ্যমে আমরা এ পৃথিবীতে আসি। আবার মৃত্যুর মাধ্যমে প্রবেশ করি পরবর্তী পৃথিবীতে। তাই জীবনের কথা ভাবতে গেলে পুরো জীবনের কথাই ভাবতে হবে। তাঁদেরই আশ্রয়াঞ্চলের ছায়ায় এসে দাঁড়াতে হবে, যাঁরা পরিশুদ্ধ ও পূর্ণ। তাঁরাই নবী-রসুল-পরিত্রাণের পথপ্রদর্শক। তাঁরাই মানুষের মহিমার কথা বলেছেন। জ্বালিয়েছেন প্রেম-প্রজ্ঞা ও পরিত্রাণের মায়াবী মশাল। বলেছেন, মানুষ ছোট নয়। মৃত্যুতেই সবকিছু শেষ হয়ে যায় না।



AGNI O UDDANER SANGBAD

Written by Mohammad Mamunur Rashid
Published by Hakimabad Khanka-e-Mozaddedia
www.hakimabad.com
Exchange Taka 90.00/- only. US $ 10

ISBN : 984-70240-0067-5